ইসলামের ডাক

প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান

ইসলামের ডাক

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান

[বিশিষ্ট খলীফা ঃ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযূর রহ. ও
মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.]
-এর বিভিন্ন মজলিসের বয়ান সংকলন

সংকলন
আবু মুয়াবিয়া

মাকতাবাতুল আসরাফ
[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

ইসলামের ডাক

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান

সংকলন ঃ আবু মুয়াবিয়া

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২ ৮৯৫৭৮৫

প্রকাশকাল
শাওয়াল ১৪৩১ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN: 978-984-8950-00-5

মূল্য ঃ তিনশত টাকা মাত্র

ISLAMER DAK
By: Proffesor Muhammad Hamidur Rahman
Price Tk. 300.00 US $ 10.00 only

www.pathagar.com

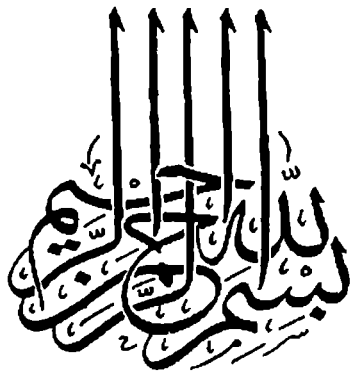

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেবের

অনবদ্য গ্রন্থাবলী

তাযকিরাতুল আখেরাহ

কুরআনের ডাক ও আমাদের জীবন

ইসলামের দাবী ও আমাদের বাস্তব জীবন

ইসলামের ডাক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করার পদ্ধতি	১১
আল্লাহর মহত্ত্বের অনুভূতি	৪৭
দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের জন্য প্রেরণা	৭৯
যিকির কি ও কেন	৯৭
সূরা ইয়াসিন - হার্ট অব দি কুরআন	১১৩
আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা	১৪৯
মাসনূন দু'আ - অলৌকিক ভাবের উদ্ভাস	১৬৯
আল্লাহর নেয়ামতের প্রচার	১৮৫
শবে বরাত প্রসঙ্গে	১৯৭
শরীয়তের দৃষ্টিতে যৌথ ব্যবসায় অংশীদারদের করণীয়	২০৯

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

সংকলকের কথা

ইদানিং পত্রিকায় এবং বিভিন্ন মিডিয়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মন্তব্যে সচেতন মুসলিম সমাজ হতবাক। যারা ব্যক্তব্য দিচ্ছেন, তারা সবাই মুসলমান। তারা সরাসরি 'আল্লাহকে অবিশ্বাস করেন' - এ কথা বলেন না। কিন্তু তাদের বক্তব্যে ইসলামের প্রতি যে বিষোদগার ফুটে ওঠে, তাতে ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ততারও কোন ছাপ আর থাকে না। কেন এমন হল? সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক আগেই ইসলাম ধর্মকে ঐচ্ছিক করা হয়েছে। আমাদের বাপ-দাদারাও হাই স্কুল পর্যন্ত পঠিত 'ইসলাম ধর্ম' ক্লাস থেকে সঠিক শিক্ষা নিতে পারেননি। ফলে নতুন প্রজন্মকে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবেই সযত্নে অনেক দূরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পুরো সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধ শেখার কোন মাধ্যম প্রচলিত নেই। 'ওটা এমনি এমনি শিখবে' - এ ধারণা প্রচার করে সমাজকে আরো অন্ধকারে এবং এমনি এমনি যারা শিখতে পারেনি তাদের কাছেই জিম্মি করে রাখা হয়েছে। আর তাই এখন তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা ইসলামের বিরুদ্ধে জঘণ্য সব কথা বলছে এবং পার পেয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করারও যেন কেউ নেই। কিন্তু এই সার্বিক পরিস্থিতির জন্য এসব ব্যক্তিরাই যে কেবল দায়ী, এটা আমাদের সম্মানিত উলামায়ে কেরাম মনে করেন না। বরং এজন্য তারা নিজেদেরকেও দায়ী মনে করেন। আল্লাহর দ্বীনের কথা যে দরদ ও আন্তরিকতা নিয়ে মানুষকে বেশি বেশি বলার দরকার ছিল তেমন করে তারা বলতে পারছেন না বলে দুঃখ করেন। এটা তাদের মহানুভবতা। সমাজের নীতি-নির্ধারকরাও দ্বীনের কথা সঠিক পদ্ধতিতে না শুনতে শুনতে নিজেদের মনগড়া মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। আর পাশ্চাত্য প্রণোদনা এ মতবাদে আরো রসদ যোগাচ্ছে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতির জন্য যে-ই দায়ী হোক না কেন, জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের নিজেদেরকেই বাঁচতে হবে এবং দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখেরাতে সফলতা লাভ করতে হলে সঠিক আমল-আখলাক দিয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করেই তা অর্জন করতে হবে। সেখানে যেহেতু আর কাউকে আমার পরিণতির ভার বহন করতে হবে না, সেহেতু কিভাবে নিজেকে আরো দ্বীনের দিকে অগ্রসর করা যায় সেদিকেই

www.pathagar.com

আমাকে নিয়ত চেষ্টা করা প্রয়োজন। এজন্য দ্বীনি কিতাব পাঠ এবং আল্লাহওয়ালাদের সোহবত এক পরীক্ষিত মাধ্যম যা আপনাকে সঠিক পথে ধাবিত করবে।

আমরা আসলে এখন এক কঠিন সময়ের আবর্তে জীবন কাটাচ্ছি। এখানে ভালো-মন্দ নির্ধারণে সমসাময়িক সমাজ ও সামাজিক প্রথা বেশি প্রচলিত। সবাই মিলে খারাপ কিছু করলে সেটাই সঠিক হয়ে যাচ্ছে। অথচ ইসলামের শিক্ষা এটা না। আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত এবং সামাজিকভাবে যে আদর্শ রেখে গিয়েছেন, সেটাই সঠিক। এ আদর্শ সঠিকভাবে মেনে চলতে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক অনুভূতি প্রয়োজন। এই বইয়ে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের এ অনুভূতি বাড়ানোর জন্যই হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এবং হযরত মাওলানা আবরারুল হক রহ.-এর অন্যতম খলীফা হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)-এর জ্ঞানদীপ্ত বয়ানসমূহের কিছু সংকলন করা হয়েছে, যা আশা করি পাঠকদের হৃদয়কে নতুনভাবে ইসলামে উজ্জীবিত হতে সহায়তা করবে।

ইতোমধ্যে হযরতের ওয়াজ-নসীহতের তিনটি সংকলন (১) 'তাযকিরাতুল আখেরাহ', (২) 'কুরআনের ডাক ও আমাদের জীবন' এবং (৩) ইসলামের দাবী ও আমাদের বাস্তব জীবন' নামে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত তার বয়ান সংকলনের জন্য যে পরিমাণ মেধা এবং প্রজ্ঞার প্রয়োজন, তার কোন কিছুই সংকলকের না থাকায় প্রতিটি সংকলনেই অনেক ভুল-ভ্রান্তি থেকে গেছে। এটা একান্তভাবেই সংকলকের সীমাবদ্ধতা। এ সীমাবদ্ধতা এখানেও পরিলক্ষিত হলে পাঠকদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সবিনয় অনুরোধ রইল।

আল্লাহ আমাদের সকল নেক কাজকে কবূল করুন। এ বইয়ের সংকলককে এবং যারা এ কিতাব প্রকাশে সহায়তা করেছেন, সকলকে কবূল করুন। এ কিতাবকে আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত এবং জান্নাত লাভের উসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

বিনীত
আবু মুআবিয়া
উত্তরা, ঢাকা

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশের অন্যতম দ্বীনী ব্যক্তিত্ব। ঈমান ও আমল, ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত, বিনয় ও নম্রতা, যুহ্দ ও তাকওয়া ইত্যাদি আত্মিক গুণাবলী তাঁকে উলামায়ে কেরামের প্রিয় ও সম্মানিত ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর এই পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে তা হলো, আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের সোহবত।

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব (দাঃ বাঃ) ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালে মুন্সিগঞ্জের নয়াগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মুহাম্মাদ ইয়াসিন সাহেব রহ. তাঁকে মসজিদের ইমাম সাহেব, মুয়াযযিন সাহেব, মক্তবের উস্তাদসহ অন্যান্য দ্বীনী ব্যক্তিত্বদের খেদমতে নিয়োজিত করেন। তিনি গ্রামে কুরআন শিক্ষার জন্য মক্তবের উস্তাদ হিসেবে পেয়েছিলেন হযরত মাওলানা মকবুল হুসাইন রহ.কে, যিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পরিবারের লোক হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে গ্রামের মক্তবে পড়াতেন। তিনি প্রতিদিন সকালে ফজরের পরে কুরআন শরীফ পড়াতে বসতেন, আর প্রায় দিনই দুপুর বারটার পর উঠতেন। তাঁর তাকওয়া এবং পরহেযগারীর কথা হযরত প্রফেসর সাহেব এখনো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

চাকুরীর প্রয়োজনে তাঁর পিতা যখন চাঁদপুরে বদলী হন, তখন তিনিও পিতার সঙ্গে চাঁদপুরে চলে যান। এ সময় বিদ'আতী সম্প্রদায় আওলাদে রাসূল হযরত মাওলানা মুস্তফা মাহমূদ আলমাদানী রহ.কে হত্যার উদ্দেশ্যে মারাত্মকভাবে আহত করে চাঁদপুরের ডাকাতিয়া নদীতে নিক্ষেপ করলে নদীতে মাছ ধরায় ব্যস্ত জেলেরা তাঁকে উদ্ধার করে চাঁদপুর হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। তখন হযরত প্রফেসর সাহেবের মা প্রায়ই হযরত মাওলানা মুস্তফা মাহমূদ আলমাদানী রহ.-এর জন্য কিছু খাবার তৈরি করে দিতেন। তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে সেই খাবার নিয়ে হাসপাতালে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হতেন।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে ঢাকার ইসলামিয়া হাই স্কুলে [যার পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত আলেম মুফতী দ্বীন মুহাম্মাদ রহ.] পড়ার সময় গনী মিয়ার হাট মসজিদে যখন জোহর নামায আদায় করতে যেতেন, তখন বাংলাদেশের বিখ্যাত তিন বুযুর্গ (১) হযরত মাওলানা আব্দুল ওহাব (পীরজী হুযূর) রহ., (২) হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরীদপুরী (সদর সাহেব হুযূর) রহ., (৩) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুযূর) রহ. কে দেখতে পেতেন।

হযরত প্রফেসর সাহেব ইসলামিয়া হাই স্কুল থেকে ১৯৫৫ সালে মেট্রিক এবং ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট অত্যন্ত সফলতার সাথে পাশ করেন। পরবর্তীতে আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়), ঢাকা থেকে ১৯৬১ সালে প্রথম বিভাগে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। অতঃপর তিনি সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে প্রায় দুই বছর এবং ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানীতে প্রায় ছয় বছর চাকুরী করার পর ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। প্রায় দুই যুগেরও বেশি সময় অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে শিক্ষকতা করে ১৯৯৫ সালে বুয়েট থেকে অবসর নিয়ে ওআইসি কর্তৃক পরিচালিত আই ইউ টি [ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, বোর্ডবাজার, গাজীপুর] এ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত পদে (খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে) নিয়োজিত আছেন।

তাবলীগ জামাআতে তিনি অনেক সময় লাগিয়েছেন। এ কাজে সময় লাগানোর এক পর্যায়ে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ.-এর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাবলীগে সময় লাগানোর সাথে সাথে ইমাম গাযালী রহ. ও হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর লিখিত কিতাবাদি পাঠ করার ফলে তাঁর মধ্যে দ্বীনের প্রতি আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আলতাফ হোসাইন সাহেবের খেদমতে হাজির হয়ে কোন হক্কানী পীরের নিকট মুরীদ হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তাঁর এ কথা শুনে হযরত মাওলানা আলতাফ হোসাইন সাহেব তাঁকে হযরত

www.pathagar.com

হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর খেদমতে নিয়ে যান এবং তখন তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযূরের নিকট বাইয়াত হন।

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর নিকট মুরীদ হওয়ার পর হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেব (দাঃ বাঃ) বার বার হযরতের খেদমতে তাঁকে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। ফলে তিনি হযরতের খাদেম হিসেবে হজ্জের পবিত্র সফর ছাড়াও বিভিন্ন দেশ সফর করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং হযরতের সাথে তার একটি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠে। এক পর্যায়ে তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর নিকট হতে খেলাফতও লাভ করেন।

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর ইন্তেকালের পর হযরত প্রফেসর সাহেব (দাঃ বাঃ) হাকীমুল উম্মত মুজ্জাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর সর্বশেষ খলীফা মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক সাহেব রহ.-এর নিকট বাইয়াত হন এবং তাঁর পক্ষ থেকেও খেলাফত লাভ করেন।

হযরত প্রফেসর সাহেবের দ্বীনের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর আরেক ওলী আজিমপুরের হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব রহ.-এরও বিরাট অবদান রয়েছে। কারণ তাঁর সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষা, তার নিজের আরবী গ্রামার শিক্ষা এবং পরবর্তীতে কুরআনে কারীমের সাথে এত ব্যাপক পরিচিতির সূচনা হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব রহ.-এর মাধ্যমেই হয়েছে। যা তিনি প্রায়ই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকেন।

হযরত প্রফেসর সাহেব ইসলামী জ্ঞানে প্রজ্ঞাবান হয়েও নিজের সম্পর্কে বলেন, 'আমি আলেম নই। কিন্তু উলামায়ে কেরামের জুতা বহন করতে পারাটা আমি নিজের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করি। আলেমদের কাছ থেকে কুরআন-হাদীসের আলোচনা শুনে সেগুলোই আমি আমার সম্প্রদায় (ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদার)-এর নিকট নকল করে থাকি। এক্ষেত্রে আমার কোন ভুল-ভ্রান্তি কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে বললে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো সংশোধন করে নিবো এবং তার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকবো।'

আমাদের দৃষ্টিতে হযরত প্রফেসর সাহেবের যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করেছে, তাহলো উলামায়ে কেরামের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি (যা ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদার শ্রেণীর মধ্যে বিরল), দুনিয়া বিমুখতা, দ্বীন

www.pathagar.com

ও দ্বীনী ইলমের প্রচার ও প্রসারের জন্য পাগলপারা মেহনত, সকল কুসংস্কার ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে বর্জন করে শরী'অত ও সুন্নাতের উপর সার্বক্ষণিক আমলের ফলে তার ইখলাসপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বয়ানে যে গভীর অনুভূতি শ্রোতাদের অন্তঃকরণে হয়, অনেক আকর্ষণীয় জ্বালাময়ী দীর্ঘ সময়ের বক্তৃতায়ও তা হয় না।

আমাদের বর্তমান আয়োজন "ইসলামের ডাক" হযরত প্রফেসর সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের বিভিন্ন মজলিসের বয়ানের সংকলন। যা তাঁরই একজন ছাত্র বিভিন্ন মজলিস থেকে টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে নিজেই কম্পিউটার কম্পোজ করেছেন এবং বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক মেহনত করেছেন। আল্লাহপাক তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

যারাই আমাদের এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আমরা বইটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। তারপরও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তি সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহপাক এই বইটির পাঠক, সংকলক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁর পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

১৩ রমযান ১৪৩১ হিজরী
২৪ আগস্ট ২০১০ ঈসায়ী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

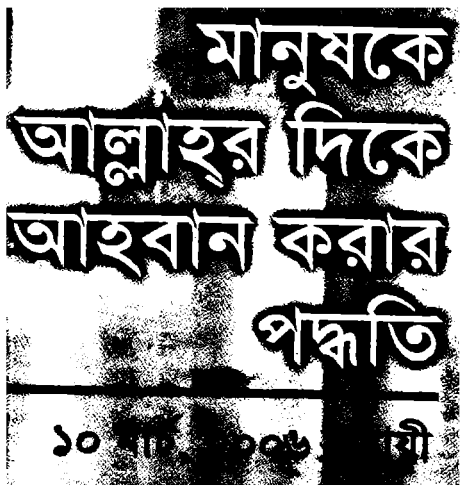

www.pathagar.com

মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করার পদ্ধতি

মসজিদ আল-মাগফিরাহ, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা

১০ মার্চ ২০০৬, বাদ মাগরিব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞ اَمَّا بَعْدُ، فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছি যে, তিনি মেহেরবানি করে আপনাদের সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনের কিছু কথাবার্তা আলোচনার জন্য এখানে একত্রিত হবার সৌভাগ্য দিয়েছেন। কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন নির্দেশ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কিছু নির্দেশ এসেছে সরাসরি,

www.pathagar.com

আবার কিছু নির্দেশ এসেছে ঘুরিয়ে। আমি আপনাদের সামনে যে আয়াতটি পড়েছি, সেটা অনেকেরই অতি পরিচিত আয়াত। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ৪১:৩৩

'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে কিনা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করে, নিজে নেক আমল করে এবং বলে, আমি মুসলমানদের একজন।'

এখানে মূল কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দিকে ডাকার কাজটিকে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হিসেবে বর্ণনা করছেন। এ কাজটি আমাদের সকলের করা উচিত। প্রতিটি মুসলমানের কাজ এটা। এ আয়াতে আল্লাহর দিকে আহবান করার নির্দেশটি indirectly এসেছে। আবার অন্যখানে সরাসরি এসেছে,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ১৬:১২৫

'তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে ডাকো হিকমতের সঙ্গে, উত্তম ভাষণের সাহায্যে এবং তাদের সাথে যদি তর্কে লিপ্ত হতে হয়, তাহলে তা করো উত্তম পন্থায়।'

এখানে কথা অনেক সরাসরি, আর অনেক পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। এক নম্বর বলেছেন, তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে ডাকো। প্রথম যে আয়াত পড়েছিলাম, সেখানে বলেছেন, 'তার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে যে কিনা আল্লাহর দিকে ডাকে।' সাথে আরো সামান্য কিছু কথা আছে, যে সব কথা ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেখানে আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকার পদ্ধতির ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। প্রথম আয়াতের কথাগুলোর শাব্দিক অর্থ সহজ। কিন্তু বুঝা খুব সহজ না। উলামায়ে কেরাম এটার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেন, যে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকবে, তার মধ্যে নেক আমল থাকা চাই এবং তার

www.pathagar.com

মধ্যে এই কৃতজ্ঞতার অনুভূতি থাকা চাই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে একজন মুসলমান হবার সৌভাগ্য দান করেছেন। এজন্য দাওয়াতের ভিত্তি হতে হবে নম্রতা ও শোকরগুজারী। ঐখানে পরের আয়াতটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম যে আয়াতটা বললাম, তার সাথে সাথেই এটা এমন একটা আয়াত যেটা খুব তাড়াতাড়ি সবার জন্য বুঝা কষ্টকর।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ৪১:৩৪

'ভালো ও মন্দ সমান নয়। Resist [repel the evil] with one which is better।' Resist what? এর ব্যাখ্যা তাফসীরের মুখাপেক্ষী। উলামায়ে কেরাম বলেন যে, তুমি যখন আল্লাহর দিকে আহবানের কাজ করতে যাবে, দাওয়াতের কাজ করতে যাবে, হতে পারে তুমি এমন প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হবে, যারা তোমাকে গালিগালাজ করবে। মারধর করবে। তখন তুমি কি করবে? ইসলাম বলে, তোমার সঙ্গে চরম মন্দ আচরণের বিরুদ্ধে তুমি সবচেয়ে ভালো আচরণ করো। তাহলে কী হবে? আল্লাহ বলে দিয়েছেন,

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ৪১:৩৪

'তাহলে যার সাথে তোমার চির দুশমনি, সে হয়ে যাবে তোমার পরম বন্ধু।' আজকে যে তোমার চরম দুশমন, তুমি তার সাথে যদি ঐরকম ভালো আচরণ করতে পারো তাহলে সে হয়ে যাবে তোমার পরম বন্ধু। এখন আল্লাহ নিজেই বলেন,

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ৪১:৩৫

'এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা খুব বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী।' এই কাজ, মন্দকে উত্তম পন্থায় প্রতিহিত করা, এটা সবাই পারে না। ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ শব্দের বাহ্যিক অর্থ দাঁড়ায়, অতি বড় বীরত্বের অধিকারী। যারা খুব ধৈর্য ধারণ করে আর খুব বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী তারা ছাড়া এই আচরণ অন্য কেউ করতে পারবে না। অপূর্ব আয়াত! আর এখানে দাওয়াত দেয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে, তোমাকে যদি বাধা দেয়, আর

www.pathagar.com

বাধা দেয়ার পদ্ধতি যদি জঘন্য হয়, তাহলে সেটা তুমি কিভাবে মোকাবেলা করবে? এজন্য আমি আর একটি আয়াত পড়েছি, সেটা চৌদ্দ পারায় সূরা নাহলের আয়াত, 'তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমতের সঙ্গে, উত্তম ভাষণের সাহায্যে।' 'হিকমত' শব্দের বাংলা তরজমা কি করবেন জানি না। 'হিকমত' শব্দের অর্থ বাংলায় অনেকে 'তত্ত্বজ্ঞান' করে থাকে। আর ইংরেজিতে বলে, Wisdom[১]। মানুষকে প্রতিপালকের দিকে আহবানের ক্ষেত্রে প্রথমে বলেছেন, হিকমত দিয়ে আহবান করো। তারপর বলেছেন, সুন্দর ওয়াযের দ্বারা আহবান করো। 'হিকমত' মানে এমন পন্থা অবলম্বন করো যেটা জ্ঞানগর্ভ। যেটি তত্ত্বজ্ঞানে ভরা। এবার তিন নম্বরে বলেছেন,

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ১৬: ১২৫

'তাদের সঙ্গে উত্তম পন্থায় তর্কে লিপ্ত হও।' কাদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হবে, শব্দটা সহজ না। বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হও কাদের সঙ্গে? যারা বিরুদ্ধাচারণ করতে আসে। দ্বীনের ব্যাপারে যারা উল্টোপাল্টা কথা বলে। তাদের সাথে তর্ক কিভাবে করবে? এমনভাবে যা অতি সুন্দর।

আমি আপনাদের কাছে মূলত যেটা পেশ করতে চাচ্ছি. সেটা হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে পাকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে লক্ষ্য করে কথা বলেছেন। কিন্তু বর্ণনাভঙ্গি অনেক জায়গায় এমন, যে কোনো পাঠকের কাছে মনে হবে, এ যেন আমাকেই বলছেন। এটা অপূর্ব একটা ভঙ্গি আল্লাহ পাক অবলম্বন করেছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা বার বার এসেছে। আয়াত দেখলেই বুঝা যাবে কোনটি তার জন্য বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট। আর কোনটি সাধারণ। উলামায়ে কেরাম বলেন, এই ডাকার কাজটি এই উম্মতের একটি শান। শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব (রহঃ)[২] 'ফাযায়েলে আমল'

---

[১] 'হিকমত' শব্দের সহজ-সরল ইংরেজি প্রতিশব্দ (not exact but close) হচ্ছে Wisdom। Knowledge, great degree of experience, patience - সব কিছু তার মধ্যে শামিল।

[২] তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) স্বীয় ভাতিজা শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব (রহঃ)কে দিয়ে 'ফাযায়েলে আমল' নামক কিতাবটি তাবলীগ কর্মীদের জন্য রচনা করিয়েছেন।

www.pathagar.com

কিতাবে এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ যে বলেছেন, 'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে কিনা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে' - এখানে তিনি প্রথমেই এনেছেন মসজিদের মুয়াযযিন সাহেবদেরকে যারা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য আযান দেয়।

আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। মসজিদে মসজিদে সারা দুনিয়ার মিনারে মিনারে যারা আযান দেয়, প্রতিদিনের এই আযান প্রদানকে তিনি বলছেন, এটা আল্লাহর দিকে দাওয়াত। হাইয়া আলাস সালাহ, নামাযের জন্য আসুন। আসল দাওয়াত তো আযানের ভেতরে। আযানের শুরুতেও ভূমিকা, শেষেও রয়েছে Conclusion। ভূমিকা হচ্ছে, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আসলে দেখা যাবে এখানেও হিকমতে ভরা। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে যেভাবে ডাকতে শিখিয়েছেন, সেটা অনেক হিকমতে ভরা। কেন? মসজিদে মুয়াযযিন সরাসরি মিনারে দাঁড়িয়ে বলে দিলেই হতো, 'হাইয়া আলাস সালাহ', নামাযের জন্য আস। 'হাইয়া আলাস সালাহ', নামাযের জন্য আস। শেষ। দু'বার বলুক, চার বার বলুক। সাত বার বলুক। যথেষ্ট ছিল। শুরুতে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার কেন বলা হচ্ছে? আল্লাহ পাক আযানকে দিয়েছেন আসমান থেকে। এটাও এক ধরনের ওহী। তবে এটা মুহাম্মাদ (ﷺ) এর কাছে সরাসরি ওহী হয়নি। সাহাবীদের মাধ্যমে এসেছে।

মদীনায় সাহাবায়ে কেরাম আলোচনা করছিলেন যে, নামাযের জন্য মানুষকে কীভাবে ডাকা যায়। কেউ বললেন, ঘন্টা বাজাতে হবে। কেউ বললেন, আগুন জ্বালাতে হবে। কেউ বললেন, উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ডাকতে হবে। এই মাশওয়ারা চলছে। এর মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ নামে মদীনার একজন আনসার সাহাবী স্বপ্নে দেখলেন যে, একজন মানুষ এক অপূর্ব সুন্দর পোশাকে এসে তাকে নামাযে ডাকার জন্য আযানের বাক্যগুলো বলছেন। পরদিন তিনি এসে রাসূল (ﷺ) কে তার স্বপ্নের কথা বললেন। রাসূল (ﷺ) সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করলেন।[৩] এভাবে

[৩] আবূ দাউদ শরীফ হাদীস ১৯৮, আবূ উমায়ের ইবনে আনাস(রাঃ) এর বর্ণনা।

www.pathagar.com

আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এই আযান। হযরত উমর (রাঃ)ও একই স্বপ্ন দেখেছিলেন। হুবহু একই স্বপ্ন। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) পেছনে পড়ে গেলেন। একই জিনিস তাঁর চেয়ে অনেক কম বিখ্যাত সাধারণ এক আনসার সাহাবী থেকে গৃহীত হলো। কেবলমাত্র 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম' হযরত বেলাল (রাঃ) নিজে যোগ করেছেন যেটাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অনুমতিও দিয়েছেন।[৪] সাহাবায়ে কেরামদের যে কোন কাজ, যেটাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অনুমতি দিয়েছেন, সেটাকে সুন্নাহর মর্যাদা দেয়া হয়।

আমি বলছিলাম, শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) আল্লাহর দিকে আহবানকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম এনেছেন মুয়াযযিন ছাহেবদেরকে। 'আযান' হচ্ছে আল্লাহর দিকে সবচেয়ে সরল-সহজ আহবান। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, বলতো প্রতিদিন কে আল্লাহর দিকে ডাকে? বলবে, 'কেন? মসজিদের মুয়াযযিন ছাহেব।' আযানের মধ্যে আল্লাহ কত হিকমত ভরে দিয়েছেন! কেন আগে আল্লাহু আকবার চারবার আনা হলো? কেন 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আনা হলো? কেন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' আনা হলো? অতঃপর আসল কথা বলা হলো, 'হাইয়া আলাস সালাহ'। এটাই তো যথেষ্ট। 'হাইয়া আলাস সালাহ' - আসল দাওয়াত তো এটাই। 'হাইয়া আলাস সালাহ' মানে Hasten towards prayer (নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি আসো)! তাহলে মূল দাওয়াত হচ্ছে মাত্র দু'টি কথা। 'হাইয়া আলাস সালাহ'। 'হাইয়া আলাস সালাহ'। আগের অংশ হল ভূমিকা। আর শেষ বাক্যগুলোকে এখন আপনি কি নাম দিবেন দেন। Conclusion বলেন অথবা Concluding Remark বলেন। কি Concluding Remark? 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলে দাওয়াত তো আগেই করা হয়ে গিয়েছে। এখন দাওয়াতের পরে মন্তব্য করা হচ্ছে: 'হাইয়া আলাল ফালাহ'। আগে বলেছেন, এসো তুমি নামাযের জন্য। তারপর মন্তব্য হচ্ছে, এটাই আসল কামিয়াবি দিবে তোমাকে। দুনিয়া-আখেরাতের সর্বাঙ্গীণ সফলতার নাম 'ফালাহ'। নামায কেবল আমাদেরকে আখেরাতে সওয়াব দিবে, কবরের আযাব মাফ করবে - না। নামায তো দুনিয়াতেও আমাদের জীবনকে সুন্দর শান্তিময়

[৪] তিরমিযি শরীফ হাদীস ২২৪, হযরত বেলাল (রাঃ) এর বর্ণনা।

www.pathagar.com

সুখময় করার জন্য সবচেয়ে বড় উপকরণ। পরিষ্কার কথা। কুরআন শরীফের সূরা ইউনুসের আয়াত,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ১০:৬২

'সতর্ক হয়ে শোন, আল্লাহর ওলীদের কোনই ভয় নেই, তারা চিন্তান্বিতও হবে না।' এ আয়াতের একটু পরেই আছে,

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ১০:৬৪

'দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে খোশখবরী।' মানে এখানে দুনিয়ার জীবনে খোশখবরীর কথা পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে। এজন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজের বহু প্রার্থনায়ও শিখিয়েছেন, আর কুরআনের মধ্যেও এই প্রার্থনা বিখ্যাত,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ২:২০১

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।' এখানে দুনিয়ার হাসানাকে আগে চাওয়া হয়েছে। কেবল একটা বিষয়ে সতর্কতার কথা বার বার এসেছে, আর তা হলো,

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۞ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ৮৭:১৬-১৭

'বস্তুত তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ! অথচ পরকালের জীবনই আসল মঙ্গলের জায়গা এবং চিরদিনের জায়গা।' দুনিয়ার জীবনের জন্য দু'আ করা তো আল্লাহ নিজেই শিখিয়ে দিয়েছেন। তবে সতর্কতা এটা যে, আখেরাতকে প্রাধান্য দাও।

এজন্য কুরআন মাজীদে উল্লেখিত বিষয়গুলো খুব খেয়াল করার জিনিস। মুয়াযযিন সাহেবদের আযান অপূর্ব হিকমতে ভরা। আপনাকে আগে মনে করিয়ে দিচ্ছে। আপনি আসুন নামাযের জন্য এ কথাটা বলার আগে আপনাকে সরাসরি

www.pathagar.com

কিছু না বলে কেবল নিজেই ঘোষণা করে যাচ্ছে, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহু আকবার। শব্দটা এখানে أكبر যেটা ইংরেজীতে হবে Greater এর অর্থ। আমরা জানি Great-Greater-Greatest । আল্লাহু আকবার এর সাধারণ অর্থ Allah is greater। Greater than what? আল্লাহ বড়, অধিকতর বড়। কি থেকে অধিকতর বড়? আপনি যা কিছু বলেন, সকল কিছুর চেয়ে অনেক বড়। এখানে Greatest শব্দ নেই। আছে Greater। Greater এর মানে কী? Greater from the greatest । আরো বড়। আরো বড়। আল্লাহু আকবার এর চেয়ে বড় আর কিছু নেই। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর গৌরব বর্ণনা হলো। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর প্রশংসা করা হলো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। কালিমা পড়া হলো। আর আল্লাহু আকবার মানে যা কিছু তুমি বলো, তার মর্যাদা, তার শান সে সবের চেয়ে অনেক বড়। কুরআন বলে,

وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ১৭:১১১

'তার মহত্ত্বের ঘোষণা দাও।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আল্লাহ বলেছেন,

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ৭৪:৩

'আপনার প্রতিপালকের নামের বড়ত্বের ঘোষণা দিন।' আল্লাহু আকবার। আদেশ সূচক শব্দ হচ্ছে, কাব্বির। আর এর বাস্তব প্রয়োগ আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে, এক নামাযের মধ্যে কতবার আপনি 'আল্লাহু আকবার' বলেন! 'আল্লাহু আকবার' এর মর্যাদা এত বড় যে, যদি আপনি নামাযের শুরুতে প্রথম 'আল্লাহু আকবার' মানে তাকবীরে তাহরীমা না বলেন, তাহলে আপনার পুরো নামায বাতিল হয়ে যাবে। আপনি প্রথম তাকবীরে তাহরীমা বলতে ভুলে গেলেন, সব নামায বরবাদ। অনেকে হয়তো জামাতে পরে এসেছে। প্রথম রাকাতে ইমাম সাহেব ততক্ষণে রুকুতে চলে গিয়েছেন। এখন সে ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হতে গিয়ে তাকবীরে তাহরীমা না বলেই সরাসরি রুকুতে চলে যায়। এটা ভুল। এজন্য উলামায়ে কেরাম মাসআলা বলেন, যারা প্রথম রাকাতে পরে এসে রুকুতে ইমাম সাহেবকে পেতে চায়, তারা যেন প্রথমে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলে। তারপর রুকুতে গিয়ে শরীক হয়। ইমাম সাহেব রুকুতে চলে গিয়েছেন। আপনি এসে

www.pathagar.com

শরীক হবেন। এ সময়ের মাসআলা হচ্ছে, আল্লাহু আকবার বলে হাত বাঁধা এখন আর জরুরী না। কিন্তু আল্লাহু আকবার উচ্চারণের সময় আপনাকে অবশ্যই তাকবীরে তাহরীমা-এর নিয়তে আল্লাহু আকবার বলতে হবে। আমরা যারা অনেক সময় দৌড়ে এসে আল্লাহু আকবার বলি, তাতে তাকবীরে তাহরীমা-এর নিয়ত থাকে না। এতে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তাকবীরটা সোজা দাঁড়িয়ে বলতে হবে। পরে রুকুর জন্য আল্লাহু আকবার বলা সুন্নত। ভুলে গেলেও অসুবিধা নেই। প্রথমটা ফরয। হাত উঠানো সুন্নত। হাত উঠাতে যদি ভুলেও যায়, অসুবিধা নেই। আর রুকুতে যাবার সময় আল্লাহু আকবার বলেনি, তখন কেবল সুন্নত নষ্ট হয়েছে। হাত উঠায়নি, সুন্নত নষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাকবীরে তাহরীমার আল্লাহু আকবার বলা ফরয। আমাদের উলামায়ে কেরাম অপূর্ব ভঙ্গিতে মাসআলাগুলো আমাদের সামনে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। আমাদের জন্য বাকী শুধু এটা দেখা। আমরা অনেক সময় দেখি না।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহ অতি বড়। তাহলে মুয়াযযিন সাহেবের আযানে কত ভূমিকা। আল্লাহু আকবার চারবার কেন, এটা উলামায়ে কেরামের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে। তারপর আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই)। বলছেন, আশহাদু মানে আমি সাক্ষ্য দেই। আসলে তো এটা তাবলীগের মেজাজের কথা।

তাবলীগ জামাতে বলে, যার যার ডান দিকে চলি ভাই। আসলে বলে কী? আপনারা ডান দিকে চলুন। আপনি ডান দিকে চলুন - এটা না বলে, কী বলে? বলে যে, যার যার ডান দিকে চলি ভাই। মুয়াযযিনও বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আসলে বলে, তুমি না সাক্ষ্য দিয়েছো আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই? এটাই হিকমত। নিজের উপরে ফেলছে। আপনাকে খোঁচা দিয়ে বলে না। নিজের উপর বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, দু'বার। আবার দু'বার আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। আসলে হিকমত তো এই যে, ঘুরিয়ে অতি নরমভাবে অতি ভদ্রভাবে আপনার সামনে পেশ করছে যে, আপনি না বলেছেন, আল্লাহ সবচেয়ে বড়? আপনি না স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁর কোন শরীক নেই? আপনি না স্বীকার করে নিয়েছেন, হযরত

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল? তাহলে আপনার কাজ কি এখন? আসেন, হাইয়া আলাস সালাহ - এটাই হিকমত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের যে দাওয়াত শিখিয়েছেন, তার মধ্যে অপূর্ব হিকমতে ভরা। আবার হাইয়া আলাল ফালাহ। মনে রাখবেন, আপনার দুনিয়ার কোন ভালাই আসল ভালাই না। আল্লাহর শোকর, সাধারণ নামাযের আযানের পর আমাদেরকে দুনিয়ার কাজ-কর্মে নিষেধ করা হয়নি। কেবলমাত্র জুমু'আর আযান সম্পর্কে বলা হয়েছে,

إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ৬২:৯

'যখন জুমু'আর আযান হয়, আল্লাহর যিকিরের জন্য দৌড়াও। ছেড়ে দাও কেনা-বেচা।' এ আযানের পরে কেনা-বেচা করা হারাম। অন্যদিনে এই সময় কেনা-বেচা করা আবার হারাম না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) তাঁদের অভ্যাস একই রকম ছিল। তাঁরা অন্যান্য দিনে আযানের সময়ও নামাযের জন্য একই আচরণ করতেন। এ ব্যাপারে একটি বিখ্যাত ঘটনা পাওয়া যায়। ঘটনাটি হলো, আল্লাহর এক ওলী কামার ছিলেন। তিনি লোহা দ্বারা বিভিন্ন জিনিস তৈরী করার জন্য আগুনে লোহা গরম করতেন। যখন আগুনে গরম হয়ে লোহাটা টকটকে লাল হয়েছে, তখন সেটাকে পেটানোর জন্য হাতুড়ি উঠিয়েছেন, আর এসময় 'আল্লাহু আকবার' আযান শুনেছেন। আর অমনি হাতুড়িটা পেছন দিকেই ফেলে নামাযের জন্য চলে গেলেন।[৫] আমরা হলে বলতাম, এই লোহাটা গরম করতে কত সময় গেল, এই বারিটা দিয়ে নেই। না। আযানের আল্লাহু আকবার শোনার পর এই একটা বারি দেয়াও তিনি পছন্দ করেননি। আমরা হলে বলতাম যে, অপচয় হলো। এতগুলো তাপ ওর মধ্যে দেয়া হয়েছে, এখন সেটা গনগনে গরম হয়েছে। একটা বারি দিয়েই নিই না। জায়েয আছে। আমাদের জন্য কিন্তু নাজায়েয না। জায়েয আছে আপনার জন্য।

অপূর্ব হিকমতে ভরা আযান! আর আযানের দু'আর মধ্যে যে কথাগুলো সেগুলো আরো অদ্ভূত।

---

[৫] আবূ দাউদ শরীফ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ
وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

'হে আল্লাহ, এই অপূর্ব পরিপূর্ণ আহবান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) কে ওসীলা এবং ফযীলত তথা উচ্চতম মর্যাদা দান করুন। আর তাঁকে মাকামে মাহমুদে [প্রশংসিত স্থানে] অধিষ্ঠিত করুন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।' অপূর্ব শব্দ। আল্লাহ হচ্ছেন রাব্বুন নাস, মানুষের প্রতিপালক। আল্লাহ হচ্ছেন মালিকিন নাস, মানুষের বাদশা। এখানে বলা হচ্ছে, رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ অপূর্ব পরিপূর্ণ এই আহবানের প্রতিপালক আপনি। 'আহবানের প্রতিপালক আপনি' - আপনি কখনো চিন্তা করেছেন, কি সুন্দর অভিব্যক্তি এটা? দু'আটি কে দিয়েছেন? হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোনো দু'আ নিজে রচনা করেননি। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে তাঁর সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিয়েছেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ৫৩:৩-৪

'তিনি নিজের খুশিমতো কথা বলেন না। এটা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।' কুরআন হচ্ছে বিশেষ ধরনের অহী। তাঁর কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অহী নাযিল হয়, তারপর তিনি মুখ খুলেন। সেজন্য কুরআনের মর্যাদা স্বতন্ত্র। এটা তেলাওয়াতযোগ্য। বাকী হাদীস মানে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা। সেটা তেলাওয়াতযোগ্য নয়। আপনি বুখারী শরীফের কোনো হাদীস একশবারও যদি পড়েন, আপনার ঐ নেকী হবে না যা কুরআন শরীফের একটি আয়াত বার বার পড়ার দ্বারা হয়।

خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ [৬]

[৬] বুখারী শরীফ হাদীস ৬.৫৪৫, হযরত উসমান (رضي الله عنه) এর বর্ণনা

www.pathagar.com

'তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিখে এবং শেখায়।' আপনি একশবার হাদীসটি পড়লেন। আপনি মুখস্থ করার জন্য পড়লেন, এক কথা। কিন্তু এটা তেলাওয়াতে নেকী নেই। সেখানে আপনি যদি পড়েন,

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ١١١:١

'ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।' আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক। সেও ধ্বংস হোক। এটাতে আপনার তায়ে নেকী, বায়ে নেকী। যদিও এটি একটি অভিসম্পাত বাণী। হাদীসের শব্দগুলো উচ্চারণে নেকী নেই। কুরআনের শব্দগুলো উচ্চারণে নেকী রয়েছে। শুধু 'মুহাম্মাদ', 'মুহাম্মাদ' বলায় নেকী নেই। তবে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ বললে নেকী হবে। 'মুহাম্মাদ', 'মুহাম্মাদ' - মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নাম উচ্চারণ নেকী নয়। তার উপর দরুদ বর্ষণ অপূর্ব নেকী। বলা হয়েছে, একবার দরুদ পড়লে আল্লাহ তার উপর দশবার দরুদ পড়ে অর্থাৎ রহমত বর্ষণ করেন। কিন্তু আল্লাহর নাম বলাতে নেকী।

'মুহাম্মাদ', 'মুহাম্মাদ' বলা নেকী নয়। কিন্তু 'আল্লাহ', 'আল্লাহ' বলা নেকী। মাসআলা পরিষ্কার । কুরআন শরীফের আয়াতগুলোর স্বাতন্ত্র ভিন্ন। এটা আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া বিশেষ ওহী। বার বার কুরআনে বলা হয়েছে,

تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ٣٢:٢

'রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে এসেছে এটা।' সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহপাক আবার অপূর্ব ভঙ্গিতে বলেন,

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰهُ ٣٢:٣

'Do they say, Muhammad has forged it?' আমরা অনেক সময় বলি যে, সে চেকটা Forge করেছে। 'Forge' এর বাংলা কি করবেন? জালিয়াতি। তো আল্লাহপাক নিজে কুরআন শরীফে বলেন, ওরা কি বলে মুহাম্মাদ এটা জাল করে নিজের রচিত জিনিস আমার নাম দিয়ে চালাচ্ছে? আল্লাহ নিজেই বলেন,

بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

www.pathagar.com

'না, এটা তো তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে আসা পরম সত্য।' ওরা বলে তুমি বানিয়েছো? অসম্ভব। পুরো কুরআনের ভেতরে এই কথা কতবার এসেছে। সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেন,

الٓمٓ ۞ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ

'আলিফ লাম মীম। এটা সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই।' কি সন্দেহ নেই? এখানে কোনো বক্তব্য নেই। কুরআন শরীফের একুশ পারায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে,

تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٣٢:٢

'রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে এই কিতাবের অবতরণ - তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' সূরা বাকারার ঐ কথার ব্যাখ্যা একুশ পারার আলিফ-লাম-মিম সিজদা সূরায়। আসলে এই কথাটা এমন একটা অদ্ভূত কথা যেটা বুঝতে পারি না আমরা। আমরা আওড়াচ্ছি। আমি আওড়াচ্ছি। আপনারাও আওড়াচ্ছেন। হয়তো আপনাদের মধ্যে অনেকে অনেক ভালো বুঝবেন। আসলে এত সহজ জিনিস না। এজন্য ইসলামের ইতিহাসে এটা একটা অপূর্ব জায়গা। খুব সম্ভব খলীফা হারুন-অর-রাশীদ এর ছেলে মামুনুর রাশীদ এর সময়ের ঘটনা। তিনি খুব উদার মানসিকতার মানুষ ছিলেন। তার বুদ্ধিমত্তা, তার উদারতা, তার গভীর জ্ঞান - এর দৃষ্টান্ত বিরল! কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে বেতাল হয়ে গেল। তিনি মুতাজিলা হয়ে গেলেন। মুতাজিলা এমন একটি গ্রুপ যাদের অনেক আক্বীদা এবং আচরণ ইসলামের হক্কানী উলামায়ে কেরাম কখনো সমর্থন করেননি। তারা বলে যে, কুরআন সৃষ্ট। আর তখনকার রক্ষণশীল উলামায়ে কেরাম বললেন যে, কুরআন সৃষ্ট না। কুরআন গাইরু মাখলুক। কুরআন তো সমস্ত কিছুর স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীনের সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এটা সৃষ্ট নয়। আর এই দিকে দাঁড়ালেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)। তিনি চার মাযহাবের ইমাম সাহেবদের মধ্যে চতুর্থ। প্রথমে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ), তারপর ইমাম মালিক (রহঃ), তারপর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), আর চতুর্থ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)। তার মাযহাব বাপের নামে পরিচিত হয়েছে। হাম্বলী মাযহাব। তিনি একা দাঁড়ালেন; 'না, তোমরা ভুল করছো। কুরআন সৃষ্ট না। কুরআন মহান রাব্বুল আলামীনের সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত

www.pathagar.com

আল্লাহর কালাম।' এটা একটা Philosophical Doctrine। আমরা এর মধ্যে যেতে চাই না। যারা পড়াশোনা করতে চান, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দেন। আমারও তো তেমন পড়াশোনা নেই। আলেম-উলামাদের সঙ্গে থেকে দু'চার কথা শুনে আপনারা যতক্ষণ বলতে বলবেন, বলবো। যখন বলবেন, গেট আউট। খুশী খুশী গেট আউট হয়ে যাবো। আমি কেবল কিছু কথা নকল করতে চাই।

কাজেই এই Doctrine বড় অদ্ভূত কথা। কুরআন Created Object নয়। এটা Creator এর Speech। কি অদ্ভূত কথা! যার জন্য ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) চাবুক খেলেন, মার খেলেন। একের পর এক, তিন-চার জন খলীফা তার উপর অত্যাচার করলো। আল্লাহ তা'আলা তাকে পঞ্চম জনের কাছে জয়ী করলেন। চিরদিনের জন্য এই Doctrine পাকা হয়ে গেলো। কি কথা এটা? কি এক অদ্ভূত জিনিস যে একটা হরফের জন্য দশটা নেকী। কিন্তু আমরা যারা আধুনিক শিক্ষিত, আমাদের একটা ফ্যাশন, আমরা বলে ফেলি যে, না বুঝে পড়লে লাভ কি? মাসআলা হলো, ইমাম সাহেব যদি একটি হরফের অর্থও না বুঝেন, তার তেলাওয়াত যদি শুদ্ধ হয়, নামায হয়ে যাবে। আর তিনি যদি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম হন, তার তেলাওয়াত যদি অশুদ্ধ হয় তাহলে নামায হবে না। আপনার দলীল আপনার সামনে। কুরআনের তেলাওয়াত আলাদা ইবাদত। কুরআনকে শেখা আলাদা ইবাদত। কুরআনকে শেখা এটা কুরআনের উদ্দেশ্য। কুরআন বলে,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ৪৭:২৪

'তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না নাকি তাদের হৃদয় তালাবদ্ধ?' গভীরভাবে আপনি কেমন করে চিন্তা করবেন, যদি তার অর্থই না বুঝেন। কাজেই অর্থ বুঝা এটা কুরআনের উদ্দেশ্য। কিন্তু অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত করলেও সওয়াব হবে এটা আল্লাহর মেহেরবানি। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে একটা মেসেজ (Message)। আর মেসেজতো আপনাকে বুঝতেই হবে। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানি, মেসেজটাকে আওড়ালেই তিনি সওয়াব দিবেন

www.pathagar.com

বলেছেন। তাঁর রাসূল (ﷺ) বলেছেন। আর আপনি আমি আধুনিক মানুষ বলি যে, না বুঝে পড়লে লাভ কি? চারদিকে অপূর্ব ঝলমলানি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কান ধাঁধিয়ে দেয়। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিমত্তাকে ধাঁধিয়ে দেয়। কাজেই আমরা অনেক কথাই বলি যেটা আসলে বিশ্বাসীদের কথা নয়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি কেন এক রাকাতে পাঁচ-ছয় পারা তেলাওয়াত করতেন? অর্থ বুঝাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হতো তাহলে এক রাকাতে পাঁচ-ছয় পারা পড়ার কারণ কি? দেখা যায়, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে কুরআন তেলাওয়াত করার চেয়ে প্রিয় কোন আমল ছিল না। যার জন্য বুখারী শরীফের হাদীস,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ [৭]

'তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিখে এবং শেখায়।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে ছিলেন, তিনি নামাযে ইমামতি করেছেন। মদীনা শরীফের সম্পূর্ণ জীবনে ইমামতি করেছেন। কেবল সতের ওয়াক্ত নামায হযরত আবূ বকর (রাঃ) পড়িয়েছেন তাঁর জীবনের শেষ দিকে। মাত্র সতের ওয়াক্ত! বাকী সব নামায তিনি পড়িয়েছেন। পরবর্তীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে নামায পড়িয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আসে যে, তিনি ফযরের নামাযে পুরো সূরা বাকারা পড়েছেন। আপনার বিশ্বাস হবে? ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) এটা নকল করেছেন। ফজরের নামাযে সূরা বাকারা, আপনি বলেন কি, পাগল? পাগলই। হযরত আবূ বকর (রাঃ) পাগলই ছিলেন। লোকজন বলেছেন, 'হে খলীফাতুর রাসূল[৮], এত লম্বা সূরা পড়েন!' তিনি বললেন, 'কেন আমার হুশ নাই?' কেমন করে পড়তেন, সেটা ভিন্ন জিনিস। সূরা বাকারা প্রায় আড়াই পারা। এত লম্বা সূরা পড়ার কি দরকার? কেন তাঁরা তেলাওয়াতের মধ্যে কাঁদতেন? কত সাহাবী, কত তাবেঈ তেলাওয়াতের মধ্যে কাঁদতেন? একই আয়াত বার বার পড়ার কি দাম আছে?

---

[৭] বুখারী শরীফ হাদীস ৬.৫৪৫, হযরত উসমান (রাঃ) এর বর্ণনা।

[৮] হযরত আবূ বকর (রাঃ) কে সবাই 'খলীফাতুর রাসূল' বলতেন। 'আমীরুল মুমিনীন' টাইটেল তো হযরত উমর (রাঃ) শুরু করেছিলেন।

www.pathagar.com

মা আয়েশা সিদ্দীকা (ﷺ) এর ভাতিজা, হযরত আবূ বকর (ﷺ) এর নাতী, কাসেম বিন মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেছেন যে, আমি একদিন বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে ফুফুর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর বাড়ি গেলাম। তখন সকাল নয়টা/দশটা বাজে। চাশতের নামাযের সময়। ঘরে গিয়ে দেখলাম যে, ফুফু নামাযের মধ্যে একটি আয়াত বার বার তেলাওয়াত করছেন আর কাঁদছেন। সূরা তুরের একটি আয়াত ঃ

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ৫২:২৭

'আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপরে বড় মেহেরবানি করেছেন। আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।' বেহেশতের অধিবাসীরা দোযখের অধিবাসীদেরকে লক্ষ্য করে এ কথাটি বলবে। মা আয়েশা সিদ্দীকা (ﷺ) এ আয়াত বার বার পড়ছেন আর কাঁদছেন। অর্থ বুঝাই যদি বড় হয় তাহলে একই আয়াত পড়ে বার বার কান্নার কি মানে হয়? আসলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন। ইসলামের সঙ্গে গভীর পরিচিতি না থাকাতে আমরা অনেক সময় অনেক কিছুই বলে ফেলি। আল্লাহ আমাদেরকে এ ধরনের কথা বলা থেকে হেফাজত করুন।

ছোটবেলা থেকেই কুরআনের প্রতি আমার আব্বাজানের আগ্রহ ছিল অদ্ভূত। ফজরের পরে কুরআন পড়তেন। He was a poor Railway Mail Sorter (RMS)। তিনি ট্রেনে চিঠি বাছাই করতেন। আজকাল আপনারা দেখবেন ট্রেনের মধ্যে লাল বগি থাকে। চিটাগাং মেইলে লাল বগি আছে না? তার মধ্যে চিঠি বাছাই করে। আমার আব্বাজান রেলওয়ে মেইল সর্টার ছিলেন। আমি একজন চিঠি বাছাইকারীর ছেলে। তিনি অফিসে যাবার আগে সকাল বেলা কুরআন পড়ছেন। অফিস থেকে ফিরে আসরের পরে কুরআন পড়ছেন। মাগরিবের পরে কুরআন পড়ছেন। এশার পরে কুরআন পড়ছেন। আমি ক্লাশ টেনে পড়ার সময় প্রথম কুরআনের তরজমা পেলাম। আমাদের বাসা ছিল চানখারপুলের নিমতলী, তার ঠিক উত্তর দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হল (এখন যেটা শহীদুল্লাহ হল হয়েছে)। ঢাকা হলের উত্তরে কার্জন হল। আর তার পাশেই খেলার মাঠ। সেখানে আমরা 'মুকুল ফৌজ' প্যারেড করতাম। পাশেই ছিল মসজিদ। ডঃ মুহাম্মদ.

www.pathagar.com

শহীদুল্লাহ সাহেবের মাজারের পাশেই মসজিদ। সেখানে নামায পড়তাম। এই মসজিদের ইমাম সাহেব, লুকমান সাহেব (এখন মুহাম্মাদপুরের এক মসজিদে আছেন), তাঁর ওখানে পেলাম প্রথম কুরআন মজীদের তরজমা। কার? আলী হাসান আব্দুল হাকীম। কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ৩৬:২২

'আমার কি হলো কেন আমি উপাসনা করবো না সেই মহান সত্তার যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে।' তেইশ পারার প্রথম আয়াত। সূরা ইয়াসীনের অংশ। আমার কি হলো যে, যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিলেন তার উপাসনা করবো না এবং তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে। এটা পাবার পর আমার এত ভালো লাগলো যে, আগে রোজ সকাল বেলা তেলাওয়াত করতাম কিন্তু এরপর থেকে আর তেলাওয়াত করি না। কুরআন শরীফের তাফসীর পড়া শুরু করলাম। আব্বা বলছেন, 'হামীদ, তোর তেলাওয়াত শুনি না একদিনও।' আমি আপনাদের কি বলব? ১৯৫৩-৫৪ সালের কথা। আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাফ করুন। আমি পট করে আব্বাকে বলে ফেললাম, 'না বুঝে কুরআন পড়ে লাভ কি?' আল্লাহু আকবার! আমার আব্বু আমাকে কিছু বললেন না। ধমকা-ধমকি বকাবকি কিছু করলেন না। এখন আমার সেই কথা যখন মনে হয়, অকল্পনীয় লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে যে, আমি এইরকম বেয়াদব হলাম! প্রতিদিন সকালে আমি তেলাওয়াত করতাম। ওটা পাবার পর আর তেলাওয়াত করি না। কেবল তাফসীর পড়ি। খুব মজা লাগে। আমি সোজা আব্বুকে বললাম, 'না বুঝে কুরআন পড়ে লাভ কি?' এটা এমন একটা মন্তব্য যেটা আমাদের মুসলিম সমাজে এখন অনেকেই না জেনে করে থাকে। আমিও হঠাৎ করে তাফসীর পড়ার নতুন স্বাদ পেয়ে অমন মন্তব্য করে ফেলেছিলাম। আল্লাহর মেহেরবানি, পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা বাংলাদেশের অতি হক্কানী আলেম, রক্ষণশীল ব্যক্তিত্ব হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) এর খাদেম বানালেন। এখন আব্বুর সঙ্গে সেই বেয়াদবীর কথা মনে হলেই আমার মাথা নুয়ে আসে, হায় আল্লাহ! আমি কত পঁচা হয়েছিলাম! আব্বুও সেদিন আমাকে বিন্দুমাত্র কোনো বকা-ঝকা দেননি। কিছু বলেননি। কুরআন মজীদ তো বুঝার জন্যই। এই যে একটা আয়াত, সূরা ইয়াসীন, ২৩ পারার প্রথম লাইন,

www.pathagar.com

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ৩৬:২২

'কেন আমি উপাসনা করবো না সেই মহান সত্তার যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিলেন এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাবে তোমরা।' এটা একটি অদ্ভূত কথা। এটা আবার হিকমতে ভরা। সেটা সূরা ইয়াসীনের প্রথম দুই পৃষ্ঠার তাফসীর না দেখলে বুঝা যাবে না। নবীদের বাঁচানোর জন্য একজন মানুষ শহরের প্রান্ত থেকে দৌড়ে এলেন।

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ৩৬:২০-২১

'শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল।' কখন দৌড়ে এল? যখন নবীদেরকে শহরের মানুষেরা চরমভাবে লাঞ্ছিত করছিল। তাঁদেরকে মারবে। তাঁদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলবে ইত্যাদি বকা-ঝকা দিচ্ছিল। তখন তার কথাগুলোকে আল্লাহ তা'আলা আয়াত বানিয়েছেন। ঐ মানুষটি তার সম্প্রদায়ের মানুষকে বলছে,

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ৩৬:২২

'কেন তোমরা উপাসনা করবে না সেই মহান সত্তার যিনি তোমাদের অস্তিত্ব দিয়েছেন' না বলে কথাটাকে মুয়াযযিন সাহেবের মতো নিজের দিকে আনছে - 'আমার কি হয়েছে যে, আমি কেন উপাসনা করবো না তার যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিলেন'। কিন্তু আয়াতের শেষ অংশ, 'তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে'। এটা তার কওমকে ঠিকই বললেন। কারণ এটা এমন একটা কথা যেটা সবারই জানা যে, একদিন মরতেই হবে। দুনিয়া থেকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবেই। এজন্য এখানে وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ বলেছেন। 'তাঁর কাছে আমি ফিরে যাবো' না বলে নিজের কওমকে বলেছেন, 'তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে'। এটাও ঐ হিকমতে ভরা।

www.pathagar.com

আমি আপনাদের বলছিলাম যে, আমাদের একটা বড় কাজ হচ্ছে, আল্লাহর দিকে আহবান করা। মুয়াযযিন সাহেব প্রতিদিন পাঁচবার বলেন। হাদীস শরীফে অপূর্ব ফযীলত এসেছে। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (ﷺ) সম্পর্কে শুনেছি, তিনি গভর্ণর হয়েছিলেন হযরত উমর (ﷺ)-এর সময়ে এক শর্তে; 'আমি গভর্ণর হতে রাজী আছি তবে আমাকে আযান দেয়ার সুযোগ দিতে হবে'। আরবীতে যাকে বলে মুয়াযযিন। আপনি বলেন, আমরা কে উত্তরার তিন নম্বর সেক্টরের মুয়াযযিন হতে রাজী হবো? সম্মান থাকবে? অথচ হযরত উমর (ﷺ) এর বিখ্যাত উক্তি, তিনি বলতেন, 'আমার যদি খেলাফতের জিম্মাদারী মাথায় না থাকতো তাহলে আমি মসজিদে আযান দিতাম।' কিন্তু আযান এখন আমাদের কালচারাল লেভেলে কি অবস্থায় এসেছে? মুয়াযযিন সাহেবের সম্মান কতখানি? বলেন? কোনো জিনিসের চর্চা না থাকলে এমনই হয়। এ কথাটাই যদি দশ দিন চর্চা হয় তখন আপনাদেরই অনেকে হয়তো বলবেন, আমি আযান দিবো। এটা কুরআন শরীফের ভেতরেই রয়েছে। কুরআন শরীফে সূরা যারিয়ায় আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে বলছেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

'আপনি মনে করিয়ে দিন, আপনি আলোচনা করুন, মনে করিয়ে দেয়া অবশ্যই ঈমানদারদের উপকৃত করবে।' পুরানো কথাই মনে করিয়ে দাও। মনে করিয়ে দেয়া অবশ্যই ঈমানদারদের উপকৃত করবে। এখানে ذكر মানে মনে করিয়ে দাও - এটা হলো কমান্ড। আর আল্লাহর অসীম মেহেরবানি এর আমল সারা মুসলিম জাহানে আছে। পৃথিবীর কোন ধর্মে এভাবে মাহফিল করার, মজলিস করার ব্যবস্থা নাই। আপনি খুঁজে দেখেন ঢাকা শহরে। আজকাল আমাদের অনেকে বলে, বাপরে বাপ! মৌলবাদীরা জায়গায় জায়গায় কত যে মজলিস করে! আজকে করে না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগ থেকেই চলে এসেছে এটা। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা যখন বেহেশতের বাগানের পাশ দিয়ে যাও তখন সেখানে বেড়িয়ে নাও। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেছেন, বেহেশতের বাগান আবার কি? বলেছেন, যেখানে এ ধরনের আলোচনা হয় সেটাই বেহেশতের বাগান! কত হাদীস এসেছে এ সম্পর্কে।

www.pathagar.com

এ ধরনের আলোচনার মজলিসকে ফেরেশতারা ঘিরে ধরে। তাদের জন্য মাগফেরাতের দু'আ করে। আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। সাকিনা নাযিল হয়। পরিষ্কার কথা। যিকিরের মাহফিল। আলোচনার মাহফিল। যিকিরের একটা অর্থ হচ্ছে, মুখে একই কথাকে বার বার আলোচনা করা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আর একটা হচ্ছে, আপনি আমাদের এই যে কথাবার্তা চলছে, এ রকম সাদামাটা কথাবার্তা বললেন। বলা হচ্ছে, এটা বেশি বড়। আপনার ব্যক্তিগত যিকিরের চাইতে এ আলোচনার মজলিসের ফযীলত বেশি। এখন যদি কেউ মসজিদের ঐ কোণায় গিয়ে মনে করে যে, আমার তাসবীহ আদায় হয়নি। আমার একশ বার একশ বার যিকির করে নিতে হবে। তিনি ভুল বুঝেছেন। এই মজলিসের দাম তার চাইতে বেশি। পরিষ্কার কথা। এই মজলিসের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, দাওয়াত ইলাল্লাহ। দাওয়াত ইলাল্লাহ একটা হচ্ছে যারা আল্লাহকে চেনে না, তাদের কাছে। একটা হচ্ছে, যেমন মুয়াযযিন সাহেব, তার দাওয়াত কি? অমুসলমানদের কাছে না মুসলিমদের কাছে? একইভাবে এই আলোচনার মজলিসগুলো এটা মুসলমানদের জন্য দাওয়াত। তাদের অন্তরকে নতুন থেকে নতুন উচ্চতর মার্গে নেয়ার জন্য এ মজলিসগুলো জরুরী। এই মজলিসে উপবেশনকারী ধীরে ধীরে সে উপরে যাবেই।

মাওলানা আবরারুল হক সাহেব (রহঃ) 'যাক্কির' শব্দের অনেক ব্যাখ্যা করতেন। তিনি বলতেন, অনেক লোকে বলে, ওয়ায শুনলে কতটুকু মনে আছে? বলে যে, কিছুই মনে নেই। উত্তরার পাঁচ নম্বর সেক্টরের লোকেরা বলবে যে, কালভার্টের ঐপারে রেখে এসেছি। কটা কথা মনে আছে খান সাহেব? বলবে যে, কিছুই মনে নেই। কালভার্টের পূর্বপারে ফেলে চলে এসেছি। আমরা ঠাট্টা করে বলি! গাঁয়ে-গঞ্জে বলে, এক গ্রামে দাদা-নাতি ছিল। ওয়ায শুনে ফেরার পথে খাল পার হওয়ার সময় দাদাজান কাপড় উঠিয়েছেন হাঁটুর উপরে। নাতি বলে, 'দাদা কত ওয়ায শুনলেন। কাপড় হাঁটুর উপরে উঠিয়েছেন?' দাদা বলে, 'রাখ। ওয়ায খালের ওপারে রেখে এসেছি।' হাসির কথা। এজন্য মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) বলতেন, কথাটা হাসির। কিন্তু আসলে কথাটা ভিত্তিহীন। মনে থাকার কোনো শর্ত নেই।

www.pathagar.com

আমরা যারা তাবলীগে সময় লাগাই তাদের মধ্যে অনেকে বলে যে, ওয়ায শুনলে কতটুকু মনে থাকলো? আমি আজকাল তাবলীগ জামাতে যাই না বলে অনেকে বকা-ঝকা দেয়। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'আলা তো সময় লাগানোর সৌভাগ্য দিয়েছেন। আমরা অনেক সময় ভুল বুঝি। ভুল বলিও। আমরা বলি, মিয়া এতক্ষণ ওয়ায করলে, তাশকিল কিচ্ছু করলে না! এক ঘন্টা কথা বললে, তাশকিল করলে না? তাবলীগ জামাতে কথা বলেই কি বলে? তিন দিনের জন্য নাম লেখান। তিন দিনের জন্য নাম লেখান। আমরা কি কিছু চাই? সেক্রেটারী সাহেব মসজিদের জন্য যদি চাঁদা চাইতেন তাহলে একটা কথা হতো। মসজিদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ হচ্ছে। আমরা কিছু চাই না। হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব (রহঃ) ব্যাখ্যা করতেন, তোমার মনে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ আল্লাহর ওয়াদা, এই মজলিস ঈমানদারদের উপকৃত করবেই। মনে থাকার কোনো শর্ত নেই। কতখানি মনে থাকলো, কটা কথা শুনেছিলাম - প্রয়োজন নেই। তিনি এ আয়াত থেকে বলতেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

'Remind, Certainly reminding, the act of reminding ঈমানদারদের উপকৃত করবেই।' আবার বলতেন, তুমি এক সপ্তাহ আগে কি খেয়েছিলে, কি মনে আছে? যদি কোন স্পেশাল খাবার খেয়ে থাকি, বিরানি খেয়ে থাকি, কাচ্চি বিরানি - তাহলে হয়তো মনে থাকবে। আর না হলে কার মনে থাকবে? তিনি বলেন যে, মনে না থাকলেও সাত দিন আগের খাবার তোমাকে যেমন উপকৃত করেছে, মনে না থাকলেও আল্লাহর দ্বীনের মজলিসে বসা তোমার রূহকেও একইভাবে উপকৃত করবে। হয়তো এর প্রভাবটা এখনো প্রকাশিত হয়নি। কখনো হবে সামনে। কিন্তু সেই effect এর মধ্যে আজকের মাহফিলেরও পার্ট আছে। তুমি বুঝতে পারো না। কিন্তু এর মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে রূহানী খোরাক। হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব (রহঃ), আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর খলীফা, এজন্য এই আয়াতটার উপরে অনেক কথা বলতেন। আবার বলতেন, শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যারা বক্তা থেকে অনেক উচ্চ মার্গের মানুষ। আল্লাহর খাছ ওলী। এটারও কোনো শর্ত নেই। শ্রোতা যত বড় আল্লাহর

www.pathagar.com

ওলী হোক অথবা শ্রোতা যত সাধারণ হোক - সব শ্রোতাই উপকৃত হবে। হযরত মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ)-এর তাফসীর। আমি কেবল নকল করলাম।

এই মজলিসগুলো এজন্য অত্যন্ত দামী। আল্লাহর দিকে দাওয়াত, আল্লাহ-আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে সহীহ কথা, সঠিক আক্বীদা, সঠিক আমলের আলোচনার মজলিস এগুলো। তবে উল্টো-পাল্টা কথার মধ্যে গেলেই মুসিবত হবে। আরো খারাপ হবে। বলে বসলো, না বুঝে তেলাওয়াত করলে কোন ফায়দা নেই। এ কথাটা সে নিজের খুশীমতো বললো। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলতেন, আপনি যে বললেন, 'না বুঝে পড়লে কোন ফায়দা নেই', আপনি তো আপনার রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বললেন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে, সে দশটি নেকী পাবে। আমি বলি না আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ বরং 'আলিফ' একটি হরফ 'লাম' একটি হরফ 'মীম' একটি হরফ।' মানে 'আলিফ' এর জন্য নেকী হবে। 'লাম' এর জন্য নেকী হবে। 'মীম' এর জন্য নেকী হবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন একটা শব্দ বাছাই করে নিয়েছেন, যে শব্দটার কোনো অর্থ উম্মত জানে না। আলিফ-লাম-মীম কি মানে? সমস্ত উলামায়ে কেরাম যারা খাঁটি পথের অনুসারী, তাঁরা বলেন, এটার অর্থ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের বলেননি। হয়তো আল্লাহ তা'আলা তার হাবীব মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলেছেন। কিন্তু তিনি উম্মতকে বলেননি। এটাই দলীল।

কাজেই কুরআন মজীদ তো বুঝার জিনিস। বুঝতেই তো হবে। কিন্তু এটার তেলাওয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নেকী দিবেন। আর নেকী কি? আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন যে, নেকী হলো আখেরাতের বৈদেশিক মুদ্রা।[৯] যেদিন আপনার সঙ্গে কিছুই যাবে না, সমস্ত দুনিয়ার মানুষ জানে, কবরে যে গেল, তার সঙ্গে কি দেয়া যাবে? বাংলাদেশী টাকা দেয়া যাবে? না বাংলাদেশী টাকা দেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। ঠিক আছে সৌদি রিয়াল দেয়া যাবে? আচ্ছা আমেরিকার ডলার? ইওরো-ডলার কিছু দেয়া যাবে? সোনা গহনা কিছু দেয়া

[৯] এলম ও আমল, মাওয়ায়েযে আশরাফিয়া ৩য় ও ৪র্থ খন্ড, (পুনমুদ্রণ-২, জুন ২০০৪) এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩২।

www.pathagar.com

যাবে? কিচ্ছু দেয়া যাবে না। আর যারা এ ধরনের কথা বলে যে, 'না বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করলে কোনো লাভ নেই' - তারাও বলে যে, কিচ্ছু দেয়া যাবে না। কিন্তু একজন কুরআন শরীফ পড়েছিল, সেটা তার সাথে যাবে কি যাবে না? হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, সেটা যাবে। হাফেজ সাহেবদের তেলাওয়াতের কোনটা যাবে? হাফেজ হবার পর রমযানে তারাবীতে দাঁড়িয়ে যদি পড়তে পারো, তাহলে কেবল এক হরফে দশ নেকী, নাকি যখন হেফজখানায় একটা সূরার একটা লাইন সারা রাত ধরে পড়েছে, তখনও প্রতি হরফের জন্য দশটা করে নেকী পাবে? পরিষ্কার কথা। এখন আমাদের সমাজে কুরআন অবহেলিত। আমি শুরুতে যে আয়াতটি পড়েছি, তার সামান্য আগেই আছে এই বিখ্যাত আয়াত ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ৪১:২৬

'অবিশ্বাসীরা বলে, এ কুরআন শুনো না। বরং মধ্যখানে চিল্লাচিল্লি করো যেন তোমরা জয়ী হতে পারো। এখানেও রিসাইটেশনের কথা আছে। যারা বলে তেলাওয়াত করে লাভ কি, এখানেও দলীল আছে। لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ মানে কি? 'এ কুরআন শুনো না।' সাহাবায়ে কেরাম নামাযের মধ্যে যে কুরআন পড়তেন, সেটা শুনো না। وَالْغَوْا فِيْهِ মধ্যখানে চিল্লাচিল্লি করো। لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ তাহলে জয়ী হবে তোমরা। জয়ী হবে মানে কি? বাপ-দাদাদের ধর্মে টিকে থাকবে। কুরআন শুনে মনটা নরম হয়ে গেলে মুহাম্মাদের দলে চলে যাবে। এটা হলো তুমি পরাজিত হলে আর تَغْلِبُوْنَ মানে তুমি জয়ী থাকবে। কিভাবে জয়ী থাকবে? তুমি কুরআন শোনো না। কুরআন শোনো না মানে কি? যেখানে কুরআন আবৃত্তি করা হয়, শোনো না। বুঝার ব্যাপার তো তার মধ্যে নাই-ই। বুঝার জন্য আর বাইরে পড়ার কি দরকার? আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের মধ্যে পূর্ণ একটি আয়াত দিয়েছেন। দৃশ্যত পুরো আয়াতটার বক্তব্য ইসলামের বিরুদ্ধে, কুরআনের বিরুদ্ধে। অথচ এত বড় আয়াত, ইমাম সাহেব নামাযের মধ্যে পড়লে নামায হয়ে যাবে। কারণ বড় আয়াত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ৪১:২৬

www.pathagar.com

পরিষ্কার বড় আয়াত। অবিশ্বাসীরা বলে, 'এই কুরআন শোনো না। বরং মাঝখানে চিল্লাচিল্লি করো, গন্ডগোল করো (যাতে তোমার কানে কুরআনের আওয়াজ ভালো করে না আসে) যেন তুমি জয়ী থাকো।' অপূর্ব ভঙ্গিতে আল্লাহ এক একটা কথা বলেছেন। সূরা সা'দের আয়াত,

وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ

إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ৩৮:৬

'সর্দারেরা ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে বলে, যাও যাও, চলো চলো। তোমাদের মাবুদগুলোর উপরে মজবুত থাকো। এই পাগলটার জন্য আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের উপাস্যগুলোকে ছেড়ে দেবো?' মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে গাস্ত হচ্ছে। মক্কার সর্দারেরা কি করতো, সূরা সা'দের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অপূর্ব ভঙ্গিতে তার চিত্রায়ন করেছেন। وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ এর বাংলা শব্দার্থ দাঁড়ায়, ঘরে ঘরে ঘট ঘট করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্দারেরা আর বলছে, أَنِ امْشُوا চলো যাও যাও। وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ তোমাদের উপাস্যগুলোর উপরে মজবুত থাকো। বাপ-দাদাদের উপাস্যগুলোকে ছেড়ো না। إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ এই পাগলটার জন্য আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের উপাস্যগুলোকে ছেড়ে দেবো?

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ৩৮:৫

'এতগুলো খোদাকে এক খোদা বানিয়ে দিলো মুহাম্মাদ!' অপূর্ব ভঙ্গিতে কুরাইশদের চিত্র চিত্রায়ন করেছেন আল্লাহপাক। কুরাইশ নেতারা কি করছে, কি বলছে, কুরআনে তার বর্ণনাভঙ্গি অপূর্ব! কুরআনের কথা একটাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ৩৮:৬৫

প্রথম কথা কি? 'আপনি বলুন, আমি কেবলই একজন সতর্ককারী।' কি সতর্ক করি আমি?

www.pathagar.com

وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ৩৮:৬৫

'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি মহা শক্তিধর যাকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না।' সেই মহান আল্লাহ তা'আলার কথা আমি বলি। কুরআন মাজীদের বর্ণনাভঙ্গি অপূর্ব! আমি জানি না কিছু। আমি নকল করছি। এজন্য আমার কথাগুলো ঐ কথার সঙ্গে মিলে যায়; 'দুই দিনের বৈরাগী না! ভাতেরে কয় অন্ন!' আমি তো মৌলবীই না, আমি আবার কুরআনের কি বুঝবো? ছিটে-ফোঁটা যাই বুঝি, তাতেই এমন লাগে। সেজন্য বলি যে, এক অপূর্ব ভঙ্গিতে আল্লাহ তা'আলা তার পয়েন্টগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। আমি যে পয়েন্টটা বিশেষ করে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে, এটা আমাদের সবার একটা দায়িত্ব।

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

'তোমাদের মধ্যে যারা হাজির আছে, তারা আমার কথাগুলো যারা হাজির নেই, তাদের কাছে পৌঁছে দাও।' বিদায় হজ্জের সময়ের কথা। যারা আমার সামনে আছে, আরাফাতের ময়দানে হাজির আছে, তাদের দায়িত্ব আমার কথাগুলো অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়া। কাজেই এটা আমাদের প্রত্যেকের একটা দায়িত্ব আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কথাগুলো বলতে হবে। এটা দাওয়াত। আপনার শিশুকে বলা, চলো নামাযে চলো। এটা দাওয়াতের অংশ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৌভাগ্য দেন। কুরআন মাজীদের আসল কথা,

اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ৩১:১৪

'আমার শোকর আদায় করো। তোমার বাপ-মায়ের শোকর আদায় করো।'

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ১৭:২৩

'তোমার প্রতিপালকের Decree (ফরমান) : কেবলমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না। আর পিতামাতার সাথে করো সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার।' এটাই আর এক আয়াতে এভাবে এসেছে,

اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ৩১:১৪

www.pathagar.com

'আমার শোকর আদায় করো। তোমার বাপ-মায়ের শোকর আদায় করো।' অদ্ভুত কথা! নিজের ইবাদতের সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের কথা কতবার বলেছেন আল্লাহ তা'আলা! আর নিজের ইবাদতের বিষয়ে কুরআন শরীফে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের ব্যাপারে আরো বিস্তারিতভাবে শিখিয়েছেন। আমরা একটি আয়াত বার বার বলি,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

'মনে করিয়ে দিন, মনে করিয়ে দেয়া ঈমানদারদের অবশ্যই উপকৃত করবে।' তার পরের আয়াতই হচ্ছে,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ৫১:৫৬

'মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে কেবলই আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' আর ইসলামে ইবাদতের মর্ম হলো, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুনিয়াতে যেভাবে চলেছেন, বলেছেন, করেছেন সেভাবে চলা। ইবাদতের মানে এই না যে, সারাক্ষণ কেবলই নামায পড়তে হবে। সারাক্ষণ কেবলই রোযা রাখতে হবে। দুনিয়ার প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণের পদ্ধতি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিখিয়েছেন। আর যেগুলো আমাদের শেখাতে হয় না, আমরা নিজেরাই যা করতে পারি সেগুলোর ক্ষেত্রে কেবল তাঁর পদ্ধতিতে এলেই তা ইবাদত হয়ে যায়। কিন্তু এটা ইবাদতের দু'টো দিকের এক দিক। একটি হচ্ছে, বান্দার সঙ্গে। মানুষের সঙ্গে। পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে। আর একটি হচ্ছে, আল্লাহর সঙ্গে। এটার সম্পর্কে কুরআন শরীফের পরিষ্কার শব্দ,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

'যখন (দাওয়াত ও জিহাদের কাজ থেকে) অবসর হও, তখন তোমার প্রতিপালকের দিকে পুরোপুরিভাবে নিবিষ্ট হও।' আল্লাহর সঙ্গে নিজেকে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করার এ আহবান কুরআন শরীফের অনেক জায়গায় এসেছে। মানুষকে আল্লাহর কথা বলো, আল্লাহর দিকে ডাকো। ঠিক আছে। কিন্তু একই সাথে আল্লাহর সঙ্গে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করো। তোমার প্রতিপালকের দিকে পরিপূর্ণভাবে লিপ্ত হও। সংযুক্ত হও। অনুরক্ত হও। এই দিকটা শরীয়তের

www.pathagar.com

বাহ্যিকদিকগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা অনেকে আমরা অবহেলা করি। একটা ভুল এখানে হয়ে যায়।

শরীয়তের বাহ্যিক অনেক নিয়ম-কানুন আমাদের কাছে দামী মনে হয় না, অথচ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেগুলোর খুব দাম দিয়েছেন। আপনি নামায পড়বেন। আপনার অন্তর আল্লাহর কাছে চরম পরমভাবে নিবেদিত। কিন্তু আপনার অযু যদি সঠিক না হয়, আপনার অন্তরে আল্লাহ্ সম্পর্কে অনুভূতি গভীর। কিন্তু আপনি অযু করলেন, কিন্তু অযু হলো না। আপনি অযুর জায়গাগুলো ভালো করে ধুলেন না। যদি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আমল না থাকত তাহলে আমাদের পালানোর পথ ছিল। দেখা যায়, সাহাবী এসেছেন। মসজিদে নামায পড়েছেন। কাছে আসতেই বললেন, 'যাও তোমার নামায হয়নি।' আবার গেলেন। নামায পড়লেন। আবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'যাও। আবার পড়। তোমার নামায হয়নি।' এ কথা কেন বললেন? এজন্য উলামায়ে কেরাম বলেন, নামাযের নিয়ম-কানুন শিখতে হবে। এগুলোতে নিজের খেয়াল-খুশি মতো এ কথা বলা যে, আমার অন্তরে গভীর তন্ময় অবস্থা বিরাজমান। বাইরে কি করছি, তাতে কিছু আসে-যায় না। এটা ঠিক না।

এজন্য উলামায়ে কেরাম বলেন যে, এই শিক্ষা আমাদের আবিষ্কৃত না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে নামায পড়া শিখিয়েছেন। তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, সিজদায় যখন যাবো, তখন আমার কনুই মাটিতে বিছানো থাকতে পারবে না। পুরুষদের জন্য নিষেধ। মেয়েদের জন্য জায়েয। মেয়েদের জন্য নিয়ম হলো সিজদার সময় কনুই মাটিতে বিছিয়ে রাখা। পুরুষদের জন্য কনুই উঠিয়ে রাখা। কনুই পাজর থেকে দূরে রাখা। একদিকে পাঁজর থেকে দূরে, আরেক দিকে জমিন থেকে দূরে। আঙ্গুলগুলো সিজদার সময় বলা হয় যে, যত্ন করে মিলিয়ে রাখো। অন্য কোনো সময় এ আদেশ নেই। হাত উঠানোর সময় আঙ্গুলগুলো সাদাসিধে। জোর করে মিলানোর কোন হুকুম নেই। হাত বাঁধার সময় বাঁধার হুকুম আছে। হাত বাঁধার ব্যাপারে আমরা খুব অবহেলা করি। অনেকে হাত বাঁধে না। হাতের উপর হাত কেবল রাখে। এখানে পরিষ্কার অনেকগুলো সুন্নত রয়েছে। একটা হচ্ছে, বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে রিং বানিয়ে ধরা। দুই নম্বর, ডান হাতের তালু

www.pathagar.com

বাম হাতের তালুর পীঠের উপর রাখা। তিন নম্বর, মাঝখানের তিনটা আঙ্গুল বাম হাতের উপর রাখা। তারপর নাভীর নীচে হাত বাঁধা আর একটা সুন্নত। চারটা সুন্নত। আমরা এটার দামই দেই না। যেমন-তেমন করলাম। দলীল কী? দলীল, হাদীসে আছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামাযের সময় কি করতেন সব হাদীসে রয়েছে। আমার মনে হলো যে, আল্লাহর কাছে আমি অনেক বেশি সমর্পিত চিত্ত। কাজেই দাঁড়ানোর সময় আমার মাথা ঝুঁকিয়ে রাখতে হবে। অথচ মাসআলা হলো, মাথা ঝুঁকিয়ে রাখলে আপনার নামায মাকরূহ হয়ে যাবে। আপনার মনে যতই আবেগ আসুক, নামাযে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে রাখা রাসূলের সুন্নতের খেলাফ। মাথা সোজা থাকবে। তবে দৃষ্টি থাকবে সিজদার জায়গায়। এজন্য নামাযে সোজা হয়ে দাঁড়ানো সুন্নত। মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়ানো মাকরূহ। হাত বাঁধা নামাযের ভেতরে সুন্নত, নামাযের বাইরে মাকরূহ। ইকামতের সময় আমরা অনেকেই হাত বেঁধে দাড়াই। অথচ এটা অপছন্দনীয়। ইকামতের সময় হাত বাঁধা হবে না। হাত বাঁধা হবে তাকবীরে তাহরীমার পরে। আমরা অনেকে বলে ফেলি, রাখেন, রাখেন এতদিন ধরে পড়ে এসেছি, কেউ কিছু বলেনি। নতুন নতুন মাসআলা শেখাতে এসেছে! আসলে আমাদের মধ্যে এগুলোর আলোচনা নেই, চর্চা নেই।

নামাযের শুরুতে 'আল্লাহু আকবার' বলে মানে তাকবীরে তাহরীমার পরে হাত বাঁধা সুন্নত। আর হাত নাভীর নীচে বাঁধতে হবে। আমরা অনেকে উপরে উঠিয়ে রাখি। কতগুলো সুন্নত কমে গেলো খবর নেই। উলামায়ে কেরাম বলেন, আপনি যখন আমেরিকায় ডায়েল করেন, ০০১৪৬৯২৩০৪৫৭০। একটা নম্বর এদিক-সেদিক হলে পৌছবে? তো আল্লাহর রাসূলের সুন্নতগুলোর ব্যাপারে আপনি কেন এত উদাসীন? 'আরে রাখেন, রাখেন, এসব সুন্নত নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন আপনারা!' বাড়াবাড়ি না। আপনার প্রতিটি অঙ্গের সৌন্দর্য মিলে সামগ্রিক সৌন্দর্য হবে। এই সুন্নতগুলো ১৪০০ বছর ধরে উলামায়ে কেরাম পালন করে এসেছে। সাহাবায়ে কেরামদের কাউকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেমন করে অযু করতেন? কোনোদিন মুখে বলতেন না। বলতেন, এক বদনা পানি আনো। তারপর বসে অযু করা শিখিয়ে দিতেন। এই দেখো তিনি এভাবে হাত ধুতেন। এই দেখো তিনি এভাবে মাসেহ করতেন। হাতে পানি নিয়ে পানি এখান

www.pathagar.com

থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়াটা দেখাতেন। দেখো। ১৪০০ বছর ধরে এগুলো পূর্ণভাবে হেফাজত হয়ে এসেছে। এখন আমাদের কাজ এগুলোকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা। কিন্তু আমাদের খুব অবহেলা হয়ে যায়।

বলা হয় যে, ইসলামের পাঁচটি শাখা। এক নম্বর, আক্বীদা (মৌলিক বিশ্বাস্য বিষয়)। দুই নম্বর, ইবাদাত। তার মধ্যে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত সব। তিন নম্বর, মু'আমালাত (লেন-দেন, কাজ-কারবার, হালাল-রুজি ইত্যাদি)। চার নম্বর, মু'আশারাত (আচার-আচরণ, সামাজিকতা ইত্যাদি)। পাঁচ নম্বর, আভ্যন্তরীণ চরিত্র। এক নম্বর শাখা হলো, Fundamentals of Faith। এগুলোর সম্পর্ক অন্তরের সাথে, বাহ্যিকভাবে কোন আমল নেই। মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহর উপরে বিশ্বাস। ফেরেশতাদের উপরে বিশ্বাস। আসমানী কিতাবের উপরে বিশ্বাস। রাসূলগণের উপরে বিশ্বাস। শেষ দিনের উপরে বিশ্বাস। মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হতে হবে, এর উপরে বিশ্বাস। আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতাবান হওয়ার উপরে বিশ্বাস। কেবলই মৌলিক বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ। পরিষ্কার কথা। এগুলো এত জরুরী যে, এখানে যদি সামান্য ত্রুটি থাকে তাহলে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত - সব বাতিল। এজন্য সবচেয়ে দামী এটা।

দুই নম্বরে ইবাদত। তিন নম্বরে মু'আমালাত। চার নম্বর, মু'আশারাত, মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহার। পাঁচ নম্বর, আভ্যন্তরীণ চরিত্র। আভ্যন্তরীণ চরিত্রের খবর দুনিয়ার কোনো মানুষ বিন্দুমাত্র টের পাবে না। আমার মনে কি অবস্থা বিচরণ করছে, এটা কেউ কোনদিন টের পাবে না। 'আমার মতো এমন পরহেজগার পুরো উত্তরায় নেই' - শরীয়ত বলে, এরকম ধারণা করা কবীরা গুনাহ। মুখে কিন্তু কিছু বলছে না। নিজের মনে নিজেকে সবচেয়ে ভালো জানা কবীরা গুনাহ। হ্যাঁ, এই পর্যায়ে বলা জায়েয আছে যে, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর মেহেরবানি, আমি এরকম আমল করি। কিন্তু নিজেকে নিজে ভালো জানা - এটার শরীয়তে নামও আছে 'উজুব'। 'উজুব' মানে আত্মশ্লাঘা। এটার বাহ্যিক প্রকাশ হচ্ছে, অন্যকেও ছোট মনে করে আবার সেটা বলেও ফেলল, তখন এটা হবে বাংলায় অহংকার। প্রথমটা আত্মশ্লাঘা, সেটাও কবীরা গুনাহ। দ্বিতীয়টা অহংকার, এটাও কবীরা

www.pathagar.com

গুনাহ। রিয়া কবীরা গুনাহ। আল্লাহর কাজে অসন্তুষ্টি, কবীরা গুনাহ। কাউকে কিছু বলেনি। বেগম সাহেবও কিছু জানে না। 'এত দান করি আমি, উত্তরার সাত নম্বর, তিন নম্বর সেক্টরের কোন বিধবা নেই, যে আমার অর্থে পালিত নয়। কোন এতীম নেই, যে আমার অর্থে প্রতিপালিত নয়। মসজিদ-মাদ্রাসায় কত টাকা-পয়সা দান করছি। মসজিদে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সঙ্গে পড়ছি। তাকবীরে উলা আমার কোনোদিন ছুটে না। প্রতি বছর হজ্জ করছি। আমার মতো আর কে আছে?' কিন্তু তার বড় ছেলেটি হঠাৎ মরে গেল। একটি ফুটফুটে শিশু সন্তান মাত্র এক বছরের ছেলে রেখে মরে গেল। ছেলের বউ বিধবা হলো। আর তখন মনের মধ্যে ভাব, 'আল্লাহ তুমি আমার সঙ্গে এরকম করলা?' এটা কবীরা গুনাহ।

এজন্য মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন, এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর শাখা। আভ্যন্তরীণ চরিত্র। বেগম সাহেব পাশে চল্লিশ বছর ধরে এক খাটে শোয়। বেগম সাহেবের কোন খবর নেই সাহেবের অন্তরে কি অবস্থা! এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এটা সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক। অন্তরের এই গুণটির নাম হচ্ছে, 'রেযা বিল ক্বাযা'। আল্লাহ তা'আলার ফায়সালায় খুশি থাকা। 'রেযা' মানে Satisfaction। আর 'ক্বাযা' মানে Decree। To be satisfied with the decree of Allah। আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, যা ঘটিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকা। কাঁদা নিষেধ নেই। চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি ঝরছে, নিষেধ নেই। কিন্তু এ কথা মনে করা, আল্লাহ তুমি এটা কি করলে? মনে মনে আল্লাহকে অভিযুক্ত করা, এটা 'রেযা বিল ক্বাযা' এর খেলাফ। আমি একবার একজনকে সান্ত্বনা দিলাম। তার ছেলে চাকুরীর জন্য গিয়েছে বিদেশে। ঐখানে গিয়ে সে মহামুস্কিলে পড়েছে। ঐ দেশে বাঙ্গালীরা যাদের অভিভাবকত্বে থাকে তাদের বলে 'কফীল'। এই কফীলরা অনেক জায়গায় বাঙ্গালীদের সাথে খুব জঘন্য আচরণ করে। মাসে মাত্র তিনশ রিয়াল করে বেতন। এক বছরের বেতনের মধ্যে এক মাসও পায়নি। অথচ যেতে খরচ করেছে কত? প্রায় দুই লাখ। আমি তাকে বললাম, 'সবর করেন, আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষায় ফেলেছেন।' বাপ আমাকে বলে, 'আল্লাহ তাওফীক দিলেই-না সবর করবো!' জিনিসটা কঠিন। আভ্যন্তরীন চরিত্র অনেক কঠিন।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেই দিয়েছেন, সব কিছুর মধ্যে মুসলমানদের জন্য নামায যেন মাথা। একটা মানুষ এক্সিডেন্ট করেছে। বলে যে, টঙ্গী ব্রীজের উপরে এক্সিডেন্ট করেছে। মাশাআল্লাহ হাত একদম ভাল। মাশাআল্লাহ বুকেও কোন আচড় লাগেনি। দুটি পা-ই ভালো। কেবল মাথাটা আলাদা হয়ে গিয়েছে। সবাই কি বলবে? এই 'মাশাআল্লাহ' এর কোন মানে আছে? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'মুসলমানের নামায যেন মানুষের মাথা।' এমনিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনেক জায়গায় ক্ষত-বিক্ষত হতে পারে, কিন্তু মাথাটা আসল। এটা আমাদের বুঝতে হবে। নামাযকে কেন এত গুরুত্ব দেয়া হলো? কারণ নামায হলো আল্লাহর সামনে নিজেকে নত করা।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ৫১:৫৬

'আমি মানুষ এবং জ্বিনকে কেবলই আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' এখানে ইবাদত মানে শুধু নামায নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুসরণ-অনুকরণে জীবনের প্রতিটি কাজই ইবাদত। কিন্তু আলাদাভাবে দেখলে প্রতিদিনের এই নামায এমনি এক শিক্ষা যার সঙ্গে আপনি দুনিয়ার কোনো ধর্মের তুলনা পাবেন না। আপনি খ্রীষ্টান কমিউনিটিতে দেখেন, পাঁচ ওয়াক্ত বাদ দেন, এক ওয়াক্ত আসে কিনা? পৃথিবীর কোন ধর্মে এইভাবে আহবান করা, এইভাবে নামায পড়া, ১৪০০ বছর ধরে এই সুন্নত একই রকম থাকা - নাই। এজন্য বলা হয়েছে,

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ

وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ

'নামায হচ্ছে দ্বীনের খুঁটি। তা যে কায়েম করলো, সে দ্বীনকে কায়েম করলো। যে নামাযকে তরক করলো সে দ্বীনকে ধ্বংস করলো।' আমাদের পরিষ্কার বুঝতে হবে। আমরা অনেকে বলি, নামায পড়ে কি হবে? আমার অনেক ভালো চরিত্র। ঐ যে অমুক নামাযী, হাজী সাহেব, দেখেন গিয়ে ঘুষের ব্যবসা করে। সুদের ব্যবসা করে। আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল এ কথা বলেননি যে, তোমার নামায হবে না। গুনাহ হচ্ছে। গুনাহ করতে রাসূল (ﷺ) বলেননি। গুনাহ থেকে বার বার তাওবা করতে বলেছেন। কিন্তু যারা ঐরকম বলে, এটা তাদের একটা অহমিকা। আমার

www.pathagar.com

মতো এত সাধু আর কেউ নেই। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, আমলের ওজন হবে। ইসলাম কোনোদিন বলে না, তুমি মন্দ হও। তুমি চুরি করো। নামায পড়ে সুদ খাও। নামায পড়ে ঘুষ খাও। নামায পড়ে চুরি করো। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে শিখিয়েছেন, সবচেয়ে ভালো চরিত্রের অধিকারী হও। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ৬৮: ৪

'চরিত্রের সর্বোত্তম ধাপে অধিষ্ঠিত আপনি।' সর্বরকমে সর্বশ্রেষ্ঠ একটি মানুষ। আমাদেরও তাই হতে হবে। কিন্তু তিনি কোন জিনিসটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, সেটাও দেখতে হবে। সবচেয়ে বেশি দামী কোনটা? নামাযকে বলেছেন, সবচেয়ে দামী। এজন্য নামাযের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজগুলোকে যত্নের সঙ্গে করতে হবে। প্রতিটি সুন্নত সুন্দরভাবে আদায় করা চাই। নামাযের আগের পবিত্রতা অত্যন্ত দামী। অযু ভালো করে করা চাই। অযুর আগে পাক হওয়া অত্যন্ত দামী। এখন আধুনিক অনেক নামাযীরা এটা যেন-তেন প্রকারে করেন। এই জিনিসটা তাদের কাছে লজ্জাজনক ঠেকে। যদি বলা হয়, পেশাব করার পরে কুলূখ নিবেন। তখন অনেকে একদম রেগে যায়, 'রাখেন রাখেন, আপনারা মৌলবী সাহেবরা হাতের মধ্যে ঢিলা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে বলেন!' মৌলবী সাহেবরা কোনোদিন বলে না যে, আপনি ঢিলা নিয়ে রাস্তায় হাঁটেন। তবে এই দৃশ্য অনেক দেখা যায়। মাথায় টুপি, দাঁড়ি। ঢিলা নিয়ে রাস্তায় হাঁটছে। যারা ঐরকম করে, তারা অজ্ঞ। ইসলাম এই বেহায়াপনা শেখায় না। ঢিলা নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে ইসলাম কোনোদিন বলে না। তবে বলেছে, পেশাব করার পর পুরুষের উচিত পেশাবখানার মধ্যে একটুখানি হাঁটাহাঁটি করা। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বানিয়েছেন এমন করে। আপনি কি করবেন? পুরুষ দাঁড়িয়ে পেশাব করতে পারে। মেয়েরা তো দাঁড়িয়ে পেশাব করতে পারে না। আল্লাহ পাক বানিয়েছেন এরকম। পুরুষের পেশাব একবারেই পরিষ্কার হয় না। মেয়েদেরটা হয়ে যায়। এজন্য পুরুষদের জন্য মাসআলা একটু কুলূখ নাও (টয়লেট পেপার হোক বা অন্য কিছু হোক)। কয়েক পা হাঁটাহাঁটি করো। কেন? কারণ অযুর পরে যদি এক ফোঁটা পেশাব বের হয়, যেটা পুরুষদের অনেকের জন্য হওয়াটাই স্বাভাবিক - আপনার অযু ভেঙ্গে যাবে। অযু ভাঙ্গলো তো আপনার নামায হবে না। পরিষ্কার কথা।

www.pathagar.com

মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) বার বার বলতেন, তোমার তিরিশ লাখ টাকার পাজেরো গাড়ি নিয়ে রাস্তায় চলছো। হঠাৎ ড্রাইভার বলল, 'স্যার গাড়ি চলবে না।' 'কি ব্যাটা, তিরিশ লাখ টাকার নতুন গাড়ি, কেন চলবে না?' বলে যে, স্যার চাকায় হাওয়া নেই। চাকার হাওয়ার দাম কয় পয়সা? তিরিশ লাখ টাকার গাড়ি কয়েক পয়সা হাওয়ার জন্য অচল হয়ে গেল। এরকম ঐ মাসআলাগুলো অত্যন্ত দরকার। অযুর আগে পেশাবের পরে কুলূখ নেয়া পুরুষের জন্য জরুরী। কুরআন শরীফের সূরা তাওবার একটা বিখ্যাত আয়াত, আপনি খুলে দেখেন,

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ

أَنْ تَقُومَ فِيهِ ৯:১০৭

'তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে সেই মসজিদে যেটা তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রথম দিন থেকে, আপনার কর্তব্য আপনি ওখানে দাঁড়ান।' যারা হজ্জে গিয়েছেন, তারা জানেন এটা হলো মসজিদে কুবা। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বিখ্যাত হাদীস, 'যে ব্যক্তি অযু করে মসজিদে কুবায় আসবে, দুই রাকাত নফল পড়বে তাকে একটি উমরার সওয়াব দেয়া হবে।' সেই মসজিদে কুবার কথা কুরআন শরীফের আয়াতে এসেছে। আল্লাহ আরো বলছেন,

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ৯:১০৭

'ঐ মসজিদে রয়েছে এমন মুসল্লিরা যারা পবিত্র হতে ভালোবাসে।' ওহী এসেছে আগেই। ওহী আসার পর রাসূল (ﷺ) নিজে গিয়েছেন। কুবার মুসল্লীদের জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমরা কি এমন আমল করো যেজন্য আল্লাহ কুরআন শরীফের আয়াতে আমাকে তোমাদের মসজিদে দাঁড়ানোর (নামায পড়ার) হুকুম দিয়েছেন? আবার বলেছেন, 'ঐ মসজিদে রয়েছে এমন মুসল্লিরা যারা পবিত্র হতে পছন্দ করে।' তারা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা পেশাবের পরে ঢিলা ব্যবহার করি। পেশাব করার পর পেশাবের ফোঁটা যেন পরিষ্কার হয়ে যায়, এজন্য ঢিলা নিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করি। তারপর আবার পানিও খরচ করি।' বিখ্যাত হাদীস। আপনি হাদীসের কিতাব খুলে দেখেন। এখন আপনি মডার্ন মানুষ, নতুন নামায শুরু করেছেন। কুলূখের নাম শুনলেই আপনার রক্ত গরম হয়ে যায়। আরে রাখো

www.pathagar.com

মৌলবী সাহেবদের কথা! অথচ এটা আপনার অযুর জন্য জরুরী। অযু করার পর পেশাবের একটা ফোঁটাও যদি বের হয়, তাহলে আপনার অযু নষ্ট হয়ে যাবে। আপনার অযু নষ্ট হয়ে যায়, আপনার খবর নাই। আমরা মসজিদে বাচ্চাদের মক্তবে পড়াই। সেখানে শিক্ষকরা বাচ্চাদের অযুর মাসআলা শেখায়; অযু ভঙ্গের কারণ সাতটি। নাম্বার এক, পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়া কোনো কিছু বাহির হওয়া।

একদিন আমাদের বুয়েটের মসজিদের মক্তবে শিক্ষকরা পড়াচ্ছেন। আমার এক পিএইচডি করা ছাত্র আমাকে বলে, 'স্যার, মসজিদে দুপুর বেলা বাচ্চাগুলো যে পড়ে, 'পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়া কোনো কিছু বাহির হওয়া' শুনলেই আমার ঘিন্না লাগে।' আমি বললাম, 'ভাই! তুমি নতুন পিএইচডি করে এসেছো। এটা আমি নূরানি ট্রেনিং করার পর শিখেছি। আমার কাছেও খারাপ লাগে। তুমি আমাকে খুঁজে খুঁজে এমন একটা বাক্য এনে দাও, ঐ জায়গায় যেটাকে ফিট করা যায়। 'পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়া কোনো কিছু বাহির হওয়া অযু ভঙ্গের সাতটি কারণের একটি' এর বিকল্প একটি বাক্য তুমি আমাকে লিখে দাও।' কিছু দিন পরে সে এসে বলে, 'স্যার, আমি কিছু পেলাম না।'

আমি আপনাদের কাছে এটাই আরজ করছিলাম, অযুর আগে পবিত্রতা অর্জন এটা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিখিয়েছেন। এজন্য এই পবিত্রতার জিনিসগুলোকে আমাদের সঠিকভাবে শিখতে হবে। মানতে হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের নামাযে পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে পারবো। আল্লাহ তাওফীক নসীব করুন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের অনুভূতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লাহর মহত্ত্বের অনুভূতি

লেঃ কমান্ডার তারেক সাহেবের বাসা, অফিসার্স কলোনি,
বিএনএস তিতুমীর, খুলনা

১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ [এক ঘন্টা তিন মিনিট]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞ اَمَّابَعْدُ، فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আলহামদুলিল্লাহ। কিছুদিন আগে আমরা এই ঘরে ঘন্টাখানেকের জন্য বসেছিলাম। আল্লাহর দ্বীনের কিছু কথাবার্তাও আলোচনা হয়েছিল। আবার আল্লাহপাক এই সৌভাগ্য দিয়েছেন। আমি তার শোকর আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমাদের এই মজলিস আনুষ্ঠানিকভাবে (Formally)

www.pathagar.com

শুরু হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো মানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পবিত্র অভ্যাস ছিল, তিনি আগে খুৎবা পড়তেন। তারপর কথা শুরু করতেন। তাঁর এই অভ্যাস ১৪০০ বছর পরেও উলামায়ে-কেরামের উছিলায়, তাদের প্রচেষ্টায়, তাদের আত্মত্যাগের কারণে আমাদের মধ্যে আছে। আমি যেভাবে বললাম, এভাবে তিনিও বলতেন।

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

'পরম করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই কাছে সাহায্য ভিক্ষা করি। তাঁরই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই। তাঁরই উপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি। তাঁরই উপর আমরা আস্থা রাখি, ভরসা রাখি।' এই কথাগুলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার কথাবার্তার শুরুতে বলতেন। পুরো অন্তরকে আল্লাহর দিকে রুজু করা এজন্য যে, আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহকে খুশি করা। আল্লাহ আমাদের এই অস্তিত্ব দিয়েছেন। আর ইসলামের সবচেয়ে বড় কথা যে, আমাদেরকে আবার তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এই লক্ষ্যে আমি একটি আয়াত পড়েছি। কুরআন শরীফের বিখ্যাত আয়াত। আল্লাহ বলছেন,

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ২:২৮১

'তোমরা ভয় করো সেদিনকে, যেদিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে। অতঃপর প্রতিটি প্রাণকে বদলা দেওয়া হবে যা সে অর্জন করেছিল। তারা অত্যাচারিত হবে না।' এখানে এসেছে - ভয় করো ঐ দিনকে। অন্যখানে এসেছে,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ

'আল্লাহকে ভয় করো।' আসলে মূল কথা একটাই। যেদিন আল্লাহর সামনে দাড়াতে হবে, সেদিনকে ভয় করো। কুরআন মজীদের অপূর্ব সৌন্দর্যের একটা এটা যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাকে কুরআন বার বার বলেছে। বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ভঙ্গিতে। যেমন এই একটা বিষয়, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করার অনেক সময় একটা সহজ-সরল তরজমা করা হয়, সতর্ক হও। তোমার

www.pathagar.com

দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক হও। যদি বলা হয় যে, এখানে নেভীর একজন কমডোর সাহেব আসবেন। এখন এখানে নেভীর যারা লেঃ কমান্ডার আছেন বা এর উপরের পদের আছেন, তারা সবাই সতর্ক হবেন। এজন্য বলা হবে যে, প্রস্তুতি নাও। তার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি নাও। কত প্রস্তুতি! যদি আরো উপরের মর্যাদার কেউ হয়, তবে আরো বেশী প্রস্তুতি নেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা কত বড় উপরওয়ালা? তাঁর সাথে মিটিং হবে, তার সাথে দেখা হবে। এই যে কথাটা, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তার সাথে সাক্ষাত হবে - এর জন্য কতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছি আমরা! কতটুকু সতর্ক আমরা!

চৌদ্দ শত বছর আগে কুরআন নাযিল হয়েছে। এই চৌদ্দ শত বছরে টেকনোলজির কত উন্নতি হয়েছে! কিন্তু মায়ের পেটে আমাদের যে সৃষ্টি, সেটা কি হুবহু একই রকম নেই? আপনি বলবেন, টেকনোলজি এখন অনেক উন্নত হয়েছে। এখন অপারেশন করে, আগে অপারেশন করতো না। এখন শিশু গর্ভে থাকা অবস্থায় মেয়েদের মৃত্যুহার কমে গিয়েছে। প্রসবের পূর্বে এবং পরে মেয়েদের কষ্ট কমে গিয়েছে। ঠিক আছে। কিন্তু মায়ের পেটে আমাদের তৈরীর পদ্ধতি হুবহু একই রকম আছে, না পরিবর্তন হয়েছে? আর কুরআনে সবচেয়ে বেশি বক্তব্য যেসব বিষয়ে তার মধ্যে একটা হচ্ছে, আমাদের সৃষ্টি সম্পর্কে। একদিকে তোমার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করো, আর অন্যদিকে, একদিন তাঁর সাথে দেখা হবে, সেটা নিয়ে চিন্তা করো। তৈরী হও। যদি নেভীর কমডোর সাহেবের সামনে যেতে বলা হয়, আমি জানি না তখন একজন লেঃ কমান্ডার সাহেবের অবস্থা কেমন হবে! আর যদি বলা হয় রিয়ার এডমিরাল সাহেবের সামনে যেতে হবে, তাহলে আরো বেশি সতর্কতা হবে। যত উপরের মানুষ, তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রস্তুতি তত বেশি। 'ইত্তাকুল্লাহ' শব্দের এক অর্থ আল্লাহকে ভয় করো। আর এক অর্থ তৈরী হও। আল্লাহর সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে, তার জন্য তেমনভাবে তৈরী হও। আয়াতটা হলো,

وَاتَّقُوا يَوْمًا

'ভয় করো সেদিনকে।' ভয় করো সেদিনকে আর সেদিনের জন্য তৈরী হও - একই অর্থ। সেদিন কোন দিন?

www.pathagar.com

تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

'যেদিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে। প্রতিটি প্রাণকে বদলা দেয়া হবে, যা সে অর্জন করেছিল। তাদের উপর কোনই অত্যাচার করা হবে না।' আমার অতি শ্রদ্ধেয় মুরব্বী হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) বহু মজলিসে এই আয়াতটি বলে মজলিস শুরু করতেন। আমিও তাই শুরু করেছি। তিনি আমাকে একবার এমন সময়ে এমন কথা বললেন, যে কথাটা আমাদের কাছে বলা অস্বাভাবিক মনে হবে। সকাল দশটা-এগারটা হবে। কামরাঙ্গি চর মাদ্রাসায় তার বসার কামরায় আমরা কেবল দু'জন। বসে আছি। বিভিন্ন কথা বলাবলি হচ্ছে। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ভালো করে তৈয়ারী করেন। সামনে অনেক কঠিন কঠিন স্টেশন আসছে।' ব্যস। ভাল করে তৈয়ারী করেন! আল্লাহ যে বলেছেন, 'ভয় করো সেদিনকে, যেদিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে' - এটা ঐ কথার দিকেই ইশারা। এই কথাটা কুরআন শরীফের আর এক জায়গায় এসেছে এভাবে,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ৮০:৪০

'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী মতো চলা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত।' এটি আমপারার দুই নম্বর সূরা, সূরা নাযিয়াত। এখানে আছে خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ যে ব্যক্তি তার আল্লাহর সাথে দেখা হবে - এ সম্পর্কে ভীত হলো। দুনিয়ার কর্মকান্ডে এ ধরনের ভয় আমাদের সবারই হয়। নেভীর রিয়ার এডমিরালের সঙ্গে দেখা করতে যাবো, কত ভয়, কত শংকা! গিন্নি বলে, 'খাও না?' বলে, 'কি খাবো? খেতে ভালো লাগছে না!' প্রস্তুতির জন্য মনটা উদাস থাকে। এত বড় সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন, তার সামনে হাজির হবো! কিসের খাওয়া? খেতে ইচ্ছেই করে না। এখানে خَافَ মানে ভয়ে অস্থির হয়ে মাটির তলে লুকিয়ে পড়া না। চিৎকার করে কাঁদা না। خَافَ মানে স্বাভাবিক দায়িত্ববোধ যেটা বোঝা যায়। শিশুদের মধ্যে এটা হয় না। কারণ শিশুকে যদি বলা হয় যে, রিয়ার এডমিরাল আসবেন, খবরদার! তার সামনে চিল্লাচিল্লি করো না। দৌড়াদৌড়ি করো না। সে কি বোঝে? সে তো

www.pathagar.com

দৌড়াদৌড়ি ঠিকই করবে। দৌড়ে যেয়ে রিয়ার এডমিরালের কোলে বসে যাবে। রিয়ার এডমিরালের পদ সম্পর্কে, তার ক্ষমতা সম্পর্কে যে বেশি অবহিত, তার মনে ঐ অনুভূতি বেশি। এজন্য যে ব্যক্তি ভয় করলো তার আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের নফসকে 'الْهَوٰى' থেকে বিরত রাখলো, তার জন্য জান্নাতের খোশখবরী দেওয়া হয়েছে। মন যা চায়, তা করা যাবে না। তিনি যা চান তা করতে হবে। এখানে نَهَى النَّفْسَ সে নিষেধ করলো তার প্রাণকে عَنِ الْهَوٰى মানে নিজের খুশিমতো চলা থেকে। নিজের খুশিমতো চলা আল্লাহর বিধান নয়। তিনি আমাদেরকে তৈরী করেছেন, স্বাধীনতা দিয়েছেন, চাইলে তুমি তোমার খুশিমতো চলতে পারো। কিন্তু না। তোমাকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মতো চলতে বলা হয়েছে। কুরআনের আসল কথা এটা,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ৩:৩১

আল্লাহ তা'আলা তার হাবীবকে বলতে বলেছেন, 'আপনি বলুন, (কি বলবেন? মুখে তুলে দিচ্ছেন কথা) যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।' মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিচ্ছেন, আপনি বলুন, আপনি ঘোষণা করে দিন। কি ঘোষণা করবেন? শব্দগুচ্ছ তৈরী করে কুরআনের আয়াত বানিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে বলুন, 'তুমি যদি আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।' কুরআনের প্রধান ঘোষণা এটা।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' - আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। রাসূলের কাজ কি? আল্লাহর কথা পৌঁছে দেয়া। রাসূল (ﷺ) যদি আমাদের না বলতেন, তাহলে আমাদের ধারণা হতো তাই, যা সচরাচর আমাদের চোখে, কানে এবং বুদ্ধিতে বুঝে আসে। একটা মানুষ মরে গেল। তাকে মাটিতে দাফন করা হলো। সে মাটিতে মিশে গেল। শেষ। আবার পুনরুজ্জীবিত করা হবে, এটা সাধারণ বুদ্ধিতে আসে না। দেখা যায় না। চৌদ্দ শত বছর আগে কুরআন নাযিল হয়েছে। এজন্য কুরআন

www.pathagar.com

শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা তখনকার বুদ্ধিজীবিরা যেভাবে রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলতো, সে কথাটাকে কুরআন মজীদের আয়াত বানিয়ে রেখেছেন।

ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ৫০:৩

'তবে কি আমরা যখন মরে গেলাম, মাটিতে মিশে গেলাম। এটি একটি দূরবর্তী প্রত্যাবর্তন।' অদ্ভূত আয়াত! বাংলা তরজমা। 'তবে কি আমরা যখন মরে গেলাম, মাটিতে মিশে গেলাম' শেষ এখানে। তারপর এসেছে, ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ - This is a distant return! আরবী বাগধারায় এর মানে হলো, কখনো হবে না। আয়াতের মাঝখানে 'আবার পুনরুজ্জীবিত হতে হবে' এ কথাটা নেই। আর এক আয়াত ঃ

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ২৩:৩৭

'এই জীবনই জীবন। আমরা এখানে বাঁচি, এখানে মরি। কখনো আমরা পুনরুজ্জীবিত হবো না।' আর এক আয়াতে হলো,

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ৪৫:২৪

'এই জীবনই জীবন। আমরা এখানে বাঁচি, এখানে মরি। সময় ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না।' অপূর্ব শব্দ কুরআনের! চৌদ্দ শত বছর আগে কুরআনের শব্দ। আপনি দেখেন! 'এই জীবনই জীবন। আমরা এখানে মরি ও বাঁচি। সময় ছাড়া আর কিছু আমাদেরকে ধ্বংস করে না।' এটি আমাদের বুঝে আসে। সময়ের সঙ্গে বার্ধক্য আসে। সময়ের সঙ্গে বার্ধক্যের পরে জরা দশা আসে। সময়ের সঙ্গে আমাদের চলে যেতে হয়। কাজেই আমাদের সাধারণ বুদ্ধিমত্তা এটাই বলায়, সময় ছাড়া আর কিছু আমাদেরকে ধ্বংস করে না। কুরআনের আয়াত। একটা হলো,

وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

'সময় ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না।' আর একটা হলো,

www.pathagar.com

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

'কখনো আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে না।' একই রকমের আয়াত,

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ৫০:৩

'তবে কি আমরা যখন মরে গেলাম, মাটিতে মিশে গেলাম। এটি একটি দূরবর্তী প্রত্যাবর্তন।' শাব্দিক মানে, সুদূর পরাহত! আল্লাহ এটার জবাব দেন,

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ

'আমি জানি মাটি কি খেয়েছে তাদের এবং আমার কাছে আছে সংরক্ষিত কিতাব।' কুরআন শরীফের সূরা ক্বফ। পঞ্চাশ নম্বর সূরা। এখানে জবাব এটুকু। অন্যখানে আরো জবাব আছে,

أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ১৮:৩৭

'তুমি তাকে অস্বীকার করছো, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর তোমাকে পূর্ণ করেছেন মানবাকৃতিতে?' আমাদের খুব সহজেই বুঝে আসে যে, আমাদেরকে একটা ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু আরো পিছনে যদি যান, আব্বু-আম্মুর শরীরে রক্ত মাংস তৈরী হচ্ছে কোত্থেকে? মাটি থেকে। সব খাবার তো মাটি থেকেই আসে। এজন্য আল্লাহ এখানে বলেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে তৈরী করেছেন মাটি থেকে। আর এক জায়গায় আল্লাহ বলছেন,

وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ৭১:১৭

'He created you like a plant.' এটি বললে আমরা অবাক হব, আমরা plant হলাম কেমন করে? আসলে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, আমরা আসলে এক ধরণের মোবাইল গাছ। একটা গাছ যেমন তার সব কিছু মাটি থেকে গ্রহন করে, আমরাও তাই করি। একটা গাছ বাড়ে। ফল দেয়। তারপরে শেষ হয়ে যায়। আমরাও একদিন মরে যাই। আমরা হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি। আমাদের বুদ্ধিমত্তা (intelligent) বলে একটি জিনিস আছে। আমাদের চোখ আছে, কান আছে। সেটা প্লান্টের নেই। আল্লাহ বলেন, He made you grow from the dust।

www.pathagar.com

You are just like a plantation। কুরআন শরীফের এ শব্দগুলো অদ্ভুত! চৌদ্দ শত বছর আগের কুরআন শরীফের অনেক শব্দের অপূর্ব ব্যাখ্যা এখন করা যায়। তখন এভাবে করা যেত না। আধুনিক বিজ্ঞান এবং টেকনোলজি যে সব তথ্য (Information) সরবরাহ করেছে, তাতে আরো বেশি গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছে। যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত ছাড়া তুমি কিভাবে চিন্তা করবে? সূর্য সম্পর্কে এখন যেসব ইনফরমেশন পাওয়া যাচ্ছে, চৌদ্দ শত বছর আগে সেসব ছিল না। কুরআন উল্লেখ করেছে,

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا

'আমি কি তোমাদেরকে একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ (Dazzling Lamp) দেইনি?' কুরআন শরীফের তিরিশ পারার প্রথম সূরা। এই প্রাকৃতিক বিষয়গুলোর দিকে কুরআনের উল্লেখ অনেক বেশি। যে বিষয়টির কথা আমরা প্রথম আলোচনা করছিলাম, 'ভয় করো সেদিনকে যেদিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে' - আমি তার আর একটি তরজমা করলাম, Get prepared for the Day। Be careful of the Day। ইংরেজিতে তাফসীরকাররা এ আয়াতের তরজমায় এসবগুলো কথাই বলেন। প্রস্তুতি নাও। সতর্ক হও। রিয়ার এডমিরাল সাহেবের বেলায় এই আগামীকাল। এই পনেরই সেপ্টেম্বর, তিরিশে সেপ্টেম্বর। এক মাস, দু'মাস আগে। আর এখানকার বেলায়, আমরা বলবো যে, বয়স হয়ে নিক। বুড়ো হয়ে নেই। কিন্তু কেউ জানে না কখন আসবে সময়টি। সাধারণতঃ দেখা যায় ষাটের উপরে। কেউ আশি বছরও হায়াত পায়। নব্বই বছরও কেউ কেউ পায়। খুব rare। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মতের গড় আয়ু ষাট থেকে সত্তর বছর। আর মৃত্যুর জন্য সেটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক বয়স। সময়টা কখন আসবে জানা নেই। যেহেতু সময়টা আমাদের জানা নেই, সেজন্যই আমরা এটাকে পিছাই। আমি কি অবিশ্বাস করি নাকি আল্লাহকে? আল্লাহ 'গাফুরুর রাহীম'। হবে, সামনে হবে। কুরআনে এই শব্দটারও উল্লেখ করেছে।

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ১৫:৩

'ছেড়ে দেন ওদেরকে, খেয়ে নিক, ভোগ করে নিক। দীর্ঘ আশা ওদেরকে প্রতারিত করুক, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।' তিরস্কারমূলক শব্দ, খেয়ে নিক

www.pathagar.com

কদিন ওরা, ভোগ করে নিক কদিন ওরা। তিন নম্বরটা অদ্ভুত, দীর্ঘ আশা ওদেরকে প্রতারিত করুক। করবো, ভালো হয়ে যাবো। সামনে সময় আছে। রিটায়ারমেন্ট হয়ে যাক। বলি না আমরা?

আমার এক বন্ধু খুব উচ্চ পদে ছিলেন। পিডিবির চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। পরে মেম্বার হলেন। কেবল চেয়ারম্যান হওয়া বাকী ছিল। আমি তার কাছে গেলে অকল্পনীয় খুশিতে তিনি একদম ঝলমল করে উঠতেন। 'হামীদ, তুই এসেছিস' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরতেন। আর বলতেন, 'তোকে আমার খুব ভালো লাগে। আমি ছোট বেলায় হাফেজ্জী হুযূরের মতো মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর আর এক খলীফা মাওলানা মাকসুদ উল্লাহ (রহঃ)[১০] এর সঙ্গে ছিলাম।' আমার সে বন্ধু খুব কুরআন শরীফ পড়তো। কিন্তু অজস্র ভুলে ভরা। এজন্য আমি তাকে বলতাম যে, তুমি তো অনেক বড় মুরব্বীকে পেয়েছো। হাফেজ্জী হুযূরের মুরব্বীকে পেয়েছো। কিন্তু এরকম ভুল পড়লে গুনাহ হবে। বর্ণিত আছে,

رُبَّ قَارِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ

'অনেক ক্বারী এমন রয়েছে যারা কুরআন পড়ে, অথচ কুরআন তাদেরকে অভিসম্পাত দেয়।' এজন্য সতর্ক হও। এর পর আমার সেই বন্ধু বলতেন, 'হামীদ, রিটায়ার করে নেই। তোর সাথে থেকে সব ঠিক করে ফেলবো।' রিটায়ারমেন্ট হলো। হঠাৎ একদিন সকাল বেলা বলে যে, বুকে ব্যাথা। তার ছেলে তাকে উত্তরার বাসা থেকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। সাড়ে সাতটায় নিলো। দশটায় চলে গেল। আমার অতি প্রিয় বন্ধু! সে আমাকে নিয়ে যে কি করত! আমার কেবলই মনে পড়ে সে আমাকে বলত, 'রিটায়ারমেন্টটা হয়ে নিক।' রিটায়ারমেন্টের পরেও চার-পাঁচ বছর বেঁচে ছিল। যখনই দেখা হতো, ঐ একই কথাঃ 'আর কটা দিন, দেখিস তারপর তোর সঙ্গে থেকে আমি কত তৈরী হয়ে যাবো!' আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাকে মাফ করে দিন। কুরআন শরীফের শব্দগুলো বড় অপূর্ব!

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ১৫:৩

[১০] মাওলানা মাকসুদ উল্লাহ (রহঃ) এর বাড়ি ছিল বরিশালে তালগাছিয়ায় । হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) এর অনেক সিনিয়র ছিলেন। লোকেরা তাঁকে তালগাছিয়ার পীর সাহেব বলতেন।

www.pathagar.com

'ছেড়ে দেন ওদেরকে, খেয়ে নিক, ভোগ করে নিক। দীর্ঘ আশা ওদেরকে প্রতারিত করুক, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।' এটা হলো চৌদ্দ পারার প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় আয়াত। আর প্রথম আয়াত হলো,

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ১৫:২

'বারংবার আক্ষেপ করবে অবিশ্বাসীরা, হায় যদি মুসলমান হয়ে যেতাম!' আমাদের জন্য হঠাৎ খুব আশার কথা। আল্লাহ তা'আলা নিন্দা করেছেন অবিশ্বাসীদের। আমি তো অবিশ্বাসী নই। কারণ শব্দটা হলো, 'অবিশ্বাসীরা বারংবার আক্ষেপ করে বলবে, যদি মুসলিম হয়ে যেতাম।' 'মুসলিম' শব্দের পুরো মানে আত্মসমর্পণকারী। যদি মুসলিম হয়ে যেতাম। মুমিনের কথা নেই। এখন আল্লাহ বলেন, 'ছেড়ে দেন ওদেরকে, খেয়ে নিক ওরা, উপভোগ করে নিক ওরা। দীর্ঘ আশা প্রতারিত করুক ওদের, শীঘ্রই জানবে ওরা।' এজন্য আমাদের সম্পর্কে কথা এই যে, এই লম্বা আশায় পড় না। কুরআন শরীফের আয়াত, একই কথাকে আর এক জায়গায় বলা হচ্ছে,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ৫৭:১৬

'ঈমানদারদের জন্য সময় কি এখনো হয়নি যে তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়? তারা ওদের মতো না হয় যাদের কাছে আসমানি কিতাব এসেছিল, তারপর দীর্ঘ সময় চলে গেল, তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল।' অন্তরের এখন যে নরম অবস্থা, বয়স হয়ে গেলে তখনও যে থাকবে এ গ্যারান্টি কে দিলো? মেহনত যদি না করা হয় তাহলে এখনকার নরম অন্তর শক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ 'তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল' মানে আমলের সৌভাগ্য আর হলো না। এজন্য কুরআনের তাগিদ, এখনই আমল করে নাও। আগে চলো, আগে বাড়।

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ৩:১৩৩

www.pathagar.com

'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার প্রশস্ততা হচ্ছে আসমান ও যমীনের মতো, যা তৈরি করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য।' আর এক জায়গায় এসেছে,

سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ৫৭:২১

'তোমরা আগে বাড়, আগে চলো তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর মতো।' মূল কথা হচ্ছে, তোমাকে যিনি অস্তিত্ব দিলেন, একদিন তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে। তাঁকে ভয় করো। তৈরী হও। আগে চলো। এ কথাটি বহু জায়গায় এসেছে। এক আয়াতে বলেছেন, 'ভয় করো সেদিনকে।' আবার এক জায়গায় বলেছেন, 'আল্লাহকে ভয় করো।' আবার বলেছেন, 'প্রতিটি মানুষের চিন্তা করে দেখা উচিত আগামীকালের জন্য কি পাঠালো সে।' আগামীকাল মানে যেদিন আর এ দুনিয়ার দিনগুলো থাকবে না। কবরে যাবার দিন। কুরআনের ভাষা,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ

إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ৫৯:১৮

'হে ঈমানদারেরা! আল্লাহকে ভয় করো। প্রতিটি মানুষের চিন্তা করে দেখা উচিত আগামীকালের জন্য কি পাঠালো সে। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন।' কুরআনের আসল কথা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সম্পর্কে সতর্ক হও। কুরআনের শব্দ,

مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ৭১:১৩

'তোমাদের কি হলো আল্লাহর মহত্ত্বে অভিভূত হচ্ছো না!' আমরা বলি যে, রিয়ার এডমিরালের মহত্ত্ব আমাকে পাগল করে দিয়েছে। তার সাথে দেখা করতে হবে। এ অনুভূতিতে আমি অস্থির হয়ে গিয়েছি। কেন? তার সত্তা সম্পর্কে আমার জানা আছে। আল্লাহ এ কথাই বলেন, কি হলো তোমাদের, আল্লাহর মহা প্রতাপ তোমাকে অভিভূত করে না! তোমাকে আপ্লুত করে না। সেখানে এর পরের আয়াত,

www.pathagar.com

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ৭১:১৪

'অথচ তিনিই তোমাদের তৈরী করেছেন পর্যায়ক্রমে।' মানে একটু ভেবে দেখো কি করে তোমাকে তৈরী করেছেন। এটা হলো সূরা নূহ। ২৯ পারায়।

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا

وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ৭১:১৫

'তুমি কি কখনো খেয়াল করো না আকাশগুলোকে কীভাবে তৈরী করা হয়েছে। তার মধ্যে চাঁদকে রেখে দেয়া হয়েছে একটি আলো, আর সূর্যকে রেখে দেয়া হয়েছে একটি প্রদীপ।' কুরআন আমাদেরকে বলছে, একটু চিন্তা করে দেখো, কীভাবে রাখা হয়েছে সূর্যকে। বিজ্ঞানীরা কি বলে?

সূর্য একটি নক্ষত্র। যাদের নিজস্ব তাপ আছে, আলো আছে, তারা হল নক্ষত্র। যাদের নিজস্ব আলো নেই, তাদেরকে বলা হয় গ্রহ। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে এখন সকাল বেলায় পূর্বাকাশে উজ্জ্বল তারার মতো যেটা দেখা যায়, সেটা আসলে একটা গ্রহ। নাম Venus (বাংলায় আমরা বলি শুক্র গ্রহ)। সকাল বেলায় এখন এটাকে বেশি দেখা যায়। এজন্য এটার এক নাম Morning Star। শুক্র গ্রহের আরেক নাম সন্ধ্যা তারা (Evening Star)। অনেক সময় বিকেলে মাগরিবের আগ থেকে দেখা যায়। মাগরিবের পরেও পশ্চিম আকাশে দেখা যায়। তখন সেটাকে বলা হয় সন্ধ্যা তারা। কীভাবে এটা তারা হলো?[১১] সূর্যের চারিদিকে কেমন করে ঘুরে এটা? সূর্য থাকে মাঝখানে। তার চারিদিকে এক সার্কেলে ঘুরছে Venus। তারপরে ঘুরছে পৃথিবী, তারপরে ঘুরছে Mars। কাজেই Venus এমনভাবে ঘুরছে, যখন তার উপর সূর্যের আলো সবচেয়ে বেশি পড়ে, তখন Venus কে দেখা যাবে সবচেয়ে বেশি আলোকিত। বছরের এই সময় তাই দেখা যায়। আবার এই গতিপথের মধ্যে দুই বৃত্তে বা দুই elliptical orbit এ সে যখন এমন জায়গায় যাবে যেখানে সূর্যের আলোর রিফ্লেকশন সবচেয়ে কম, তখন তার

[১১] Venus is usually visible with the unaided eye. Sometimes (inaccurately) referred to as the "morning star" or the "evening star", it is by far the brightest "star" in the sky.

www.pathagar.com

আলোও কম। একই তারা। কিন্তু একেক সময় একেক রকম ঔজ্জ্বল্য এসে দেখা দেয়।

এখন আমাদেরকে বিজ্ঞানীরা বলে, সূর্য এবং তার চারিদিকে প্লানেটগুলো হলো তোমার সোলার সিস্টেম, সৌরজগত। সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্র। কত বড় সূর্য! পৃথিবী থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে। আর তার ডায়ামিটার হচ্ছে আট লক্ষ পয়ষট্টি হাজার মাইল। এই ডাইমেনশনগুলো যখন আমরা শুনি, তখন আমাদের কি মনে হয়? পৃথিবীর ডায়ামিটার আট হাজার মাইল। তার উপরে ছয়শ কোটি মানুষ। পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ পানি। আর একভাগ স্থল। স্থলভাগের মধ্যে কত মরুভূমি, কত পাহাড়, কত পর্বত! কতখানি বসবাসযোগ্য! কত নদী-নালা। তার মধ্যে মানুষ। সূর্যের আলোর দু'শ কোটি ভাগের এক ভাগ সারা পৃথিবী পায়। সেই দু'শ কোটি ভাগের এক ভাগ তাপে আমাদের পিঠ জ্বলে যায়। প্রচন্ড তাপে আমরা অস্থির হয়ে যাই। কুরআনের ছোট্ট উল্লেখ,

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ১৪:৩৩

'তিনি চিরদিনের জন্য তোমাদের দাসত্বে নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে-চন্দ্রকে।' আর চিন্তা করতে বলেছেন,

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ৭৮:১৩

'আমি কি তোমাদের জন্য একটা প্রদীপ্ত প্রদীপ তৈরী করিনি?' সূর্যকে তৈরী করেছেন, এ সম্পর্কে চিন্তা করতে বলেছেন। আল্লাহ ঐখানে বলছেন, কি হলো তোমাদের, তার মহত্ত্বে তোমরা অভিভূত হও না। তার মহত্ত্ব, প্রতাপ তোমাকে অভিভূত করে না। অভিভূত করার জন্য ইনফরমেশন লাগবে। আর এই ইনফরমেশন গ্রহণ করার জন্য যোগ্যতা লাগবে। ঐ তত্ত্বটাকে বোঝা, সেটাকে অন্তরে ভরা, তারপরে ব্যবহার করা, একটা শিশুর সে জ্ঞান হয় না। বয়স্কদের সে জ্ঞান হয়। আল্লাহর পথে ঐরকমই। যে পর্যন্ত আমরা না শুনবো, আর সেটাকে অন্তরে না ভরবো, ততদিন সেটা আত্মস্থ হবে না। এজন্য কুরআনের মধ্যে একই কথা বার বার,

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ৭১:১৫-১৬

www.pathagar.com

'দেখো না তোমরা, আল্লাহ কিভাবে সাত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন! আর তার মধ্যে চাঁদকে করেছেন একটা আলো এবং সূর্যকে করেছেন একটা প্রদীপ।' শব্দও কুরআনের অদ্ভুত! সূর্যের জন্য কুরআনের শব্দ হচ্ছে প্রদীপ (A Lamp)। চাঁদের জন্য 'প্রদীপ' কখনো ব্যবহার করা হয়নি। চাঁদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একটা আলোকিত বস্তু (An Illuminated Object)। একটা প্রদীপ আলো দেয়। সঙ্গে তাপও দেয়। কিন্তু একটা আলোকিত বস্তু হয়তো কেবলই একটু আলো দিবে। কুরআনের সব জায়গায় শব্দচয়ন এরকম।

আমি একবার কাকরাইল মসজিদে সকালবেলা শুক্রবারের বয়ানের পর বের হয়েছি। অনেক বছর আগে। ১৯৭৪ অথবা ১৯৭৫ সালের কথা। প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনা। এক ছেলে আমার কাছে এসে বলে, 'আপনি কি প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব, বুয়েটের শিক্ষক?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তখন সে বলে, 'আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। কুরআন শরীফের এক আয়াত আমাকে খুব বেশি রকম অস্থির করে ফেলেছে।' আমি বললাম, 'কেন?' বলে, ' আমেরিকানরা ১৯৬৯ সালে চাঁদে রকেট পাঠালো। চাঁদে মানুষ নামলো। কিন্তু কুরআন তো বলেছে, চাঁদ জ্যোতির্ময়। জ্যোতির্ময় মানে তার পৃষ্ঠভাগে তাপমাত্রাও বেশি হবে। তাহলে সেখানে মানুষ নামলো কেমন করে?' আমি বললাম, 'তুমি এ ব্যাখ্যা কোথায় পেলে?' বলে যে, আমি কুরআন শরীফের তরজমায় দেখেছি। আমি বললাম, কুরআন শরীফের শব্দ তুমি সরাসরি দেখো। কুরআনের কোথাও এ শব্দ নেই যে, চাঁদের পৃষ্ঠে তাপমাত্রা বেশি। বার বার চাঁদের পাশে যেখানেই সূর্যের উল্লেখ রয়েছে, সেখানেই سِرَاجًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। سِرَاجًا শব্দের মানে প্রদীপ (A Lamp, A Bright Lamp, A Dazzling Lamp etc)। আর চাঁদের ব্যাপারে শব্দ হচ্ছে, مُنِيرًا মানে আলোকিত বস্তু (An Illuminated Object)। কুরআন শরীফের আয়াতটি হলো,

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ٢٥:٦١

'মহা বরকতময় সেই সত্তা যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাশি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চাঁদ।' কুরআন শরীফে চাঁদের জন্য দুটো বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। একটা হচ্ছে 'নূর' আর একটা হলো 'মুনির'। দু'টোরই মানে আলোকিত বস্তু। চৌদ্দ শত বছর পরে বিজ্ঞানের আলোকে বরং

www.pathagar.com

কুরআনের উপর তোমার বিশ্বাস আরো মজবুত হওয়া দরকার। কুরআনের শব্দচয়ন দেখো! আমার এ কথা শুনে সে বলে, 'আপনার মুখে শুনে তো আমার বিশ্বাস বেড়েই গেল।' আমি বললাম, 'তুমি ভুল শিক্ষার বিপদে পড়েছিলে।' বাংলা ভাষায় বিখ্যাত ছোট গল্প আছে, 'ভুল শিক্ষার বিপদ'। ভুল শিক্ষার কারণে তোমার মন অস্থির হয়ে গিয়েছে। সঠিক শিক্ষায় তোমার মন প্রশান্ত হয়ে গিয়েছে। অনেক ব্যাপারেই এরকম হয়। কুরআনের শব্দগুলো কী? আল্লাহ ওখানে বলেন,

مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ٧١:١٣

'কি হলো তোমাদের, আল্লাহর প্রতাপ, আল্লাহর মহত্ত্বে অভিভূত হও না তোমরা?' সূরা নূহ। তার মহত্ত্ব তোমাকে অভিভূত করে দেয় না! তোমাকে অস্থির করে দেয় না! দুনিয়াতে বড় সাহেবের জন্য তুমি যেমন হয়ে যাও। এখন কোন নেভী অফিসারকে যদি বলা হয় যে, আগামীকাল বাংলাদেশ নেভীর রিয়ার এডমিরাল সাহেব আসবেন। তাহলে তার অন্তরে তখন কি অবস্থা হবে? আবার বাংলাদেশের নৌ বাহিনী প্রধানকে যদি বলা হয়, আজ আমেরিকান নেভীর সবচেয়ে বড় সাহেব আসবেন। তাহলে তার অবস্থাও ঐরকমই হবে। আমাদের যদি বলা হয় যে, কেন এটা হলো? তার জ্ঞান তাকে এরকম করেছে। The American - the mightiest nation on earth, দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ, তার নেভীর চীফ। কাজেই এই জ্ঞান আমাকে অস্থির করে দেয়। আমার জ্ঞান আমাকে অস্থির করে দেয়। আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের কম বলে আমরা অস্থির হই না। যদি অস্থিরতার অবস্থা আমাদের হতো, তাহলে আমরা দুনিয়াতে বাস করতে পারতাম না। আল্লাহ তা'আলা এজন্য ঐরকম দেননি। একটু নমুনা দিয়েছেন। এসো আগে বাড়। সামনে যেয়ে দেখো।

রাসূল (ﷺ) কেন কাঁদতেন? মক্কা শরীফ থেকে কান্নার শুরু। মৃত্যু পর্যন্ত কান্না। রাতভর কাঁদছেন। মা আয়েশা (رضي الله عنها) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে জিজ্ঞেস করছেন, আপনি এভাবে কাঁদেন? আল্লাহ তা'আলা কি আপনার সামনের পেছনের সব কিছু মাফ করে দেয়ার ঘোষণা দেননি? তার ছোট জবাব,

www.pathagar.com

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا[১২]

'আমি কি আমার মাবুদের শোকরগুজার দাস হবো না?' ফরয নামায তো পড়ছেনই। তার উপর কান্নাকাটির কি দরকার? আর কুরআন মজীদের মধ্যেও উল্লেখ আছে, সূরা যুমার,

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ৩৯:৯

'তবে কি ঐ ব্যক্তি অতি বিনম্র যে রাতে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমতের আশা রাখে, (সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না?)' তবে কি ঐ ব্যক্তি অতি বিনম্র - তাকে বিনম্রতা আচ্ছন্ন করেছে কেন? আল্লাহর মহা প্রতাপ তাকে বিনম্র করে দিয়েছে। কি করে সে? রাতভর দাঁড়িয়ে থাকে সে। কখনো সিজদা করে। কখনো রুকুতে থাকে। কখনো তেলাওয়াত করে। এ অবস্থায় তার রাত কেটে যায়। রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি পড়ে? কুরআন পড়ে। আখেরাতের ভয় তাকে সন্ত্রস্ত করে রাখে। আমার মাবুদের সামনে কেমন করে দাঁড়াবো? আবার মনের মধ্যে কামনা, আমার মাবুদের রহমত আমি পাবো।

যদি আমেরিকান নেভীর চীফ বাংলাদেশ নেভীর একজন অফিসারের সাথে দেখা হবার পর বলেন যে, বাংলাদেশে এরকম লেঃ কমান্ডার দ্বিতীয়জন নেই। তিনি যদি কেবল বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধানের কাছে বলেন যে, আপনার এই অফিসারটা খুব ব্রিলিয়ান্ট। এরকম অফিসার আমেরিকান নেভীতেও নেই। তখন কি হবে? আমাদের মনে নিজের সম্পর্কে এরকম একটা কমেন্ট পাবার কামনা আসাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তা'আলা শব্দ এটাই দিয়েছেন। يَحْذَرُ الْآخِرَةَ আখেরাতকে ভয় করে, وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ আর বড় আশা করে, আমার প্রতিপালকের রহমত আমি পাবো। এর পরে আছে,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ৩৯:৯

[১২] বুখারী শরীফ

www.pathagar.com

'আপনি বলেন, যে জানে আর যে জানে না, দুজন কি কখনো সমান হতে পারে?' যখন আল্লাহকে জানা হবে, তখন তার সামনে ঐভাবে রাত কাটানোর আনন্দ পাওয়া যাবে। যদি তার সম্পর্কে জ্ঞানই না থাকে, তাহলে কেমন করে হবে? নইলে এ আয়াতের সঙ্গে আগের আয়াতের কোনো সামঞ্জস্য হয় না। আপনি আয়াতটা কেবল খেয়াল করেন, তবে কি ঐ ব্যক্তি যে অতি বিনম্রতার সঙ্গে রাতে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনো দাঁড়িয়ে আছে, কখনো সিজদা করছে। আখেরাতের ভয় তার অন্তরে। আল্লাহর রহমতের আশা তার অন্তরে। একই আয়াতের দ্বিতীয় অংশ, আপনি বলেন, যে জানে আর যে জানে না, দু'জন কি কখনো সমান হতে পারে? তার মানে সত্যিকার জ্ঞানী আল্লাহ বলছেন তাকে, যার জ্ঞান তাকে আল্লাহর মহত্ত্বে অভিভূত করে দিয়েছে। যেটা ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর শান। হাদীস শরীফে এসেছে, তিনি জীবনে কখনো পা ছড়িয়ে শুতে পারতেন না। পা গুটিয়ে শুতেন। আপনি যদি আপনার কাজের বুয়ার ছেলেটাকে বলেন যে, আজকে রাতে আমার সঙ্গে শোবে। আপনার ঘরে তাকে শুতে দিলেন। সে কি দু হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমাবে, না কাচুমাচু হয়ে ঘুমাবে? যদি ঐরকম করে দু হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে শোয়, তাহলে আপনি বলবেন, 'ঘরে শুতে দিয়েছি আর ব্যাটা কেমন বাদশা হয়ে গিয়েছে! যা ভাগ।' আর যদি কাচুমাচু হয়ে শোয় তাহলে বলবেন যে, ছেলেটা নম্র। সে যে বুয়ার ছেলে এ অনুভূতি তাকে কাচুমাচু করে রেখেছে। এজন্য কাচুমাচু হয়ে শুয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মধ্যে এ অনুভূতি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যেত। কেন? সেই মহান সত্তার সঙ্গে তার জ্ঞান, তাঁর পরিচয় অনেক বেশি মজবুত। And it is there constantly, সাময়িক না। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে এটি। কুরআন শরীফের শব্দ,

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ২৫:৬৪

'তারা রাত কাটায় তাদের রবের জন্য সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে।' আর এক জায়গায় রহমানের দাসদের পরিচয় সম্পর্কে কুরআন বলছে, এটা সূরা ফুরক্বান এর আয়াত,

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ২৫:৬৩

www.pathagar.com

'অত্যন্ত বিনম্রতার সঙ্গে রহমানের বান্দারা জমিনে চলাফেরা করে।' আপনি বলবেন যে, নেভীতে সাবঅর্ডিনেটের সামনে ডাট না মারলে তারা মানবে না। তাহলে কি কুরআন আমাদেরকে ডাট মারতে নিষেধ করে? মোটেই না। আপনার ডিউটির ক্ষেত্রে আপনাকে যেখানে ডাট মারতে হবে, আপনি মারেন। কুরআন কক্ষনো মানা করবে না। কিন্তু এর বাইরে আপনাকে অবশ্যই কুরআন যেভাবে বলে, সেভাবে চলতে হবে। কুরআন কী বলে? রহমানের দাসদের দুনিয়ায় চলাচল কেমন? কুরআন বলে, 'অত্যন্ত বিনম্রতার সঙ্গে রহমানের বান্দারা জমিনে চলাফেরা করে।' আবার,

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ২৫:৬৪

'তাদের সাথে যখন অজ্ঞ লোকেরা অনর্থক তর্ক করতে আসে, তারা বলে, আসসালামু আলাইকুম।' মানে অন্যের সাথে ঝগড়ায় যায় না। 'আমি অনেক বড়। আমি বেশি বুঝি। আমি নেভীর কমান্ডার। ব্যাটা চিনিস আমি কে? দেখিয়ে দেবো তোকে।' এ ধরনের কথা বলে না। এরপর আল্লাহ্ বলেন,

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ২৫:৬৪

'তাদের রাতগুলো কেটে যায় সিজদায় আর দাঁড়ানোতে।' يَبِيتُونَ শব্দের মানে তারা তাদের রাতগুলো পার করে দেয়। কীভাবে? সিজদায় আর দাঁড়ানোতে। আপনি বলবেন, 'তাহলে কি রাতভর দাঁড়িয়ে থাকা ফরয?' আলহামদুলিল্লাহ্, উলামায়ে কেরাম আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন। তারা বলেন যে, এ বিধান তোমার-আমার জন্য না। যারা আগে যেতে চায়, তাদের জন্য। তোমার জন্য মাসআলা হলো, এশার নামায জামাতে পড়, ফজরের নামায জামাতে পড়। তোমার জন্য খোশখবরী, তোমার সারারাত ইবাদতের মধ্যে লেখা হবে। তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য ভোররাতে উঠতে পারলে ভালো। আর নইলে এশার নামাযের দুই রাকাত সুন্নতের পর তাহাজ্জুদের নিয়তে দুই রাকাত করে চার রাকাত নফল পড়ে বেতের পড়ে ফেলো। আল্লাহ তা'আলা এই চার রাকাতকে তাহাজ্জুদের মধ্যে গণ্য করবেন। এরপরেও যদি ভোররাতে ঘুম ভাঙ্গে উত্তম। না হলে অসুবিধার কিছু নেই। তবে যে আগে যেতে চায়, তার জন্য তো রাসূলের পথেই যেতে হবে। আরো আগে, আরো আগে।

www.pathagar.com

চৌদ্দ শত বছর আগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, বেহেশতের অধিবাসীরা তাকিয়ে দেখবে, তার যে শ্রেণী, এর উপরের শ্রেণী অনেক উপরে। বলে যে, লেঃ কমান্ডার হয়েই জীবনটা গেল। এরপরে আর প্রমোশন পেলাম না। এই রকম একটা র‍্যাংকের পার্থক্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ১৪০০ বছর আগে বলেছেন, দুটো র‍্যাংকের মধ্যে পার্থক্য কেমন। এক স্তরের বেহেশতীরা তার উপরের স্তরের বেহেশতবাসীদের দিকে তাকিয়ে দেখবে আকাশের তারার মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। তাকে বলা হবে, তোমার উপরের দরজা ওটা। বেহেশতবাসীদের র‍্যাংক হবে। আমরা নেভীর র‍্যাংক আর বললাম না। র‍্যাংক 'এ', র‍্যাংক 'বি', র‍্যাংক 'সি'। চৌদ্দ শত বছর আগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, এক র‍্যাংকের মানুষেরা তার উপরের র‍্যাংকের দিকে যখন তাকাবে, তারা দেখবে কতগুলো তারা দেখা যাচ্ছে। বেহেশতের ফেরেশতারা বলবেন, আপনার অগ্রবর্তী যারা এটা তাদের র‍্যাংক। ঐ যে পৃথিবীতে ছিলেন আপনার বন্ধু, ঐখানে তিনি। এতদূর! শব্দ এসেছে, পাঁচশ বছরের রাস্তা। কিন্তু পাঁচশ বছরের রাস্তা, at what speed? যদি আপনি স্পিড মেনশন না করেন, তাহলে টাইমে কি বোঝা যাবে? স্পিড কত, রেট কত বলো? প্রতি ঘন্টায় কত? তাহলে না টাইম দিয়ে গুণ করলে পাবে। হাদীস শরীফে সেটি আসেনি। পাঁচশ বছরের পথ। বার বার এটিই এসেছে।

এখন বিজ্ঞানীরা বলে, দূরত্ব মাপার ক্ষেত্রে আলোক বর্ষ (Light Years) হচ্ছে নতুন পরিমাপক (Yardstick of measurement)। সূর্যের দূরত্ব কত? নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল। নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল বলতে খুব সোজা। সূর্যের মতো এমন নক্ষত্র এর পরে কোনটি? তারা বলেন, প্রক্সিমাসেন্টরাই। সূর্য যে মিল্কিওয়েতে আছে, সেই মিল্কিওয়েতে এটা আছে। বাংলায় বলে ছায়াপথ। আর ইংরেজিতে এটার নাম হচ্ছে, মিল্কিওয়ে (Milky Way)। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমরা যে নক্ষত্র জগতের অধিবাসী, এই গ্যালাক্সিতে তারকার সংখ্যা দশ হাজার কোটি। সূর্যের মতো দশ হাজার কোটি তারকা এই নক্ষত্র জগতে রয়েছে। এই নক্ষত্র জগতে সূর্যের পরে নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমাসেন্টরাই। এটাকে অনেকে আলফা সেন্টরাইও বলে। তার দূরত্ব কত? বলে যে, নয় কোটি তিরিশ লাখের হিসাবে এটাকে বলা যাবে না। কারণ ওখানে কোটির সংখ্যাই কয়েক হাজার। কাজেই মাপার নতুন যন্ত্র (Yardstick) ব্যবহার কর। সেটা কি? আলোক বর্ষ। প্রতি সেকেন্ডে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে চললে এক বছরে যত দূরে

www.pathagar.com

যাওয়া যায় সেটাই এক আলোক বর্ষ। এই নতুন মাপার যন্ত্রে সূর্যের দূরত্ব কত হয়? প্রতি সেকেন্ডে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল আর সূর্যের দূরত্ব নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল। আলোর গতিতে হিসাব করলে দাঁড়ায় সাড়ে আট মিনিটের রাস্তা। তাহলে নতুন মাপার যন্ত্র দিয়ে আমরা বললাম, আলোক বর্ষ হিসেবে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হলো সাড়ে আট মিনিট। এর পরের নক্ষত্র যেটা, তার দূরত্ব কত? বিজ্ঞানীরা বলে যে, তার দূরত্ব সাড়ে চার বছর। সাড়ে আট মিনিট না, ষাট মিনিট না। চব্বিশ ঘন্টায় এক দিনও না। তিনশ পয়ষট্টি দিনে এক বছর। আপনি এবার তিনশ পয়ষট্টিকে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার দিয়ে গুণ দিয়ে দেখেন। এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইলকে ষাট দিয়ে গুণ দেন, হবে এক মিনিটের রাস্তা। আবার সেটাকে ষাট দিয়ে গুণ দেন, হবে এক ঘন্টার রাস্তা। আর এক বছরে কতগুলো ঘন্টা আছে। আমরা যারা পাওয়ার স্টেশন পড়াই, তাদের সেটা মুখস্থ। এক বছরে হয় আট হাজার সাতশ ষাট ঘন্টা। ২৪×৩৬৫=৮৭৬০ ঘন্টা। প্রক্সিমাসেন্টরাই এত দূরে। এখন তারা বলেন, মিল্কিওয়ে কত বড়? মিল্কিওয়ে মানে যে নক্ষত্র জগতে সূর্য আছে, আলফা সেন্টরাই আছে, আরো বাকী দশ হাজার কোটি তারকা আছে। তার ডায়ামিটার (এক পাশ থেকে আর এক পাশ) সোজা এক লাখ আলোক বর্ষ। ১ এর পরে পাঁচটি শূন্য। আমি যে বললাম, বেহেশতবাসীদের র‍্যাংকিং এর মধ্যে পার্থক্য থাকবে, সেটা কিভাবে? আপনি এবার পাওয়ারে আসেন। $১০^{১}$ আর $১০^{২}$ এর পার্থক্য কত? $১০^{১}$ মানে ১০, আর $১০^{২}$ মানে ১০০। তাহলে পার্থক্য কত হলো? নব্বই। বেহেশতবাসীদের মধ্যে র‍্যাংকের পার্থক্য দেখাচ্ছি। $১০^{২}$ আর $১০^{৩}$ এর পার্থক্য কত? $১০^{২}$ মানে ১০০, আর $১০^{৩}$ মানে ১০০০। তাহলে পার্থক্য কত হলো? নয়শ নব্বই। $১০^{৩}$ আর $১০^{৪}$ এর পার্থক্য কত? $১০^{৩}$ মানে ১০০০, আর $১০^{৪}$ মানে ১০,০০০। তাহলে পার্থক্য কত হলো? যত উপরে যাচ্ছেন, পাওয়ার কিভাবে বেড়ে যায়। $১০^{৫}$ আর $১০^{৬}$ এর পার্থক্য কত? $১০^{৫}$ মানে ১০০,০০০, আর $১০^{৬}$ মানে ১০,০০,০০০। তাহলে পার্থক্য হলো কত? নয় লাখ। এখন বিজ্ঞানীরা বলেন, 'এটার একটা শেষ সীমানায় পৌছে গিয়েছি আমরা। $১০^{৯}$ আলোক বর্ষ হচ্ছে বর্তমান জমানার শেষ সীমানা। কোন টেলিস্কোপ এর বাইরে যেতে পারে না। সম্ভাবনা আর যেতেও পারবে না।' কেননা, $১০^{৯}$ আর সাথে $১০^{১০}$ এর পার্থক্য কত? এখন $১০^{৯}$ আর $১০^{১০}$ এর মান পাশাপাশি বসিয়ে দেখেন, পার্থক্য কত বিরাট হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

চৌদ্দ শত বছর আগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছিলেন, দুই র‍্যাংকের মধ্যে পার্থক্য হবে আকাশের তারকার মতো। আপনি নিজেই দেখতে পেলেন যে, আমি আপনাকে ১০ এর সূচক দিয়ে দেখালাম। $১০^{৯}$ আলোক বর্ষ দূরের গ্যালাক্সি এখন দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, আর পাওয়ার বাড়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ এক পাওয়ারে যা বাড়বে সেটা সীমাহীন। চৌদ্দ শত বছর আগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছিলেন, পাঁচশ বছরের রাস্তা। সেখানে 'আলোক' শব্দটা নেই। আছে শুধু বর্ষ। আমরা এখনো জানি না সেটা আলোক বর্ষ কিনা। কেননা এখন রজব মাস। রজব মাসে রাসূলের মেরাজ হয়েছিল। তিনি মেরাজে গিয়েছিলেন। মেরাজের প্রথম অংশকে বলে 'ইসরা'। পৃথিবীতে যেটা ঘটেছিল, তাকে বলে 'ইসরা'। আর মহাকাশে যেটা ঘটেছিল, তাকে বলে 'মেরাজ'। কুরআন শরীফের পনের পারার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম আয়াত,

سُبْحَانَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا ১৭:১

'সেই মহান সত্তা গৌরবান্বিত যিনি তার দাসকে নিয়ে গিয়েছেন মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে জেরুযালেমের মসজিদুল আকসায় রাতের একটি ক্ষণে।' তখনকার দিনে কয়েকদিনের রাস্তা। তিনি রাতের এক ক্ষণে গেলেন। এরপর আকাশে পরিভ্রমণ। আজকাল অনেক লোক দেখাতে চায় যে, আলোর গতিতে আকাশে পরিভ্রমণ হয়েছিল। কেননা তিনি যে বাহনটিতে গিয়েছিলেন, বাহনটির নাম 'বোরাক'। 'বোরাক' শব্দের সঙ্গে 'বারক' শব্দের মিল আছে। 'বারক' মানে ইলেকট্রিসিটি। কিন্তু এটা আসলে বর্তমানে বিজ্ঞানীদের কথার সঙ্গে মিলে না। আলোর গতিতে চললে কুলায় না। আলোর গতিতে সীমানা হচ্ছে $১০^{৯}$ আলোক বর্ষ। $১০^{৬}$ আলোক বর্ষ হচ্ছে দশ লাখ আলোক বর্ষ। $১০^{৭}$ আলোক বর্ষ হচ্ছে এক কোটি আলোক বর্ষ। আলোর গতিতে চললেই লাগবে এক কোটি বছর। তাহলে তো আলোর গতিতে গেলে তো হয় না রাতের এক ক্ষণে ফিরে আসা। এগুলো বোঝার জিনিস না। এজন্য ইসলামের শুরু থেকে বলা হয়েছে, কতগুলো জিনিস মুজিযা। 'মুজিযা' শব্দটির মানেই হচ্ছে, যা মানুষকে হারিয়ে দেয়। মূল ক্রিয়া পদ হচ্ছে 'আজাযা'। 'আজাযা' মানে তোমাকে অবাক করে দিল। তোমাকে পরাজিত করে দিল। তোমার বুদ্ধিমত্তা এখানে হেরে যাবে। তোমার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তুমি এটা বুঝতে পারবে না। ক্রিয়াপদ হচ্ছে 'আজাযা', সেখান থেকে 'ইয়ুজিযু'। সেখান

www.pathagar.com

থেকে 'মুজিযুন'। যা কিনা বুদ্ধিমত্তাকে পরাজিত করে দেয় তাকে বলে 'মুজিযুন'। সেখান থেকে আর এক শব্দ 'মুজিযাতুন'। আমাদের জ্ঞান সেটাকে ধারণই করতে পারবে না। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সকল জ্ঞান মিলে যেটাকে আয়ত্তে আনতে পারবে না, সেটাকে বলে মুজিযা। তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর একটি মুজিযা হচ্ছে মেরাজ। সেটাকে বুদ্ধি দিয়ে প্রকাশিত করার চেষ্টা মানেই বোকামি। কারণ শব্দই হচ্ছে মুজিযা। যা কোনো বুদ্ধিমত্তা দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কুরআন শরীফের আয়াত,

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ২১:৬৯

'আমি আগুনকে বললাম, আগুন আমার ইবরাহীমের জন্য শান্তিদায়ক শীতলতা হয়ে যাও।' পরিষ্কার আয়াত। যারা মুজিযা বিশ্বাস করে না, তারা এ সব আয়াতের ব্যাখ্যা খুঁজে। আর উল্টা-পাল্টা হাজারো ব্যাখ্যা দেয়। কেউ কেউ বলে, ইবরাহীমকে যখন আগুনে ফেলেছিল, তখন আসলে জোরে ভীষণ একটি ঝড় এসেছিল। আর সেই ঝড়ো হাওয়া সেই আগুনটাকে নিভিয়ে দিয়েছিল। কুরআনের যে শব্দ আল্লাহ বললেন, 'كُوْنِيْ' মানে তুমি হয়ে যাও। আর তখনই সেটা হয়ে যায়। এটা বিশ্বাস করতে মন-মগজে কুলায় না। এটা যে মুজিযা, সেটা ধরে না। এজন্য কুরআনের distinction simple, separate। এগুলো মুজিযা, মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরত। এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে কুরআন মানা করে। যেগুলো নিয়ে চিন্তা করা যাবে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করতে বলে।

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ৭১:১৪

'তোমাকে তৈরী করেছেন পর্যায়ক্রমে।' আর কুরআনের আঠারো পারার প্রথম পৃষ্ঠায় আল্লাহ এই স্টেজগুলোর কথা বলেছেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ২৩:১২-১৩

'মানুষকে তৈরী করেছি মাটির সারাংশ থেকে। অতঃপর তাকে সুরক্ষিত আধারে রেখেছি।' মায়ের পেটের নাম আল্লাহ দিয়েছেন 'ক্বারারিম মাকিন', সুরক্ষিত আধার (a protected container)।

www.pathagar.com

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ

خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ১৪-১২:২৩

'অতঃপর সেই ফোঁটা থেকে আমি সৃষ্টি করলাম একটি রক্তের জমাট অংশের মতো থলথলে জিনিস। সেই রক্তের জমাট অংশের মতো থলথলে জিনিসটাকে করলাম মুদগাহ, চিবানো গোস্তের মতো জিনিস। তারপরে মুদগাহের মধ্যে তৈরী করলাম একটি কাঠামো।' আমাদেরকে তৈরী করার যে ছয়টি স্টেজ, কুরআন মজীদের সূরা মুমিনুনে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। আগে এটাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাচাই করা যায়নি। এখন যাচ্ছে। এখন মায়েদের পেটে সিজারিয়ান অপারেশন শুরু হয়েছে, আর সিজারিয়ান অপারেশনও বিভিন্ন মায়ের পেটে হয়েছে। এক দিনের ভ্রূণ, দুই দিনের ভ্রূণ, সাত দিনের ভ্রূণ, দশ মাসের ভ্রূণ। এখন বিজ্ঞানীরাই এ আয়াতের সত্যতার ব্যাপারে কথা বলছেন। এই ডংকা কোনো মুসলমান বিজ্ঞানী বাজায়নি। কুরআনের পক্ষে এই ডংকা বাজিয়েছেন ডঃ মরিস বুকাইলি। ফ্রান্সের মানুষ। তিনি তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে বলেছেন, কুরআন মজীদের সূরা মুমিনীনে মানুষকে তৈরী করার যে ছয়টি স্টেজের কথা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, চৌদ্দ শত বছর আগে মুহাম্মদ যদি এটাকে নিজে বানাত, তবে আমাদের মায়ের পেটে অবিকল যে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ এটাকে সে কেমন করে বর্ণনা করলো? আল্লাহর কালাম সম্পর্কে এই কথা বলছেন ডাঃ মরিস বুকাইলি, ফ্রান্সের মানুষ। তার বই 'কুরআন, বিজ্ঞান ও বাইবেল'। প্রথম লেখা হয়েছে ফরাসী ভাষায়। তারপর তরজমা হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। এখন তিনি মুসলমান হয়েছেন শুনেছি। কে বাজালো মুসলমানদের ডংকা? বিজ্ঞানের আলোকে কুরআনকে নতুন রূপে ধরা গেল। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে একটি আয়াতও দিয়েছেন, পঁচিশ পারায় প্রথম পৃষ্ঠায়,

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ৫৩:৪১

'আমি শীঘ্রই তাদেরকে দেখাবো আমার চিহ্নগুলো দিকচক্রবালে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য।' سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا - শীঘ্রই আমি তাদেরকে দেখাবো আমার চিহ্নগুলো। সামনে, শীঘ্রই -

www.pathagar.com

ভবিষ্যৎকালের ব্যাপার। সামনের দিকে আমি তাদেরকে দেখাবো আমার চিহ্নগুলো দিকচক্রবালে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। আমাদের তৈরীর অপূর্ব এই সৃষ্টির ধারার কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। কেন তার মহত্ত্বে অভিভূত হও না তোমরা?

مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا ৭১:১৩

কুরআনের কথাঃ 'তার মহত্ত্ব তোমাকে কেন অভিভূত করে দেয় না?' তুমি অস্থির হয়ে যাও না কেন? সূরা নূহের আয়াত। পরের আয়াতই রয়েছে,

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ৭১:১৪

'অথচ তিনি তোমাদেরকে তৈরী করেছেন ধাপে ধাপে।' মায়ের পেটে যে ধাপগুলো সেগুলো তুমি একটু ভাবো। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে সর্বপ্রথম যে আয়াত, সেখানেও আছে,

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ৯৬:১-৪

'পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত (a clot of blood) থেকে তৈরী করেছেন।' ঐখানে দ্বিতীয় স্টেজের কথা আছে শুধু। এজন্য কুরআনের এই কথা, 'ভয় করো সেদিনকে যেদিন তোমাদেরকে তার কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে', কার কাছে? সেই মহান সত্তার কাছে। তাঁর মহত্ত্বে তুমি প্রভাবিত হও না কেন? তাঁর মহত্ত্বে তুমি কেন অভিভূত হও না? অথচ তিনি তোমাদেরকে তৈরী করেছেন এরকম ধাপে ধাপে। পরিষ্কার আয়াত। আপনি খুলে দেখেন। উনত্রিশ পারার সূরা।

আমি কেবলই একটি ছোট্ট আয়াতের ব্যাপারে কথা বললাম। এই কথা কুরআন কেন এত বেশি বলে? কারণ একটাই। তুমি আল্লাহকে মানতে চাও না। তুমি তোমার নিজের সত্তার দিকে দেখো। কেমন করে তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, এগুলো নিয়ে ভাবো। আসল কথা যেটা সেটা কুরআন বার বার বিভিন্ন ভাষায় বলে। যখনই কাফেরদের কথা এসেছে,

إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ৫০:৩

www.pathagar.com

'আমরা মরে গেলাম, মাটিতে মিশে গেলাম। (আবার আমাদেরকে তৈরী করা হবে) কক্ষনো না। হতেই পারে না।' কুরআনের জবাব,

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ

'মাটি তাদের কতটুকু নিঃশেষ করবে, তা আমার জানা আছে এবং আমার কাছে আছে সংরক্ষিত কিতাব।' এখানে আছে এটুকু। আবার অন্যখানে আছে,

أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ১৮:৩৭

'তুমি তাকে অস্বীকার করছো, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর তোমাকে পূর্ণ করেছেন মানবাকৃতিতে?' একটি মানুষের পরিপূর্ণ আকৃতি দিয়ে মায়ের পেট থেকে বের করে এনেছেন তিনি। তাঁর সম্পর্কে তোমার অবিশ্বাস? আবার সূরা ইয়াসীনের আয়াত,

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ৩৬:৭৭-৭৮

'মানুষ কি ভেবে দেখে না তাকে তৈরী করেছি আমি একটি ফোঁটা থেকে। এখন সে প্রকাশ্যে ঝগড়া করে। সে আমার সঙ্গে সমকক্ষ দাঁড় করায়। সে ভুলে যায় তার সৃষ্টিকে।' সে বলে, আল্লাহ তৈরী করেননি। প্রকৃতি করেছে। প্রকৃতি এমন করেছে। সময় করেছে। কুরআনের সূরা ইয়াসীনের শব্দ।

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ৩৬:৭৮

'সে বলে, মাটিতে মিশে গেল হাড়-গোড়, এটাকে কে আবার তৈরী করবে নতুন করে?' আল্লাহ বলেন,

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ৩৬:৭৯

'যেই মহান সত্তা একবার এটিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দিয়েছিলেন, সেই সত্তাই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন।' তোমাকে তৈরী হতে হবে নতুন করে, তার জন্য

www.pathagar.com

তৈরী হও। এটাই কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই জীবন, এই সুন্দর পৃথিবী যেখান থেকে যেতে তোমার মন চায় না। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে / মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' - এই সুন্দর পৃথিবী তুমি বুঝলে কেমন করে? তোমার চোখ কে বানালেন? যদি চোখ দিয়ে তুমি না দেখতে পৃথিবী? এই সুন্দর পৃথিবী কেমন করে সুন্দর হলো? এত সুন্দর শব্দ, যদি কান না বানাতেন তিনি, তাহলে কেমন করে সুন্দর হতো? শুধু কান আর চোখেই কি হবে, যদি মন না থাকতো? আল্লাহ বলেন,

قُلْ هُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ

قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ৬৭:২৩

'আপনি বলুন, তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদেরকে তৈরি করেছেন। তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, মন দিয়েছেন। কতই না কম শোকরগুজারী করো তোমরা!' মন যদি না দিত? পাগলের কাছে পৃথিবীর সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়? নওজোয়ান ছেলে কিন্তু পাগল। একটা অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে তার সামনে এনে দেখেনতো কি হয়। দেখা যাবে যে, ছেলের মধ্যে কোনো আকর্ষণ লাগে না। কেন? বলে যে, বিকৃত মস্তিষ্কের ছেলে। বিকৃত মস্তিষ্ক মানে কি? ডাক্তাররা বলে, মস্তিষ্ক বিকৃত না। ব্রেইন সেলগুলো পারফেক্টই আছে। আসলে মানসিক বিকার। মনের সঙ্গে সম্পর্ক। তো মন কোথায় আর মগজ কোথায়? ব্রেইন সেলগুলো ঠিকই আছে। মন কোথায়? Where lays the mind? Can the mind exist without the soul? The brain cells are there when a man dies। আত্মার ব্যাপারে কুরআনের মধ্যে রয়েছে, ইহুদীরা জিজ্ঞেস করেছে,

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ১৭:৮৫

'তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।' সূরা বণি ঈসরাইল-এর আয়াত। আল্লাহ বলেন,

www.pathagar.com

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ১৭:৮৫

'আপনি বলে দিন, আত্মা হলো আমার প্রতিপালকের আদেশের মধ্য থেকে একটু অংশ।' আত্মা কি? কুরআনের শব্দ হচ্ছে, আত্মা হলো আমার মাবুদের একটি হুকুম। চৌদ্দ শত বছর আগে বোঝার এত উপায় ছিল না। এখন বোঝা যায়। ঘরের মধ্যে এই যে ফ্যানটা একটু আগে ঘুরছিল। এখন ফ্যানটা ঘুরে না কেন? বলে যে, বিজলী চলে গেছে। বিজলী আপনি দেখেছেন। আমি তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আমি ১৯৬১ সালে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছি। এখন ২০০৪ সাল। তেতাল্লিশ বছর কাটিয়ে দিলাম। আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে মেশিন পড়াতেন একজন মানুষ। আপনারা হয়তো অনেকে তার নাম শুনে থাকবেন। ডঃ জহুরুল হক। আ মু জহুরুল হক। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একজন ছিলেন। শামসুর রহমান সাহেবসহ বড় বড় বুদ্ধিজীবীদের সাথে মেলামেশা খুব বেশি ছিল। সাহিত্যিকও ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। মেশিন পড়াতেন তিনি। সেকেন্ড ইয়ারে। তো আমাদেরকে পড়াতে যেয়ে তিনি বলেন, দেখো এই মাঝখানে মেগনেটটা ঘুরছে। আর তার চারপাশে এই ওয়াইনডিংগুলো আছে। আর মেগনেটটা যে ঘুরছে, রোটরটা এর স্ট্যাটর এর মধ্যে একটি এয়ার গ্যাপ আছে। কারণ এয়ার গ্যাপ না হলে ঘুরবে কেমন করে? বলেন যে, রোটরটা যখন ঘুরে তার মধ্যে আমরা ঢুকিয়ে দিয়েছি বিজলী। পোল তৈরী হয়েছে। মেগনেটিক পোল। তো নর্থ পোল থেকে সাউথ পোলে মেগনেটিক ফ্লাক্স যায়। এই ফ্লাক্সগুলো স্ট্যাটরের কোর হয়ে আসে। যখন রোটরটা ঘুরে, এই ফ্লাক্সের সাথে কাটিং হয়। This cutting of flux, generates electricity। এটা প্রথম বের করেছেন দুনিয়ার বিখ্যাত বিজ্ঞানী। কি নাম তার? ফ্যারাডে। এজন্য বলা হয়, ফ্যারাডে রুল[১৩]। এখন তিনি বলেন, দেখো আমরা ফ্লাক্স কোনো সময় দেখিনি। কিন্তু ফ্লাক্সের প্রপার্টি আমরা জানি। বিজলীও আমরা কেউ কোনোদিন দেখিনি। বিজলী কেউ দেখেনি। বিজলীর প্রকাশ দেখা যায়। বিজলীকে দেখা যায় না। বলে,

[13] Whenever a conductor cuts magnetic lines of force or flux an e.m.f always induced in that conductor. The magnitude of induced e.m.f is equal to the rate of change of flux linkages. i.e. E=N [dφ/dt] volt

www.pathagar.com

এরকমই আল্লাহ বলে দিয়েছেনঃ 'রোটর তুই ঘুরবি। আর স্ট্যাটর তোর মধ্যে বিজলী পয়দা হবেই।' কুরআন বলে,

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ৩৬:৮২

'তিনি যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়।' তেতাল্লিশ বছর কেটে গেল। আমার এই স্যারের কথা খুব মনে পড়ে। মৃত্যুর আগে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছি। বলে যে, হামীদ! তুমি আমার সব কিছু করবে। আমি বললাম, 'আমি আপনার কী করবো?' চুপ। গিন্নি পাশে ছিল। আমেরিকায় থাকে। তিনি বললেন,' কী করতে বলছো হামীদকে?' পাশে দাঁড়ানো আরেক শিক্ষক ডঃ ওয়ালিউজ্জামান। ইলেকট্রিক্যাল এর বিখ্যাত শিক্ষক। যশোর বাড়ি। তিনি আর আমি দু'জন একসঙ্গে তাকে দেখতে গিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, 'হামীদ! স্যার কি বলছে, বুঝেছো?' আমি বললাম, 'বুঝেছি স্যার।' আবার আর একদিন দেখতে গিয়েছি। আবার বলে উঠলেন, 'হামীদ! তুমি আমার সব কিছু করবে।' গিন্নি পাশে দাঁড়ানো। তিনি বললেন, 'কি করতে বলছো হামীদকে?' কিচ্ছু বলেন না। মারা গেলেন। তারপর আমি আমার স্যারকে গোসল করালাম। তার জানাযা পড়ালাম। কবরে রাখলাম। আমার বন্ধুরা আমাকে বলে, 'নামায পড়তেন না। রোযা রাখতেন না। তুমি তাকে গোসল করাতে গেলে কেনো?' আমি বললাম যে, নামায পড়তেন না, রোযা রাখতেন না ঠিক। কিন্তু তাকে নামায পড়তে আমি দেখেছি। আর তিনি নিজে আমাকে গল্প বলেছেন, সাতচল্লিশ সালে পালানোর সময় নিজে ইমামতিও করেছেন। শেষ জীবনে বুদ্ধিজীবীদের সাথে থেকে থেকে এরকম হয়ে গিয়েছিলেন। আবার যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তাকে দেখতে যাবার পর বলেছিলেন, 'হামীদ! তুমি আমার সব কিছু করবে।' তো আমাকে বলে যে, তুমি তাকে গোসল করাতে গেলে কেনো? আমি বললাম, তিনি তো আমার বাপের মতো। আমি তাকে সারাজীবন বাপের মতো শ্রদ্ধায় দেখেছি। তিনিও আমাকে অকল্পনীয় স্নেহ করেছেন। তিনি নামায পড়তেন না, রোযা রাখতেন না। সেটা আল্লাহর সঙ্গে তার ফায়সালা হবে। কিন্তু তিনি তো আমাকে বলেছেন, 'হামীদ! তুমি আমার সব কিছু করবে।'

আপনারা বুয়েটের সিনিয়র কাউকে জিজ্ঞেস করলে ডঃ আ মু জহুরুল হক সম্পর্কে জানতে পারবেন। তিনি ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন

www.pathagar.com

দীর্ঘদিন। ঐ তার শব্দঃ 'এর বেশি তোমাদের বোঝাতে পারবো না। এরকম হয়। মেগনেটটা ঘুরলে, বাইরের ওয়ারগুলোকে বিশেষভাবে সাজালে বিজলি উৎপত্তি হয়।' বিজলি কি, কেউ দেখেনি। It's a Command from Allah. এটা একটি কমান্ড। কুরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহ এ কথাই উল্লেখ করেছেন। সূরা ইয়াসীনেও তাই, 'তিনি যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়।' এটা হল সূরা ইয়াসীনের শেষ আয়াতের আগের আয়াত। এবার শেষ আয়াত,

فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

'অতঃপর সকল গৌরব সেই মহান সত্তার জন্য যার হাতে সকল রাজত্ব, তারই কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে তোমাদেরকে।' সূরা ইয়াসীনের আসল কথা। তো এরকমই আয়াত আমি হাফেজ্জী হুযূরের অনুকরণে পড়েছি,

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

'ভয় কর সেই দিনকে।' ইসলামের মূল কথা এটাই। তোমার এই জীবন এর শেষ নয় মৃত্যুতে। তোমাকে পুনরুজ্জীবিত হতে হবে। তার সামনে দাঁড়াতে হবে। তৈরী হও। তৈরী হবার পদ্ধতি কি?

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ৩:৩১

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মতো করো, তাঁর মতো বলো। তাঁর মতো চলো। প্রতিটি কাজ তাঁর মতো করো। তাহলে তোমাকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসবেন। আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির পন্থাই এটা। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এই জীবন, তাঁর এ কুরআন প্রীতি, তাঁর এই নামায প্রীতি - ইসলামের বিধানগুলো নিজেদের সামনে বার বার আনা আর সেগুলোকে মানার জন্য চেষ্টা করা, এটাই হলো আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি। আল্লাহ তা'আলা এই প্রস্তুতির জন্য আমাদেরকে মানসিকভাবে তৈরী করে দেন। আমাদের অন্তরে আরো বেশি তার অনুভূতিকে তাজা করে দেন। তিনি যে বলেছেন,

www.pathagar.com

مَالَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ৭১:১৩

আল্লাহর প্রতাপ, আল্লাহর মহত্ত্ব, The Greateness of Him, তোমাদেরকে কেন আপ্লুত করে না, অভিভূত করে না? যত বেশি আমাদের মনে সেই অভিভূত হবার অবস্থা আসবে, তত বেশি আল্লাহ সম্পর্কে, তাঁর ইবাদতে এবং তাকে সন্তুষ্ট করার কর্মে আমাদের অনুপ্রেরণা বেশি আসবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই মজলিসকে কবূল করুন। আমাদেরকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পথে অগ্রসর করে দেন। এই পথে চলার জন্য এ ধরনের মজলিসগুলো প্রাথমিক স্তর। আল্লাহ বলেছেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ৫১:৫৫

'আপনি আলোচনা করুন। আলোচনা ঈমানদারদের উপকৃত করবেই।' তার ঈমান বাড়বেই। তার ঈমান যত বাড়বে, আল্লাহর খুশির কাজ করা তার জন্য তত সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য তাঁর খুশির পথে চলাকে সহজ থেকে সহজতর করে দেন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

www.pathagar.com

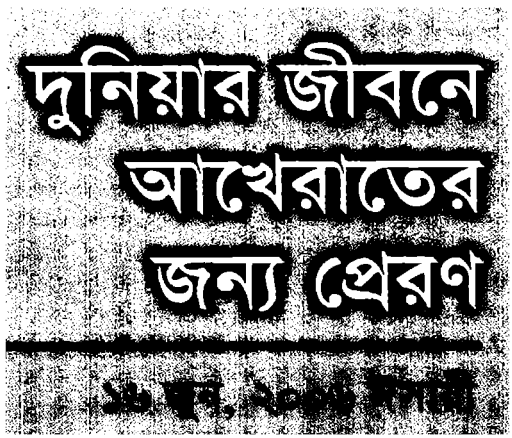

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের জন্য প্রেরণ

লেঃ কমান্ডার (অবঃ) রফীক সাহেবের বাসা,
ঈসা খান এভিনিউ, চট্টগ্রাম, ১৬ জুন ২০০৬, ৩৪ মিনিট

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আমি আপনাদের সামনে কুরআন শরীফের সূরা হাশরের শেষের দিকের একটি আয়াত পড়েছি। আপনাদের অনেকেরই এ আয়াতটি জানা আছে, হয়তো

www.pathagar.com

অনেকের মুখস্থও আছে। বিভিন্ন মজলিসে এই আয়াতটি অনেকে অনেকবার শুনেছেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছে যে, আমি হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)কে এই আয়াতটি বিভিন্ন মজলিসে বার বার পড়তে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٥٩:١٨

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা উচিত আগামীকালের জন্য সে কি পাঠালো।' এখানে مَا قَدَّمَتْ মানে সে আগে কি পাঠিয়ে দিলো, لِغَدٍ মানে আগামীকালের জন্য। وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ মানে প্রতিটি প্রাণেরই ভেবে দেখা উচিত আগামীকালের জন্য সে কি পাঠালো। সহজ-সরল তরজমা। একটু ব্যাখ্যা করার অবকাশ আছে, এখানে আগামীকাল মানে মৃত্যুর পরবর্তী জগত। কবরে যেতে হবে তোমাকে। সে জগতের জন্য কি পাঠালে, সেটা একটু ভাবো। কবরে যেতে হবে তোমাকে - যদি সেখানেও শেষ হতো, তাহলে একটা কথা ছিল। কিন্তু আমাদের আক্বীদা, ইসলামের একটি মৌলিক কথা, মৃত্যুর পর আবার পুনরুজ্জীবিত হতে হবে। আমরা ঈমানের যে কথাগুলো বলি, সেখানে পরিষ্কার রয়েছে,

آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

'আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপরে, তাঁর ফেরেশতাদের উপরে, তাঁর কিতাবসমূহের উপরে [এখানে কিতাব মানে আসমানি কিতাব], তাঁর রাসূলদের উপরে, পরকালের উপরে, ভালো-মন্দ সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এ কথার উপরে ঈমান আনলাম এবং আমাদের মৃত্যুর পর একদিন জীবিত হতে হবে, তার উপর।' ইসলাম আমাদেরকে খবর দেয়, তোমাদের এই জীবন, মৃত্যুতে শেষ নয়। বরং এই জীবন একটি প্রস্তুতি ক্ষেত্র। আসল জীবন মৃত্যুর পরের জীবন। এ সম্পর্কেও ইসলামের কথাবার্তা একদম পরিষ্কার । আমরা একদিন মরে যাবো।

www.pathagar.com

তারপর আমাদের দাফন করা হবে। আমরা তখন মধ্যবর্তী জগতে [যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'আলমে বরযখ' বলা হয়] প্রবেশ করবো। সেই জগত থেকে আবার একদিন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জীবিত করবেন। কুরআন শরীফের আয়াতে পরিষ্কার ইশারা আছে। হাদীস শরীফে এর আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى

فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ৩৯:৬৮

'শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই মরে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে।' প্রথমবার যখন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন সব মানুষ মরে যাবে তারা ছাড়া যাদের ব্যাপারে আল্লাহ অন্যরকম ইচ্ছা করেন। তারপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন সব মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে, চারিদিকে দেখবে। কুরআন মজীদের চব্বিশ পারায় সূরা যুমারে এই আয়াতটা আছে। এখানে দুইবার শিংগায় ফুঁ দেয়ার কথা এসেছে। প্রথম শিংগায় সবাই মরে গেল। কেউ কেউ ঐ সময় জীবিত থাকবে। আর যারা আগেই চলে গিয়েছে, তারা তো আলমে বরযখে আছেই। সাহাবায়ে কেরাম আলমে বরযখে আছেন। আমরা মরে যাবার পরে কবরে যাবো। মধ্যবর্তী জগত বা আলমে বরযখে প্রবেশ করবো। অতঃপর একদিন প্রথম শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, এটা আমরা জানি না। আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) কে অবিশ্বাসীরা বার বার প্রশ্ন করেছে,

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ৩৬:৪৮-৪৯

'ওরা বলে, কবে হবে সেই ঘটনাটি?' সূরা ইয়াসীনে জবাব হলো,

مَا يَنْظُرُوْنَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ

'একটা শব্দে সব শেষ হয়ে যাবে - এরই অপেক্ষা করে ওরা। তখন তারা আর শেষ অসীয়ত করার সুযোগ পাবে না। প্রিয়জনের কাছে ফিরেও যেতে পারবে না।'

www.pathagar.com

মানে They will die। সূরা ইয়াসীনের মধ্যে 'কবে হবে সেই ঘটনাটি' এর জবাব এটুকু। আর সূরা মূলকে এ কথার জবাবে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে বলেন,

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ৬৭:২৬

'আপনি বলুন এর জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছে আছে। আমি তো কেবলই একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।' আমার কাজ কেবল সতর্ক করা। এজন্য কবে হবে সেই ঘটনাটি, এটা অবান্তর কথা। তোমার মৃত্যুতেই তোমার আমল শেষ। তার জন্য তৈরী হও।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ

النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ৩:১৮৫

'প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে। অবশ্যই তোমাদেরকে বদলা দেয়া হবে ক্বিয়ামতের দিন। যাকে বাঁচিয়ে দেয়া হলো দোযখ থেকে, আর প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো বেহেশতে, সে-ই সফল।' আমাদের জীবনের আসল সাফল্য (Success) কাকে বলে, কুরআন চমৎকার ভাষায় তা বলে দিচ্ছে। এখানে শব্দটা অদ্ভূত, বলা হয়েছে যাকে বাঁচিয়ে দেয়া হলো, এখানে অর্জন করা নেই। এ কথা নেই যে, সে অর্জন করে নিলো বেহেশত। আছে, যাকে বাঁচিয়ে দেয়া হলো দোযখ থেকে এবং প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো বেহেশতে - সে-ই হলো সফল। তোমাদের বদলা দেয়া হবে ক্বিয়ামতের দিন। তখন বোঝা যাবে, কে সফল আর কে সফল নয়।

এখন আমরা যেটা পাচ্ছি, সেটা হলো দুনিয়ার রুযী, উপকরণ। সেটা নেভীর চাকুরীর বেতনই হোক, বুয়েটের চাকুরীর বেতনই হোক। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রফিটই হোক। এটা দুনিয়ায় বসবাসের উপকরণ। তবে এ উপকরণগুলো অর্জনের বেলায় যদি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুসরণ-অনুকরণ করা হয়, যদি কোনো মানুষ প্রতিটি কাজে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুসরণ করতে

www.pathagar.com

সচেষ্ট হয়, তাহলে এটা আখেরাতের কামাই। আমার নেভীর চাকুরী, বুয়েটের চাকুরী, রাস্তার পাশে দোকানের চাকুরী - জীবনের যে কোনো পেশাই হোক না কেন, কেবল যদি সে খেয়াল করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি বলেছেন, তাঁর পথ-মত অনুসরণ করে, এটা আখেরাতের কাজ হয়ে গেল। আখেরাতের কাজ কোনগুলো? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে সেগুলো বলে দিয়েছেন।

কেউ কুরআন মাজীদ পড়লো। প্রতিটি অক্ষরে আখেরাতের কামাই। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন । আলহামদু এখানে পাঁচটি অক্ষর। আলিফ, লাম, হা, মীম এবং দাল। আলিফের উপরে যদি যবর থাকে, তাহলে তাকে হামযাহ বলে। বানান করার সময় পড়তে হবে, হামযাহ লাম যবর আল, হা মীম যবর হাম, দাল পেশ দু - আলহামদু। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খবর দেন, পাঁচটি হরফে প্রতি হরফে দশটি করে মোট পঞ্চাশটি নেকী পাওয়া যাবে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন যে, নেকী কাকে বলে? নেকী হলো আখেরাতের মুদ্রা। তুমি যখন কবরে যাবে, দুনিয়ার কি যাবে তোমার সঙ্গে দেখো। দুনিয়ার কোন বস্তু তোমার সঙ্গে যাবে না। তুমি যে পড়েছিলে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন - এটা যাবে। প্রতি হরফে দশটি করে নেকী। তাঁর চমৎকার শব্দ, নেকী হলো আখেরাতের বৈদেশিক মুদ্রা। তুমি কুরআনের একেকটি আয়াত পড়ছো, প্রতিটি হরফে দশটি করে নেকী তোমার একাউন্টে জমা হয়ে গেল।

কবর থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত (আলমে বরযখে) পরবর্তী জগতে তুমি কোন ক্লাশের জান্নাতী হবে, কোন স্টেজের মানুষ হবে, সে অনুসারে তোমার সঙ্গে আচরণ করা হবে। বুযূর্গানে দ্বীন উদাহরণ দেন, ফার্ষ্ট ক্লাশের যাত্রীরা ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমেও আরাম-আয়েশে কাটায়। বেহেশতি যে হবে, তার কবরের মধ্যেও তার চিহ্ন থাকবে। বেহেশতের ফায়সালা এখনো হয়নি। কিন্তু বেহেশত-দোযখ আল্লাহ তৈরী করে রেখেছেন। এটা না যে, ক্বিয়ামতের ময়দানে বেহেশত-দোযখ তৈরী করা হবে। ক্বিয়ামতের আগে এদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে কিনা এটা হল আর একটা আলোচ্য বিষয়। বেহেশত-দোযখ তৈরী করা আছে - এটা আমাদের আক্বীদা। বেহেশতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো, এটাকেই আল্লাহ বলছেন,

www.pathagar.com

وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

'প্রতিটি প্রাণেরই চিন্তা করা উচিত আগামীকালের জন্য সে কি পাঠালো।' কি পাঠালো? এর এক নম্বর হচ্ছে কুরআন পড়া যা দিয়ে নবীর নবুওতের শুরু।

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ৯৬:১

'সেই প্রতিপালকের নামের সঙ্গে পড় যিনি তোমাকে তৈরী করেছেন।' বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ঐ কথার আমল। কুরআন পড়তেই তার নামে শুরু করো। ইক্বরা মানেই কুরআন পড়। এজন্য ইসলামে সবচেয়ে বড় কামাই হচ্ছে কুরআন পড়া। আর সেটা নামাযে পড়া সর্বোত্তম। সবচেয়ে সহজে আখেরাতের কামাই দুই রাকাত নফল নামায। ফরয নামাযের কোন অপশনই নেই। সেটা তো কর্তব্য, পড়তেই হবে। অপশনাল হলো নফল নামায। ইক্বরা, কুরআনে প্রথম শব্দ। এটি একটি আমলের দিকে ইশারা করে। পড়। কি পড়বে? কুরআন পড়। কুরআনের একটি হরফে কয়টি নেকী? কমপক্ষে দশটি নেকী। হযরত মাওলানা আবরারুল হক ছাহেব (রহঃ) সেজন্য 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম' এ কথা বলার আগে ঐ কথাগুলো আমাদের পড়াতেন। আজকেও আমরা এখানে শিশুদের পড়িয়েছি। তাঁর ওখানে গেলে ঐ কথাগুলো তিনি পড়িয়ে দিবেনই দিবেন। আপনি তাঁকে নিয়ে কত সমালোচনা করলেন, এটা তার জন্য কোনো ব্যাপার না। আল্লাহওয়ালারা তাঁদের সান্নিধ্যে যারা আসে, তাদেরকে গাইড করার জন্য একেকজন একেকটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ) এই জামানায় তাবলীগের কাজ চালু করেছেন। তিনি দিয়েছেন, ছয় নম্বর। ছয় নম্বর বল। সেখানে উলামায়ে-কেরাম বলেন, যে ব্যক্তি এই ছয় নম্বরের উপর চলবে, ইনশাআল্লাহ পুরো দ্বীনের উপর তার চলার একটি যোগ্যতা পয়দা হবে। যারা বোঝে না, তারা সেটা নিয়ে তর্ক করে। মাওলানা ইলিয়াস আবার কোত্থেকে ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের বিরুদ্ধে এই ছয় নম্বর কলেমা, নামায, যিকির ও ইলম, ইকরামুল মুসলিমিন, সহীহ নিয়ত ও তাবলীগ। বানালো? সম্পূর্ণ আহাম্মকির কথা। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)

www.pathagar.com

কখনো এই কথা বলেননি যে, ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের বিকল্প এগুলো। তাঁর জামাতের পরিষ্কার কথা, যে ব্যক্তি এই ছয়টি জিনিসের উপর আমল করে চলবে, ইনশাআল্লাহ ঐ পাঁচটি স্তম্ভের উপরে চলা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। একইভাবে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর এই খলীফা মাওলানা আবরারুল হক ছাহেব (রহঃ) এর বিখ্যাত কথা, তুমি কুরআন তেলাওয়াতের আগে এই কথাগুলো বলে নাও, 'কুরআন শরীফ পড়ার বিশেষ তিনটি উপকার, নম্বর এক, দিলের ময়লা পরিষ্কার হয়। নম্বর দুই, আল্লাহ তা'আলার মহব্বত বাড়ে। নম্বর তিন, প্রত্যেক হরফে দশটি করিয়া নেকী পাওয়া যায়। না বুঝিয়া পড়িলেও এই নেকী পাওয়া যায়। যদি কেহ বলে যে, না বুঝিয়া পড়িলে কোনো ফায়দা নেই, সে জাহিল (মানে মূর্খ) বা বদ্বীন (তার দ্বীন বরবাদ হয়ে গেছে)।' কেন? ইসলামের যিনি নবী, তিনি বলেন প্রতিটি হরফে দশটি নেকী। আর তুমি বলো - না বুঝে পড়লে লাভ নেই! এজন্য আমার পরবর্তী জীবন বা আগামী কালের জন্য পাঠাবো কি? হযরত মাওলানা আবরারুল হক ছাহেব বার বার বলতেন, কুরআন শুদ্ধ করো। কেননা তোমার ঈমানের পরে যে নামায, নামাযের মধ্যেও তোমাকে কুরআন পড়তে হয়। সূরা ফাতিহা পড়তেই হয়। সঙ্গে অন্য কোনো সূরা পড়তেই হয়। এগুলো যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে তোমার নামায বেকার। কুরআন শরীফের আঠার পারার প্রথম সূরার প্রথম আয়াত,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ২৩:১-৫

'ঈমানদারেরা সফলকাম হয়ে গেল।' অপূর্ব ভঙ্গিতে আল্লাহ বলেন। সূরার নাম বিশ্বাসীগণ। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা প্রথম আয়াতে বলেছেন, অবশ্যই সফলকাম হয়ে গেল মুমিনরা। দুই নম্বর আয়াত,

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

'যারা তাদের নামাযে খুশু অবলম্বন করে।' মানে নামাযের মধ্যে প্রতিটি কাজ আল্লাহর ভয়ে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মতো করে। তিন নম্বর আয়াত কি?

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ

'যারা অসার কাজ, অসার কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।' কোথায় নামায, আর কোথায় আয়াত! এটা হলো তিন নম্বর আয়াত। অবশ্যই সফলকাম হলো ঈমানদারেরা। আয়াত নম্বর এক। নম্বর দুই, যারা তাদের নামাযে খুশু অবলম্বন করে। খুশু অবলম্বন করার সাধারণ সহজ মানে পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর ভয়ে নামায পড়ার চেষ্টা করে। আল্লাহর ভয়ে চেষ্টা করার মানেই হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেখানে যেমনটি করতে বলেছেন, তেমনটি করে। আমি ভাবলাম, আল্লাহর ভয়ে নামাযে আমি মাথা নীচু করে দাঁড়াবো যেমনভাবে আমরা আমাদের বসের সামনে দাঁড়াই। নেভীর লোকেরা সিনিয়রের সাথে কথা বলার সময় বার বার স্যার, স্যার বলতে থাকে। আমরা যারা বাইরে চাকুরী করি, তারাও করি। আমরাও আমাদের ভাইস চ্যান্সলরের সামনে এমন করি। কথা বলার আগেই স্যার। আমার নামাযের মধ্যে আমি যদি ঐরকম ঝুঁকে দাঁড়াই, তাহলে বুঝি আল্লাহ খুশি হবেন। নামাযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিখিয়েছেন, মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়াবে না। মাথা সোজা রাখো। এখন হয়তো আপনি বলবেন, মাথা সোজা রাখলে ভীতি প্রদর্শন কেমন করে হলো? আমাকে তো আল্লাহর ভয় দেখাতে হবে! কিন্তু নামাযে আল্লাহর ভয় দেখানো মানে তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন যিনি, তাঁকে অনুসরণ করা। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে অনুসরণ-অনুকরণ করে নামায পড়া।

দুটো আয়াত তো খুব সোজা। তিন নম্বর আয়াত, যারা অসার কাজ, অসার কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। যে কাজে না দুনিয়ার লাভ, না আখেরাতের লাভ এবং যে কথায় না দুনিয়ার লাভ, না আখেরাতের লাভ, সেগুলোকে পরিহার করে চলে। তিন নম্বর আয়াত গেল। চার নম্বর আয়াত,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ২৩:১-৫

'যারা যাকাত দেয়।' পাঁচ নম্বর,

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ

'যারা নিজেদের গুপ্তাঙ্গকে হেফাজত করে।' যৌন পবিত্রতা অবলম্বন করে। সবগুলো পরিষ্কার । মাঝখানের তিন নম্বর আয়াতটি কি? اللغو মানে অসার কাজ, অসার কথা। আপনি বলেন, যে কাজে আপনার দুনিয়ার লাভ, শরীয়ত বলে, সেটা খুব করো। চারটা পয়সা কামাই হবে। বাল-বাচ্চা নিয়ে খাবো। খুব করো। আমার দাদা ভাই তাহাজ্জুদের নামায পড়ে হাল চাষ করতে যেতেন। অদ্ভুত কান্ড! চাঁদনী রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়েছেন। এখনো সুবহে সাদেকের অনেক দেরী। যেহেতু চাঁদনী রাত, বাইরে বেশ আলো আছে। গরু দু'টো ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে হাল চাষ করতেন। আবার একটু পরে এসে ফজরের নামায জামাতে পড়তেন। বুযূর্গানে দ্বীন বলেন, তাহাজ্জুদের পরে তুমি দুনিয়ার কাজ করতে চাও, করো। জায়েয। তোমার যে কাজে দুনিয়ার লাভ, চারটে পয়সা আমদানি হয়, করো। আবার যে কাজে আখেরাতের লাভ, করো। আপনি বলেন, ফুটবলের ওয়ার্ল্ড কাপের যে বন্যা সেটা দেখে আপনার দুনিয়ার কোনো কামাই হবে? আখেরাতের কোনো কামাই হবে? اللغو শব্দের সহজ অর্থ ওয়ার্ল্ড কাপ দেখা বা শোনার মতো কাজ-কাম। আপনি এখন চিন্তা করে দেখেন, যে কাজে না দুনিয়ার কোন ফায়দা আছে, না আখেরাতের কোনো ফায়দা আছে, আমরা বলি যে, চিত্ত বিনোদন। না, আপনার কোন অধিকার নাই নিজের খেয়াল-খুশি মতো একটা সেকেন্ড খরচ করার। পৃথিবীর এই হায়াতের মুহূর্তগুলোকে তোমাদের খুশিমতো খরচ করার অধিকার আল্লাহ তোমাকে দেননি। যে কাজে না দুনিয়ার লাভ, না আখেরাতের লাভ। আপনি বললেন, আমার চিত্ত বিনোদন হচ্ছে। তাহলে দুনিয়ার অন্যান্য কাজ খুব ভালোভাবে করা যাবে। এটা আপনার ফর্মুলা। আপনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ফর্মুলা দেখেন। সারা দুনিয়া ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে। পাশ্চাত্যের সব কর্মকান্ড ইসলামের বিরুদ্ধে। ইসলাম বলে,

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ

www.pathagar.com

'যারা তাদের প্রাইভেট পার্টসকে হেফাজত করে।' এখানে মেয়েদের পর্দার কথা নেই। অন্যখানে আছে,

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ৩৩:৩৩

'অজ্ঞ যুগের নারীদের মতো রূপ প্রদর্শন করিয়ে বেড়িয়ো না।' এখন সমগ্র পাশ্চাত্যের আচরণ কী বলেন? সৌন্দর্যকে উন্মুক্ত করো। হাত যত পার খুলে রাখো। হাতের সৌন্দর্য উন্মুক্ত করো। সেটা কি আমাদের বাংলাদেশের মেয়েরাও করে না? যত পার তোমার সৌন্দর্যকে দেখাও। মাথার চুল খুলে চলো। পর-পুরুষকে সৌন্দর্য দেখাও। সম্পূর্ণ ইসলামের খেলাফ। ইসলাম বলে, মেয়েদের চুল ঢেকে রাখা ফরয। আর পাশ্চাত্য বলে, সৌন্দর্যকে উন্মুক্ত করো। উপরে খোল, নীচে খোল। আপনারা দেখেছেন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের গিন্নি, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের গিন্নিদের স্কার্ট কোথায় উঠে। পা খুলে দাও। হাটু খুলে দাও। সৌন্দর্যকে উন্মোচিত করো। কুরআন বলে,

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ৩৩:৩৩

মেয়েদেরকে বলা হচ্ছে, 'তোমরা তোমাদের সৌন্দর্যকে দেখিয়ে বেড়িয়ো না অজ্ঞ যুগের নারীদের মতো।' এটা মডার্ণইজম না। কুরআন বলে, এটা আগেও ছিল। আপনি ইতিহাস ঘেঁটে দেখেন। রোমান সভ্যতার নারীদের কাহিনী ঘেটে দেখেন। গ্রীক সভ্যতার নারীদের কাহিনী দেখেন। তারা রূপ চর্চা ঐরকম করত কিনা। তাদের রূপ প্রদর্শনীর ব্যাপারে হাজারো বর্ণনা রয়েছে। তারা বলে যে, আল্লাহর নাম নিও না। প্রকৃতি বলো, সময় বলো। কুরআনের এ শব্দ ব্যবহার করেছেন আল্লাহ,

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ৪৫:২৪

'এই জীবনই জীবন। আমরা এখানেই মরি, এখানেই বাঁচি। সময় ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না।' চৌদ্দ শত বছর আগে কুরআনের মধ্যে অবিশ্বাসীদের কথা আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করছেন অর্থাৎ সময় (Time) হলো নতুন খোদা (নাউযুবিল্লাহ)। সময় আমাদেরকে বানায়, সময়ের সঙ্গে আমাদের

www.pathagar.com

আগমন। সময়ের সঙ্গে আমাদের প্রস্থান। এ কথা যদি আপনি বলেন, তাহলে আপনি খুব ভদ্রলোক। আর যখনই আমরা বলবো, বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তখন তারা বলে, 'আরে রাখো মৌলবী ছাহেবদের কথা!' কুরআন শরীফে অপূর্ব ভঙ্গিতে এ কথাটা আছে,

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ৩৭:৩৫

'যখন তাদের বলা হতো যে, বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তারা অহংকার করতো।' এটা একটা আয়াত। এ আয়াতের মাঝখানে আল্লাহ তা'আলা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ভরে দিয়েছেন। যখন তাদেরকে বলা হতো, বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তারা অহংকার করে কি বলত? সেটা পরের আয়াতে আছে,

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ৩৭:৩৬

'আমরা কি এই পাগল কবির জন্য আমাদের পূর্ব পুরুষদের পূজিত দেব-দেবীগুলোকে ছেড়ে দেবো?' সূরার নাম, সূরা সফ্ফাত। ইয়াসীন সূরার পরের সূরা। যখন তাদেরকে বলা হতো, বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'; আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আল্লাহ কে? কুরআন বলে,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ৩০:৫৪

'আল্লাহ সেই সত্তার নাম যিনি তোমাদেরকে দুর্বলতার মধ্যে তৈরী করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।' একটি মানব শিশু মায়ের পেট থেকে পরিপূর্ণ মানুষের রূপ ধরে আসে। একটি কুকুরের বাচ্চা, একটি ছাগলের বাচ্চা, একটি গরুর বাচ্চা পরিপূর্ণভাবে কুকুর, ছাগল বা গরুর রূপ ধরে আসে। সে মায়ের পেট থেকে পড়ে আর টগবগিয়ে হাঁটতে শুরু করে। মায়ের বুকের শিশু সে কেন এত অসহায়? মানব শিশুও তো পরিপূর্ণ মানব রূপেই বের হয়। এ শিশু কেন এত অসহায়? পৃথিবীর কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণী তো এত

www.pathagar.com

অসহায় নেই। আপনি ঘেটে দেখেন। তিমিও কিন্তু স্তন্যপায়ী (Mammalian)। আমাদের মায়েরা যেমন দীর্ঘদিন ডায়াপার পরিয়ে রাখে, তেমন করে সেই তিমির বাচ্চাকে রাখতে হয়। নতুন বাচ্চাদের ডায়াপার আশ্মুরা দিনে কতবার পরিবর্তন করে? বলে যে, বাপের নাম কি? বলে, অমুক। কিন্তু কষ্টটা করে কে? কুরআন উল্লেখ করে,

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ৪৬:১৫

'তার জননী কষ্ট সহকারে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে।' আল্লাহপাকের অপূর্ব কুদরত! আর আমি একটু আগে যে আয়াত পড়লাম, সেখানে আল্লাহপাক বলেন, 'আল্লাহ সেই সত্তার নাম যিনি তোমাকে চরম দূর্বলতার মধ্যে তৈরী করেছেন। অতঃপর দূর্বলতার পর শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন তিনি।' আবার এত শক্তি এত সমার্থ্য এত বড়াই তোমার, তোমাকে চরম দৌর্বল্যে ফেলেন তিনি। তাঁর কুদরতকে দেখ। তাঁকে চেনো। পুরো পাশ্চাত্য তাঁকে অস্বীকার করছে। মুখে বলে যে, In God we trust। আপনারা অনেকে দেখেছেন যে, এটা আমেরিকান মুদ্রায় লেখা থাকে। কিন্তু কাজের বেলায় কিছু নেই। যেমন খুশি তেমন চলে। পুরো পাশ্চাত্য ইসলামের বিরুদ্ধে। কিছু আসে-যায় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেমন কাজ করেছেন, আমাদেরকেও তেমন কাজ করতে হবে। কুরআনের ছোট্ট শব্দ,

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ৫৬:৪৫

'নিশ্চয়ই ওরা ছিল স্বাচ্ছন্দ্যশীল।' مُتْرَفِينَ এর তরজমা করে ইংরেজি তরজমাকারীরা, the pampered ones। বাংলায় হবে, আমার আদরের দুলালেরা। পুরো পাশ্চাত্য মুতরাফিনের মধ্যে পড়ে। যাদেরকে আমি ধনে-জনে-সম্পদে সব দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দিয়েছি, তাদের জন্য কুরআনের শব্দ হচ্ছে مُتْرَفِينَ (the pampered ones)। Pampering বলে না? যে বাবা-মা বাচ্চাকে বেশি বেশি খাওয়ায়, মোটা বানিয়ে ফেলে। তখন অন্যেরা বলে যে, বাচ্চাটাকে এত প্যাম্পারিং করছো কেন? কুরআনের শব্দ এটা। সূরা ওয়াক্বিয়ার

www.pathagar.com

আয়াত। 'নিশ্চয়ই ওরা ছিল আমার সবচেয়ে অনুগ্রহে ধন্য।' ধনে, জনে, মানে, ডিগ্রিতে, পদমর্যাদায় সবদিক থেকে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি দিয়েছিলাম। এগুলো কি নেভীর বড় বড় অফিসাররাই শুধু? বুয়েটের প্রফেসররাই শুধু? এর মধ্যে কি আমেরিকানরা আসে না? এর মধ্যে কি পাশ্চাত্যের লোকজন আসে না? তাদের কত সম্পদ? তাদের জৌলুসে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কুরআনের শব্দ দেখেন, 'নিশ্চয়ই ওরা ছিল আমার সবচেয়ে আদরে প্রতিপালিতজন।' কি করতো তারা?

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ

'সবচেয়ে বড় বড় গুনাহগুলো করে ওরা বলতো, কি হয়েছে?' এখন ছেলেতে ছেলেতে বিয়ে দেয়। বলে যে, এটাও জায়েয (নাউযুবিল্লাহ)। পাশ্চাত্যে করে না হোমোসেক্সুয়ালিটি, সমকামিতা? ক্লিনটন সাহেব তার ইলেকশনের ক্যাম্পেইনের সময় বলেছিলেন, 'আমি পাশ করলে সমকামিতা জায়েয করে দেবো।' প্রকাশ্যে তারা বলে। এখন কুরআনের আয়াত আপনি মেলান। 'Certainly they were the pampered ones of mine.' আমার সবচেয়ে আদরে, সবচেয়ে নেয়ামতে ধন্য ছিল ওরা। সবচেয়ে বড় বড় গুনাহগুলো করে তার উপরে আবার বড়াই করতো, কি হয়েছে? পুরো পাশ্চাত্য এই কাজ করে বেড়াচ্ছে। আর তার কিছু নমুনা আমাদের দেশের উচ্চ পদে আসীন যারা, তারা। কথায় কথায় মৌলবীদের গালি, 'আরে সাহেব আপনারা তো কিছু বোঝেন না। ডিউটি আগে, না নামায আগে। আমি তো মনে করি ডিউটি আগে।' ডিউটির মধ্যে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখেন কে? আপনার অক্সিজেন সরবরাহ করেন কে? একবিন্দু আপনার চিন্তা নেই। যিনি আপনার রব, যিনি আপনার প্রতিপালনকারী, তাঁর সম্পর্কে আপনার কোন চিন্তাই নেই। আপনি কেবলই বাহ্যিক আপনাকে রিযিক দেয় যে, তার কথা ভাবেন।

আমার এক বন্ধু বললেন যে, তার এক কলিগের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এটা তাকে তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। আর রিপোর্ট করলেই

www.pathagar.com

এই মানুষটি চাকুরি হারাবে। এখন কলিগের যে ব্রেন আউট হয়ে গেল, এতে তার কি অপরাধ? কুরআন বলে,

قُلْ هُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ٦٧:٢٣

'আপনি বলুন তিনিই তোমাকে এই অস্তিত্ব দিয়েছেন। এই কান তিনি দিয়েছেন। এই চোখ তিনি দিয়েছেন। এই মন তিনি দিয়েছেন। খুব কমই শোকর করো তোমরা।' যে মন আজকে নষ্ট হয়েছে বলে তুমি মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে চাকুরী হারাও, এ মন তৈরী করেছেন কে? দেখো আল্লাহ কুরআনে বলেন, আমি তোমার মন তৈরি করেছি। আমার জন্য কিচ্ছু পাওনা নেই? মানসিক প্রতিবন্ধী হলে চাকুরি চলে যায়। কুরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহ নিজের নেয়ামতের কথাগুলো উল্লেখ করেন। আর বলেন, তুমি তৈরি হও। আমার দেয়া নেয়ামতগুলোকে আখেরাত অর্জনের জন্য ব্যবহার করো। আখেরাত অর্জনের জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পদ্ধতিতে দুনিয়ার সব কাজ করো।

হযরত মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) বার বার বলতেন, আল্লাহর দ্বীনের কথাগুলোকে বার বার বলো। এটা ঈমানদারদেরকে উপকৃত করবে। আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে, ঈমানের পথে আগে বাড়তে, তাক্বওয়া পরহেজগারির পথে আগে বাড়তে, এই কথাগুলো ঈমানদারদের সহায়তা করবে। আমাদের কথা তো সংক্ষেপ। আমরা কেবলই পুরানো কিছু কথাবার্তা বললাম। আসলে আমলে আগে বাড়তে হবে। আমলে আগে বাড়া মানে কি? হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রদর্শিত পথে কাজ করতে হবে। সারা সমাজে কেউ করছে না। তাতে কিছু পরওয়া নেই। কুরআন বলে,

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا

فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ٢:٢١٢

'অবিশ্বাসীদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে পৃথিবীকে। তারা ঈমানদারদের উপহাস করে। যারা তাক্বওয়ার পথে এলো, তারাই কিয়ামতের দিন উপরে

www.pathagar.com

থাকবে।' কাজেই যে ঈমানের পথে আসবে তাকে উপহাসের পাত্র হতেই হবে। পরিষ্কার কথা। এটা সূরা বাকারার আয়াত। আর একই কথা মক্কী সূরা, বিশ বছরের ব্যবধানে যে সূরা নাযিল হয়েছিল, সূরা আত্-তাতফীফ এ আল্লাহ্ বলছেন,

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ৮৩:২৯-৩০

'নিশ্চয়ই গুনাহ্গাররা ঈমানদারদের দিকে চেয়ে উপহাসের হাসি হাসে। আর যখন তাদের দেখে, তখন তাদের দিকে চোখ মারে।' يتغامزون মানে They wink with their eyes। চোখ মারে, এই যায় ঐ মৌলবীগুলো! তাবলীগী লোকদের বেশি বলে। অপূর্ব ভঙ্গি আল্লাহ্পাকের কালামের! যখন তারা বিশ্বাসীদের দেখে তখন তাদের দিকে চোখ মারে। যারাই ঈমানের পথে চলবে, তাদের এই গালি খেতেই হবে। চৌদ্দ শত বছর আগে কুরআনে বলেই দিয়েছে,

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ৩:১৯৬-১৯৭

রাসূলকে ইশারা করে বলছেন,'নগরে নগরে অবিশ্বাসীদের সগর্ব পদচারণা আপনাকে যেন বিস্মিত না করে।' পরিষ্কার আয়াত! আপনি বলেন, চৌদ্দ শত বছর আগে নগরে নগরে এত অবিশ্বাসীদের সগর্ব পদচারণা কোথায় ছিল? এই আয়াতটা এখন প্রযোজ্য বেশি, না চৌদ্দশত বছর আগে ছিল? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন নগরে গিয়েছিলেন? এই আয়াত কেন কুরআনে? কোথায় নগর? বলে যে, সাংহাই। কোথায় নগর? বেইজিং। বলে যে, দূর! চীন আবার মডার্ণ নাকি! সিঙ্গাপুর, হংকং। দূর! টোকিও। না, হলো না। নিউইয়র্ক। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। বার্লিন। প্যারিস, পাগি (প্যারিসকে বলে paggy নগর)। লন্ডন। 'নগরে নগরে অবিশ্বাসীদের সগর্ব পদচারণা আপনাকে যেন বিস্মিত না করে।' পদচারণা কাকে বলে?

www.pathagar.com

কুরআনের মধ্যে পরিষ্কার কথা। তোমাকে গালি খেতে হবে। আমি একটি পরীক্ষার জগত কায়েম করেছি। দেখবো, কে কেমন করে। চোখ দিলাম আমি, কান দিলাম আমি। মন দিলাম আমি। বানালাম আমি। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে পালছি আমি। বাতাসে অক্সিজেন দিয়েছি আমি। পেটের ভেতর হার্ট দিয়েছি আমি। কোন শোকরগুজারী করে না তারা। আর দুনিয়াতে Thank you বললেই ভদ্রলোক হয়।

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٦٧:٢٣

কুরআন বলে, 'কতই না কম শোকরগুজারী কর তোমরা।' কাজেই আমাদের ডাক একটাই, শোকরগুজারীর পথে এসো। শোকরগুজারীর পথ কি? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পথ। তিনি বার বার বলেছেন, আমি কি আমার মাবুদের শোকরগুজার বান্দা হবো না? কাজেই আমাদের একটাই কথা, আমাদেরকে আল্লাহর দিকে এগুতে হবে। আল্লাহর দিকে এগুনো কাকে বলে? আল্লাহ যাকে শোকরগুজার বান্দা বানিয়েছেন, তাকে অনুসরণ করে চলতে হবে। তাহলে আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজ যেটা আমি আগে বলেছিলাম مَا قَدَّمَتْ لِنَفْسِهِ কবরের ঐপারে পাঠিয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ আমাদেরকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নতগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করে সঠিকভাবে আমলের সৌভাগ্য নসীব করেন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যিকির কি ও কেন

০৩ ডিসেম্বর ২০০৪, জুমু'আর পূর্বে বয়ান
ইষ্টার্ণ রিফাইনারি কলোনি মসজিদ, চট্টগ্রাম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞ اَمَّا بَعْدُ، فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۞ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيْرٌ

www.pathagar.com

بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছি যে, তিনি মেহেরবানি করে আপনাদের সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনের কিছু কথাবার্তা আলোচনার জন্য এখানে একত্রিত হবার সৌভাগ্য দিয়েছেন। আমি কুরআন শরীফের ২৮ পারার সূরা মুনাফিকুন এর শেষের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। একবচনে শব্দটি হচ্ছে, মুনাফিক। এর মানে হলো, কপট বিশ্বাসী। মুনাফিক শব্দের বহুবচন হচ্ছে মুনাফিকুন। ২৮ পারার সূরা সফ এর পরে সূরা জুমু'আ এবং তারপরে এসেছে এই সূরা মুনাফিকুন। সূরা সফ এবং সূরা মুনাফিকুন হচ্ছে আজকের জুমু'আর দিনের বিশেষ সূরা জুমু'আর পড়শী সূরা। পাড়া-প্রতিবেশী বলে না? কাছাকাছি যারা থাকে তাদের আমরা কি বলি? পড়শী। তেমনি এই তিনটি সূরা হলো পড়শী সূরা অর্থাৎ এ সকল সূরার অবস্থান কাছাকাছি। ২৮ পারার সূরা জুমু'আয় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٦٢:٩

'হে ঈমানদারেরা, যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় জুমু'আর দিনে, আল্লাহর যিকিরের দিকে তাড়াতাড়ি আসো এবং কেনা-বেচা বন্ধ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ।' প্রথমে বলেছেন, اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ যখন তোমাদেরকে আহ্বান করা হয়, ডাকা হয় নামাযের জন্য مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ জুমু'আর দিনে; আর পরে বলেছেন, فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ আল্লাহর যিকিরের দিকে তাড়াতাড়ি আসো। তো যিকির শব্দটার অর্থ খুব ব্যাপক। যেমন এখানে, আগে বলা হয়েছে, যখন আযান দেয়া হয় নামাযের জন্য, এরপরে সঙ্গে সঙ্গে বলা হচ্ছে, আল্লাহর যিকিরের দিকে আস। এখানে জুমু'আর পুরো নামাযটা 'যিকির' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর কারো

www.pathagar.com

কারো মতে খুতবাকে যিকির বলা হয়েছে। আবার 'যিকির' শব্দ কুরআনের জন্যও ব্যবহার হয়েছে। 'যিকির' শব্দ আল্লাহপাকের সাদাসিধে যিকির, যেমন 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' এর জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলে পাক (ﷺ) এর শানে দরূদ পড়াকেও যিকিরের মধ্যে শামিল করা হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ نَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ

এই দরূদ অথবা আমরা নামাযে যে দরূদ পড়ি, দরূদে ইবরাহিম,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞

দরূদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্বের কোনো কথা নেই। আছে, হে আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপরে আপনি আশির্বাদ বর্ষণ করুন। তার উপর আপনার সালাত-সালাম বর্ষণ করুন। তাহলে এটা যিকির কেমন করে হল? এটা যিকির এজন্য হলো যে, আল্লাহপাক নিজে হুকুম করেছেন যে, আমার নবীর উপরে দরূদ পড়। কাজেই আমরা যখন দরূদ পড়ি আল্লাহ তা'আলার একটি হুকুম মানলাম। কাজেই এটি যিকির। আবার হাদীস শরীফে এসেছে, যে আমার উপর একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ পড়ে। হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) বলেন যে, একবার দরূদ শরীফ পড়লে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত তো বর্ষণ করেনই, উপরন্তু তার দশটি গুনাহ মাফ হয়। দশটি দরজা বুলন্দ হয়। সুতরাং যিকির অর্থ দরূদও। যিকিরের অর্থ আসতাগফিরুল্লাহ। আল্লাহপাকের কাছে কেবল বলা, আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন। আসতাগফিরুল্লাহ, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দেন। আসতাগফিরুল্লাহ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই।

আমি বলছিলাম, 'যিকির' শব্দটা খুব ব্যাপক। আর এই তিনটি সূরা পাশাপাশি; সূরা মুনাফিকূন, সূরা সফ এবং সূরা জুমু'আ। তিনটি সূরারই শেষের দিকে আল্লাহ

www.pathagar.com

তা'আলা ঈমানদারদের বড় অদ্ভুতভাবে ডেকেছেন। সূরা সফ এই তিন সূরার মধ্যে আগে। সেখানে আছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

'হে ঈমানদারেরা! তোমাদেরকে কি একটা ব্যবসার কথা বলে দিবো যেটা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে বাঁচাবে? (তা এই যে), তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।' ব্যবসাটা কী? আল্লাহর উপর ঈমান আনা। আমরা তো ঈমান এনেছিই। তারপরেও আল্লাহ এ কথা কেন বলেন? ঈমানের পথে আগে বাড়। আগে চলো। তারপর তার রাসূলের উপর ঈমান আন। আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করো। শব্দ 'তুজাহিদুনা' মানে আপ্রাণ চেষ্টা করো। এরই চূড়ান্ত পর্যায়, জিহাদের ময়দানে নিজের জান দেয়া। কিন্তু জান দেয়ার বাইরে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাজ করাও 'তুজাহিদুনা' এর মধ্যে শামিল। তোমাদের জান এবং মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। কিসের জন্য? এ সূরার আগে-পরে দেখলে বোঝা যায়। এরপরে আল্লাহ খোশখবরী শোনাচ্ছেন,

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ
عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ۞

www.pathagar.com

'তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। এবং আরো একটি অনুগ্রহ দান করবেন, যা তোমরা পছন্দ করো। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।' আবার সূরার শেষে বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ ৬১:১৪

'হে ঈমানদারেরা আল্লাহকে সাহায্যকারী হও।' এই আসল কথা এখানে। কিভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে তুমি? আল্লাহকে সাহায্য করো। আল্লাহকে কিভাবে সাহায্য করবে? আল্লাহর দ্বীনের কাজে আগে বাড়। দ্বীনের কাজে ব্রতী হও। এটি হলো সূরা সফ। আর তার পাশেই সূরা জুমু'আতে আছে, 'হে ঈমানদারেরা! যখন জুমু'আর দিনে নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে তাড়াতাড়ি আসো। বেচা-কেনা ছেড়ে দাও। বেচা-কেনা বন্ধ করে দাও।' এ জিনিসটা অনেকে জানে না। আযানের পরে বেচা-কেনার নিষেধাজ্ঞা। এটা যে নিষেধ, সেটা তারা জানে না। বরং আযানের পরে জুমু'আর নামাযের সম্পৃক্ত কাজ ছাড়া সকল ভালো কাজও মানা। সব বাদ। তাড়াতাড়ি নামাযের দিকে যাও। বরং যত আগে আসা যায় ততই উত্তম। হাদীস শরীফের মধ্যে এসেছে, আমার নিজেরও আমল নেই। আপনাদের সঙ্গে আমাকেও আল্লাহ তা'আলা আমল করার তাওফীক দিন, আপনাদের কাছে দু'আ চাই। জুমু'আর দিনে আরো আগে আসো। আযানের আগে আসো। ফেরেশতারা খাতা নিয়ে বসে থাকে। সবার আগে যে আসলো, তার জন্য উট কুরবানী করার সওয়াব। যে তার পরে আসবে, তার জন্য গরু কুরবানী করার সওয়াব। যে তার পরে আসবে, তার জন্য খাসি কুরবানী করার সওয়াব। এরকম করে কমতে থাকে। জুমু'আর দিনের এত বড় ফযীলত।

আল্লাহ বলেন, 'যখন জুমু'আর দিনে নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে তাড়াতাড়ি আসো। কেনা-বেচা ছেড়ে দাও।' সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, 'এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝ।' মাঝখানের খবর এখানে আর নেই; জুমু'আর দিনে আযান আর একবার হবে কি হবে না, সেটা এখানে নেই।

www.pathagar.com

সেটা তো হযরত উসমান (রাঃ) এর সময় হয়েছে। জুমু'আর নামাযের আগে খুতবা হবে, সেটা এখানে নেই। এটা হাদীস শরীফে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুমু'আর নামাযের আগে কি বলতেন। খুৎবা দিতেন, কি দিতেন না। দুই রাকাতে ক্বিরআত জোরে পড়বেন, না আস্তে পড়বেন। সব রাসূলে পাক (ﷺ) এর হাদীস শরীফে এসেছে। কুরআন শরীফের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে আছে,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ৬২:১০

'যখন নামায হয়ে গেল, পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়। আল্লাহর ফযলকে তালাশ করো এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' এর মধ্যে হালাল রুযি অন্বেষণ করাও শামিল। অন্য ধর্মে আছে ঐদিন কোনো কাজ করা যাবে না। আমাদের ধর্মে জুমু'আর নামাযের আগে খুব তৈরী করো। খুব সতর্কতা। তারপর জুমু'আর নামায হয়ে গেল, ছড়িয়ে পড় দুনিয়ায়। আবার বিকেলে একটি আমলের ব্যাপারে বিশেষ ফযীলতের কথা এসেছে। বিকেল বেলা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের উপরে একটি খাছ দরূদ আছে, সেটা আশি বার পড়। তাহলে আশি বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আছরের নামাযের পরে নামাযের জায়গায় বসে পড়া উত্তম।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

এই দরূদটা জুমু'আর দিনে আছরের নামাযের পরের খাছ দরূদ। হাদীস শরীফে আছর নামাযের পরে জায়গায় বসে আশি বার এই দরূদটা পড়ার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এখানে কুরআন মজীদে এসেছে, فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ - আল্লাহর যিকিরের দিকে তাড়াতাড়ি আসো; এটা হলো শুরু। আর শেষে এসেছে,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

www.pathagar.com

'যখন নামায হয়ে গেল, পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়। আল্লাহর ফযলকে তালাশ করো এবং আল্লাহর যিকির করো বেশি বেশি।' একেবারে শেষে আছে,

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ

اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ৬২:১১

'তারা যখন কোনো ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা কোনো তামাশার জিনিস দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে দৌড়ে ছুটে চলে যায়। বলুন, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।' সূরা জুমু'আর শেষ আয়াত এটি। আপনি বলেন, আল্লাহর কাছে যা আছে সেটি তামাশার চেয়ে ভালো। সঙ্গেই আছে, ব্যবসা থেকেও ভালো। আর এর পাশে একটি ঘটনা আছে। দুঃখজনক ঘটনা। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে নকল করে রেখেছেন। এটা তাফসীরকারদের কথায় পরিষ্কার হয়। মদীনা শরীফের একটি ঘটনার দিকে আল্লাহ ইশারা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ফেলে সাহাবীদের মধ্যে সাধারণ কিছু মানুষ একবার চলে গিয়েছিলেন, সেই দিকে ইশারা এই আয়াতে। ঘটনাটি হলো মদীনার প্রথম দিকের ঘটনা। সাহাবীদের মধ্যেও বিভিন্ন ধরণের মানুষ ছিলেন। কেউ তো হযরত আবূ বকর (رضي الله عنه)-এর মতো একেবারে জান-কুরবান। কেউ হযরত উমর (رضي الله عنه)-এর মতো, কেউ হযরত উসমান (رضي الله عنه)-এর মতো, কেউ হযরত আলী (رضي الله عنه)-এর মতো। রাসূলের জন্য একেবারে তৈয়ার। কিন্তু সাধারণ সাহাবীরাও তো ছিলেন। এটা আমাদের মধ্যেও হয়। সাহাবীদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা নমুনা রেখেছিলেন। মদীনা শরীফের অনেক উত্তরে হল সিরিয়া। অনেক সময় বাণিজ্যিক কাফেলা আসতো। উট আসছে। অনেক সামান নিয়ে আসছে। বড় সামান নিয়ে আসলে অনেক সময় 'দফ' (এক ধরণের বাদ্যযন্ত্র) বাজায়। সেটি থেকে বোঝা যেতো বড় কাফেলা আসছে। তো ঐরকম বড় কাফেলা আসার সংবাদ এসেছে। 'দফ' এর আওয়ায শোনা যাচ্ছে। তখন রাসূলকে ফেলে অনেক সাহাবী চলে গেলেন। মসজিদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাঁড়ানো, তাঁকে রেখে চলে গিয়েছেন। এটা মদীনা শরীফের মধ্যে বিরাট ঘটনা।

www.pathagar.com

আরেকটি ঘটনা। এটি রাসূল (ﷺ) এর ইন্তেকালের অনেক পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইন্তেকালের পরে তো হযরত আয়েশা (রাঃ) অনেক দিন হায়াত পেয়েছিলেন। তিনি আঠারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। এরপরে তিনি এক মর্মে পয়তাল্লিশ বছর, আর এক মর্মে আটচল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন। আর বড় বড় উলামায়ে কেরাম, বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম মা আয়েশা (রাঃ) এর কাছে এসে অনেক মাসআলা শিখতেন। ইসলামের ইতিহাসের এটি একটি গৌরবময় দিক। যে রাসূলের বিবি, আমাদের মা হযরত আয়েশা (রাঃ) ইসলামের কত বড় একটি স্তম্ভ ছিলেন। পর্দার মধ্যে থেকেও ইলমে দ্বীনের কত বড় খেদমত করেছেন। এরকম দুপুর বিকেলের দিকে হঠাৎ উত্তর দিকে দেখা গেল ধুলা। কেমন একটা ধুলা। আর লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে। কি রে কিরে? মা আয়েশা (রাঃ) বললেন, কি হয়েছে? উত্তর দিকে এত ধুলা কেন? উত্তর দিক হলো সিরিয়ার দিক। একটু পরে খবর এল যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আউফ (রাঃ)-এর কাফেলা আসছে। তিনি রাসূলের একজন বড় সাহাবী, অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। কি রকম কাফেলা? বলে যে, বিরাট কাফেলা। সাতশ উটের কাফেলা। প্রতিটি উটের দুই দিকে বস্তা। চিন্তা করেন, যদি এক মন ওজনের বস্তা হয়, তাহলে কত মালামাল ছিল! আর উট তো দুই মন ওজনের বস্তা সহজেই নিতে পারে। একটি উটের পেছনে আর একটি উট। এভাবে সাতশ উটের কাফেলা। প্রথমটি এখনো মদীনায় আসেনি। উটের কাফেলা যে মদীনায় আসছে, সেই ধুলায় উত্তর আকাশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। যেই মা আয়েশা (রাঃ) এটি শুনলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কাফেলা?' বলা হলো যে, আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)-এর কাফেলা। রাসূলের প্রিয় সাহাবী। 'খবর দাও তাকে।' খবর দিয়েছে। 'আপনার কি মনে নেই, আল্লাহর রাসূল কি বলেছেন?' আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) বললেন, 'আম্মা কি বলেছেন?' তিনি বলেছেন, 'আমার প্রিয় সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে শেষে বেহেশতে যাবে আব্দুর রহমান বিন আউফ।' আর একখানে আছে, 'হামাগুড়ি দিয়ে যাবে আব্দুর রহমান বিন আউফ।' অথচ তিনি আশারায়ে মুবাশ্শারার একজন।

www.pathagar.com

যে দশজন মানুষ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের জীবিত অবস্থায় বেহেশতের খোশখবরী দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন এই হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (ﷺ)। অনেক উঁচু মর্যাদার সাহাবী। হযরত উসমান (ﷺ) কে খলীফা বানানোর জন্য হযরত উমর ফারুক (ﷺ) যে মজলিশে শূরা বানিয়ে দিয়েছিলেন, সেই মজলিশে শূরার আমীর ছিলেন তিনি! যেই মা আয়েশা (ﷺ) বললেন যে, আপনার কি মনে নেই? সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আম্মা, আমার মনে পড়েছে। আপনি সাক্ষী থাকেন, আমি এই সাতশ উট এবং এর সমস্ত মাল গরিবদের জন্য সদকা করে দিলাম।' তার উটের কাফেলা এখনো মদীনায় পৌছায় নাই। কিন্তু যেই মা আয়েশা (ﷺ) মনে করিয়ে দিলেন যে, আব্দুর রহমান আপনার মনে নেই আপনার মালের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি বলেছিলেন? একদিকে বলেছেন যে, আপনি বেহেশতি হবেন। আর একদিকে বলেছেন, এই মালের জন্য আপনি বেহেশতে পরে যাবেন। এগুলোর হিসেব দিতে আপনার অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে। যেই মা আয়েশা (ﷺ) এই কথা বলেছেন, তার মনে পড়ে গিয়েছে। আসলো সেই সাতশ উট। মদীনার গরিবদের মধ্যে তিনি সব বন্টন করে দিলেন। এটা খুব সম্ভব হযরত উসমান (ﷺ) এর খেলাফত কালের ঘটনা। ঐ সময় বড় বড় কাফেলা আসলে এরকম হতো। আমাদের এখানেও যদি একটি বড় কাফেলা যায়, আর সামনে পুলিশের গাড়ি অথবা এম্বুলেন্স প্যাপু প্যাপু করে, ছোট শিশুরা দৌড়াবে এটাই স্বাভাবিক। বয়স্ক মানুষের মধ্যেও যাদের বিচার-বিবেচনা পরিপক্ক না, তারা এটা করে। আল্লাহ সেই আগের ঘটনাটি কুরআন মজীদের আয়াতের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। এটা হলো সূরা জুমু'আ। আর এর পাশেই আর এক সূরা হলো সূরা মুনাফিকুন, যেখান থেকে আমি কয়েকটি আয়াত পড়েছি। সূরা সফ, জুমু'আ এবং মুনাফিকুন এর মধ্যে দু'টি সূরারই প্রথম আয়াত শুরু হয়েছে সাব্বাহা-ইয়ুসাব্বিহু দিয়ে। কেবল সূরা মুনাফিকুন অন্যরকমভাবে শুরু হয়েছে। আর সূরা মুনাফিকুন থেকে আমি যে আয়াতগুলো পড়েছি, তার তরজমা এরকম,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ৬৩:৯

www.pathagar.com

'হে ঈমানদারেরা, তোমাদের ধনসম্পদ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে যেন আল্লাহর যিকির থেকে ভুলিয়ে না রাখে।' শব্দ হচ্ছে عَنْ ذِكْرِ اللهِ আল্লাহর যিকির থেকে ভুলিয়ে না রাখে। বলে যে, আমার সম্পদ, আমার বাল-বাচ্চা আমাকে কোনোদিন আল্লাহর যিকির থেকে ভুলিয়ে রাখে না। আমার হাতের মধ্যে তসবিহ আছে। আমি অনবরত যিকির করছি। মানে এটা না। এই সূরার মধ্যে যিকির শব্দের মানে সূরা জুমু'আর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যদিও মূল মানে একই। তোমাদের ধনসম্পদ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে ভুলিয়ে দেয় না যেন আল্লাহর যিকির থেকে! তারপর,

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ৬৩:৯

'যে কেউ এরকম করবে, এরাই হল আসল ক্ষতিগ্রস্ত।' আসল ক্ষতিগ্রস্ত হলো আল্লাহর যিকির থেকে যাকে ফিরিয়ে দিবে। এরপরে বলেন,

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

'আমি তোমাদেরকে যা রিযিক দিয়েছি, তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজনের মৃত্যু আসবার আগে খরচ করে নাও।' তোমাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি, সেখান থেকে খরচ করো। মৃত্যু আসার আগেই খরচ করো। কোথায় খরচ করো, এখানে নেই। আছে শুধু, খরচ করো। এজন্য মালদারদের জন্য কাজ বড় কঠিন। যার মাল নাই, তাদের অনেক সুবিধা। বরং রাসূলের দু'আ ঐদিকে, রাসূলুল্লাহ দু'আ করেছেন,

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَّاَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَّاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

'হে আল্লাহ আমাকে মিসকিনদের সাথে জিন্দা রাখেন। হে আল্লাহ! আমাকে মিসকিনদের সাথে মওত দেন। হে আল্লাহ! আমাকে মিসকিনদের সাথে হাশর করেন।' অন্য দিকে তার এক প্রিয় ধনী সাহাবী অধিক মালের কারণে পরে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবেন। মালওয়ালাদের জন্য ডিউটি বেশি। হিসাব বেশি। তো আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন, 'খরচ করে নাও তোমাকে আমি যা রিযিক

www.pathagar.com

দিয়েছি ঐদিন আসার আগে যেদিন তোমাদের মধ্যে কারো মওত এসে হাজির হবে।' তারপর আছে,

فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

'সে আক্ষেপ করে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! একটু সময় বাড়িয়ে দেন, একটু সময় দেন। আপনি দেখেন কীভাবে আমি মাল খরচ করে আসি। আমি কেমন নেক আমল করে আসি।' এখানে আগে বলেছেন, আপনি দেখেন, কীভাবে আমি মাল খরচ করে আসি। আল্লাহ, আমি মাল খরচ করে আসবো। আল্লাহ আমি অনেক দান-খায়রাত করে আসবো। এটি এক নম্বর। তারপর দুই নম্বরে বলেছেন, অনেক নেকীর কাজ করে আসবো। আল্লাহ বলেন,

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

'কক্ষনো আল্লাহ তা'আলা সময় বাড়িয়ে দিবেন না যখন সেই ক্ষণ এসে যাবে। আল্লাহ তা'আলা খুব জানেন তোমরা কি করছো।' কক্ষনো এক মুহূর্ত সময় দেয়া হবে না, যখন সেই ক্ষণ এসে যাবে। মওতের নমুনা দেখার পরে এত টাকা সদকা করে গেলাম, এটা ওকে দিয়ে গেলাম - হবে না। আগে করে নাও। আল্লাহ আমাকে যদি একটুখানি সময় দিতেন তাহলে আমি খুব দান-খায়রাত করে আসতাম। আমি নেককার হয়ে আসতাম। আল্লাহ বলেন, কক্ষনো আল্লাহ তা'আলা সময় বাড়িয়ে দিবেন না। সেই ক্ষণ এসে গেলে আর সময় বাড়ানো হবে না।

এটা হল সূরার শেষ। আসলে সূরার মধ্যে একটু আগে যে ঘটনা আছে, সেটি একটি অপূর্ব ঘটনা। একবার এক যুদ্ধের মধ্যে মুহাজির আর আনসারদের মধ্যে একটু ঝগড়া-ঝাটি হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন উবাই মদীনার সর্দার ছিল। মদীনায় তাকে রাজাই ঘোষণা করা হতো। এ সময় রাসূল (ﷺ) এসে হাজির। সে ঈমান আনলো। কিন্তু তলে তলে মুনাফিক। মুসলমানদের মধ্যে যত রকমের বিভেদ, সব কিছুর পেছনে এই বড় শয়তান আব্দুল্লাহ বিন উবাই। উমর (رضي الله عنه) অনেকবার বলেছেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ), আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের কল্লাটা উড়িয়ে দেই।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, না। সে কলেমা পড়েছে।

www.pathagar.com

আমাদের সঙ্গে মসজিদে যায়। তাকে আমরা হত্যা করবো না। মুখে তো সে কলেমা পড়েছে ঠিকই। অথচ পরিষ্কার জানা, সে একজন মুনাফিক। আল্লাহপাকের কুদরত!

আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর ছেলের নামও আব্দুল্লাহ। ছেলে আবার একদম পাক্কা মুসলমান। ছেলে বলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, উমর যেভাবে বলে আমার বাপের গর্দান উড়িয়ে দিবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার আব্বাকে আমি খুব ভালোবাসি। আমি জানি, আমার আব্বা মুনাফিক। কিন্তু অন্য কেউ যদি আমার আব্বাকে হত্যা করে, আমি আমার আব্বার মহব্বতে তাকে ছাড়বো না। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে হুকুম দেন। আমি তার কল্লা উড়িয়ে দেবো। আজীব ঘটনা! মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই। অথচ তার ছেলে আব্দুল্লাহ (ﷺ) আবার মুসলমানদের মধ্যে প্রথম কাতারের মুসলমান। এই আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলে উঠল, 'এই মদীনার মানুষেরা, আমরা তো অনেক ভালো ছিলাম। মক্কা থেকে মুহাজেররা এসেছে। তোমরা তাদের খেতে দিয়েছো। ঘরে ঘরে জায়গা দিয়েছো। আর এখন জায়গায় জায়গায় তারাই তোমাদের সাথে ঝগড়া করে। মদীনায় পৌঁছে এই নীচু জাতের লোকগুলোকে দেখিয়ে দেবো। এর আগের আয়াতে আছে সেটা। ঐ কথাটা আল্লাহ তা'আলা নকল রেখে দিয়েছেন।

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ৬৩:৮

'তারা বলে, আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে।' কারণ ঘটনা তো ঘটেছে জিহাদের ময়দানে। মদীনার বাইরে। একজন আনসারের সঙ্গে মুহাজেরের ঝগড়া হয়েছে। ঐ ঝগড়ায় আনসারদের পক্ষ নিয়ে ঐ মদীনার সর্দার বলছে, এই মক্কার লোকগুলো খেতে পেতো না। আমরা জায়গা দিয়ে এখন এদেরকে একদম তেলতেলে করে ফেলেছি। মদীনায় গিয়েই তাদেরকে বের করে দেবো। আল্লাহ বলেন,

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ৬৩:৮

www.pathagar.com

'আল্লাহর জন্য সম্মান, তার রাসূলের জন্য সম্মান এবং ঈমানদারদের জন্য সম্মান। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।' ওরা মুহাজেরদেরকে বলে নীচু জাত আর নিজেদেরকে বলে সম্মানী! আল্লাহই জানেন, আসল সম্মানী কে। সম্মান তো আল্লাহর। মুনাফিকরা জানে না। এরপরে ঐ আয়াত,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

ঘটনার প্রেক্ষাপট হলো এই। তাহলে এখান থেকে 'যিকরুল্লাহ' মানে কি? দেখেন এখানে ঐ যিকির নেই। এখানে যিকির মানে আল্লাহর দ্বীনের সহায়তা ছেড়ে দিও না। আল্লাহর দ্বীনের পথে যারা অগ্রবর্তী, তাদের সম্পর্কে কটুক্তি করো না। এখানে যিকির মানে এই। এজন্য যিকির শব্দের সর্বাঙ্গীণ মানে দেখতে হবে। আর যিকিরের ব্যাপক মানে হলো, আল্লাহ-আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টির কাজে যেখানে যেরকম করা উচিত, সেরকম কাজ না করাকে বলে যিকির না করা। মুখে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ বললেন। আর কাজের বেলায় ইসলামের খেলাফ কাজ করলেন। ইসলামের দুশমনি করলেন। আল্লাহওয়ালাদের বিরুদ্ধে গেলেন। আর বেশিরভাগ এগুলো হয় ধন-দৌলতের কারণে। এজন্য আল্লাহর সব রকমের যিকির সম্পর্কেই বুঝতে হবে।

আব্দুল্লাহ বিন উবাই অনেক টাকা-পয়সার অধিকারী ছিলেন। তাকে মদীনার সম্রাট ঘোষণা করা হবে। এরকম অবস্থায় রাসূল হিজরত করে গিয়ে মদীনায় হাজীর হলেন। তার স্বপ্ন পূরণ হলো না। তার জীবনের ঘটনা বড় অদ্ভুত! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে জীবনভর সহায়তা করে এসেছেন। এমনকি মৃত্যুর আগে তার জন্য দরখাস্ত করা হয়েছে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার কোর্তাটা তাকে দেন।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেটিও দিয়েছেন। তার কবরে নেমেছেন। আল্লাহপাক এরপরে আয়াত নাযিল করে দিয়েছেন যে, আপনি যদি তার জন্য সত্তরবারও মাফ চান, আমি মাফ করবো না। কিন্তু যেহেতু সে বাহ্যিক কালেমা পড়েছিল, বাহ্যিক মুসলমানের রং-রূপ ছিল, এজন্য তিনি এরকম করেছেন। সূরা মুনাফিকুনের শেষ নসিহত হলো,

www.pathagar.com

'তোমাদের জান-মাল যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির থেকে ভুলিয়ে না দেয়।' আর এই যিকিরের প্রেক্ষাপট হলো, তারা নীচু নয়। তারা দরিদ্র নয়। তারা অসম্মানিত নয়। আনসাররা, তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করো না। কাজেই দ্বীনের ব্যাপারেও আমার দ্বারা এমন কোনো কথা, এমন কোনো কাজ যেন না হয়, যেটাতে আল্লাহর নেক বান্দাদের মনে কষ্ট হয়। আল্লাহর দ্বীনের সহায়তায় কষ্ট হয়। এটাকেও যিকির বলে।

এজন্য দ্বীনের সর্বাঙ্গীণ প্রেক্ষাপট আমাদের বার বার মনে রাখতে হবে। আর এটার একটাই রাস্তা। যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা, হক্কানী উলামায়ে কেরাম, তাদের দিকে বার বার রুজু হওয়া। একলা একলা না চলা। একলা একলা চললে আমরা সঠিক পথে থাকতে পারবো না। আল্লাহর খাঁটি বান্দা, হক্কানী উলামায়ে কেরাম যাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পরিপূর্ণ পাবন্দি করেন তাঁদের সাথে মেলামেশা করে, তাঁদের সহায়তা করে করে চলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই সৌভাগ্য নসীব করেন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূরা ইয়াসীন - হার্ট অব দি কুরআন

ডঃ লুৎফুল কবির সাহেবের বাসা, বুয়েট, বাদ মাগরিব

১২ এপ্রিল ২০০৫, এক ঘন্টা তের মিনিট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ
اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا
عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞ اَمَّا بَعْدُ، فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ اِذْ
جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۞ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ
فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ۞ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ
شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

www.pathagar.com

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছি যে, তিনি মেহেরবানি করে আল্লাহর দ্বীনের কিছু কথাবার্তা আলোচনার জন্য এখানে একত্রিত হবার সৌভাগ্য দিয়েছেন। আমি আপনাদের সামনে সূরা ইয়াসীনের প্রথম দিক থেকে কয়েকটি আয়াত পড়েছি। আল্লাহ বলেন,

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۞ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا

فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ৩৬:১৩-১৪

'আপনি তাদের কাছে সেই জনপদের উদাহরণ বর্ণনা করুন, যখন সেখানে আমার পাঠানো নবীরা এলো। আমি সেই জনপদে আমার দু'জন নবীকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ঐ জনপদের মানুষেরা তাদের উপর মিথ্যারোপ করলো। তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। তারা সবাই বললো, আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।' আল্লাহপাকের শব্দ অদ্ভুত! I strengthen them with the third one, আগে পাঠিয়েছিলেন দুই নবী, এখন আর একজন সঙ্গে দিলেন। তাঁরা সবাই ঐ এলাকার মানুষদের বললেন যে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত হয়ে এসেছি। তখন জনপদের মানুষেরা বললো,

قَالُوْا مَآ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُوْنَ ৩৬:১৫

'তোমরা তো আমাদের মতো মানুষ বৈ নও, আল্লাহ তা'আ'লা কোনো কিছু নাযিল করেননি (কোনো নবী পাঠাননি), তোমরা কেবলই মিথ্যা কথা বলছো।' সূরা ইয়াসীনকে বলা হয়, কুরআন মজীদের দিল [Heart of the Quran]। সেই সূরার প্রথম দিকের আয়াত এগুলো। আল্লাহ তার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (ﷺ) কে বলছেন, আপনি ঐ শহরের গল্প মক্কার অধিবাসীদের কাছে বলুন। যেখানে আমি দু'জন নবী পাঠালাম। কিন্তু তাঁদেরকে শহরের মানুষেরা মিথ্যা অপবাদ দিলো। মিথ্যারোপ করল, মিথ্যাবাদী বললো। I strengthen them with third one, ওরা বললো, আমরা আপনাদের কাছে প্রেরিত হয়ে

www.pathagar.com

এসেছি। শহরের মানুষেরা বললো, তোমরা আমাদেরই মতো কয়েকজন মরণশীল মানুষ। আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু নাযিল করেননি। তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। এক নম্বর হচ্ছে, তোমরা আমাদেরই মতো কয়েকজন মরণশীল মানুষ। দুই নম্বর, আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু নাযিল করেননি। মানে তিনি কোনো কিতাব পাঠাননি। কোনো নবী পাঠাননি। তিন নম্বর, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। এই আলোচনা অনেকক্ষণ ধরে চলেছে কুরআনে। এক পর্যায়ে আছে, তাদের সাথে বাদানুবাদ চলছে। তারা নবীদেরকে খুব হুমকি দিচ্ছে,

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ৩৬:১৮

'শহরের মানুষেরা তাদেরকে বললো, তোমরা কুলক্ষণ নিয়ে এসেছো, তোমরা অমঙ্গল নিয়ে এসেছো। তোমরা যদি তোমাদের এই তথাকথিত প্রচার থেকে বিরত না হও, পাথর মেরে শেষ করে দেবো তোমাদেরকে এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।' অপূর্ব ভঙ্গিতে আল্লাহ তা'আলা এই গল্প বলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলছেন। এ অবস্থায় কুরআনের বাইশ পারার শেষ দিকে আল্লাহ বলেন,

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ৩৬:২০

'শহরের প্রান্তদেশ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো। সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ করো।' যখন এই তিনজন নবীকে শহরের লোকেরা মারধর করবেই, মেরে ফেলবেই, তখন তাঁদেরকে বাঁচাতে শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো। সে এসে বললো, হে আমার দেশবাসী, এরা সত্যিকার মানুষ। সত্যবাদী, অত্যন্ত ভাল লোক। এরা আল্লাহর তরফ থেকে পাঠানো মানুষ, মুরসালুন। তাদেরকে অনুসরণ করো।

اِتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ৩৬:২১

'অনুসরণ করো তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন রকমের দুনিয়াবী পারিশ্রমিক চায় না। এরা নিজেরা সুপথপ্রাপ্ত মানুষ।' শহরের প্রান্ত থেকে দৌড়ে আসা ব্যক্তি আরো বললো যে, তারা সৎ মানুষ। ভালো মানুষ। তোমাদের কাছে

www.pathagar.com

কোনই বদলা চায় না। তাদের কথা মানো। এটা হল ২২ পারার শেষ আয়াত। এখন তেইশ পারার প্রথম আয়াত,

وَمَالِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٦:٢٢

'আমার কি হয়েছে যে, আমি উপাসনা করবো না সেই মহান সত্তার যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিলেন এবং তারই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।' ব্যাখ্যাকারীরা বলেন, এই কথাটি ঐ মানুষটিরই কথা। It's a continuation। বাইশ পারায় তার বর্ণনা শুরু হয়েছিল। নবীদের হত্যা করতে লোকেরা যখন উদ্যত তখন ঐ অবস্থায় সে শহরের প্রান্ত থেকে দৌড়ে এলো। বললো যে, হে আমার ভাইয়েরা, নবীদের কথা মানো। তাঁরা ভালো লোক। সুপথপ্রাপ্ত লোক। আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত মানুষ। তাঁদেরকে অনুসরণ কর। তাঁরা তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চায় না। নিজেরাও সুপথপ্রাপ্ত। তাঁদের অনুসরণ করো। এটা হলো বাইশ পারার শেষ। আর একই কথার continuation তেইশ পারার শুরুর আয়াতটা অদ্ভুত সুন্দর। আল্লাহপাক কুরআন মজীদে কথাটি এমন করে সাজিয়েছেন যে, কথাটি যে কোনো যুগে যে কোনোখানে যে কোনো মানুষ নিজের দিকে ইশারা করে পড়তে পারে, 'আমার কি হলো, আমি কেনইবা উপাসনা করবো না সেই মহান সত্তার যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিলেন।' وَمَالِيَ মানে কি হয়েছে আমার! لَآ أَعْبُدُ মানে উপাসনা করবো না, فَطَرَنِي মানে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিলেন - এ পর্যন্ত হচ্ছে First Person এ সরাসরি নিজের উপর কথা। অপূর্ব ভঙ্গিতে সাজানো তার বক্তব্য (Lecture)। ঐ ব্যক্তির নাম কুরআনে নেই। কুরআনে আছে, 'শহরের প্রান্তদেশ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো।' মসজিদে নববী নবীর মসজিদ। আর শহরের নাম 'মাদিনাতুন নাবুওউইয়া' বা নবীর শহর। মদীনার আসল নাম ছিল, ইয়াসরীব। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নাম বদলে দিলেন 'মাদিনাতুন নাবুওউইয়া' বা নবীর শহর। এজন্য নাম হয়ে গেলো মদীনা। মদীনা যে একটি সাধারণ বিশেষ্য, তার প্রমাণ এই আয়াত। মদীনার প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো। সে বললো, হে আমার কওম, রাসূলদের কথা মানো। তোমাদের কাছে কোনো বদলা চান না তাঁরা। এ কথা কুরআনের অনেক জায়গায় আছে।

www.pathagar.com

لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ১১:২৯

'আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোনো অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে।' মানে আমি যে আল্লাহর কথা শোনাচ্ছি, I don't want anything in return। আমাদের নবী করিম (ﷺ) কখনো কখনো একটি কবিতার চরণকে সামান্য একটু বদলে আওড়াতেন।

وَيَأْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ لَمْ تَزَوَّدْ

'এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে একটি খবর নিয়ে এলো, তোমরা তাকে কোনো বদলা দাওনি।' মূল কবিতাটা প্রাক ইসলামী যুগের এক কবির। একবার হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আসলে আপনি কবিতার ছন্দপতন করে পড়ছেন। আসলে কবিতাটা এরকম।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন যে, আমি কবি নই। কবিতা পড়ারও আমার কোনো শখ নেই। আমি তো একটি ঘটনা বলছি এর মধ্যে। একজন সংবাদবাহক এসেছিল, তাকে তুমি দাওনি কিছু। সন্দেশ নিয়ে এসেছিল যে জন, তাকে তুমি দাওনি কিছু। সন্দেশের বাংলা অর্থ, খবর, সংবাদ। তো রাসূলের কবিতাটার অর্থ, এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে একটি খবর নিয়ে এলো, তোমরা তাকে কোন বদলা দাওনি। আসলে কথাটা নিজের দিকেই। আমি যে সংবাদ নিয়ে এসেছি, সে সংবাদ কোনোদিন দুনিয়ার Science & Technology দিয়ে আবিস্কার করতে পারবে না। Science & Technology দ্বারা যত কিছুই হোক, কিন্তু একটি মানুষ কবরে গেলে তার সাথে কি আচরণ করা হবে, এটা কোনোদিন বের করতে পারবে না। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়, মানুষ মরে গেলো, কবর দেয়া হলো এবং কিছু দিন পর মাটিতে মিশে গেলো!

আজকে আমি মরে গেলাম। কবর দেয়া হলো। ছ'মাস, সাত মাস, আট মাস, এক বছর....তিনবছর পরে হাড়ও পাওয়া যাবে না। সব মিশে গিয়েছে। সেখানে মরিচ গাছ লাগালে মরিচ হবে। আম গাছ লাগালে আম হবে। কুমড়া গাছ লাগালে কুমড়া হবে। মাটি হয়ে গেছে সব।

www.pathagar.com

وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ لَمْ تُزَوِّدْ

এখানে 'আখবার' মানে খবরের বহু বচন। 'He came to you with a news but you didn't give him anything in return।' এই কবিতাটা রাসূল (ﷺ) কেন পড়তেন? উলামায়ে কেরাম বলেন যে, আসলে তিনি কথাটা নিজের দিকেই ইশারা করে পড়তেন। প্রাক ইসলামী যুগের কবিতা, তিনি একটু ছন্দ পতন করে বলতেন। বিরাট এক সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন তিনি, তুমি তো তাকে কিছু দাওনি। কেন তুমি মানোনি তার কথা?

সূরা ইয়াসীনের যে গল্প বলতে আল্লাহ বলছেন যে, আমি এক নগরীতে দু'জন নবী পাঠালাম। তাদের গল্প আপনি বলুন। সূরা ইয়াসীনের কথা। তো শহরের শক্তিশালী লোকেরা তাদের সঙ্গে যখন চরম দুর্ব্যবহারের এক পর্যায় বলছে,

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ

'যদি না থামো, পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবো তোমাদেরকে।' لَنَرْجُمَنَّكُمْ -এখানে 'লাম' তাগিদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। We will definitely stone you to death। আবার,

وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

'আরো কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে দেবো।' তো পাথর ছুড়ে মেরে ফেললে আর কি শাস্তি দিবে? মেরেই তো ফেললো। কিন্তু বলার ভঙ্গি এরকম, আরো কঠিন শাস্তি দেবো। অপূর্ব ভঙ্গি আল্লাহ পাকের! কুরআন শরীফ এমন অপূর্বভাবে সাজানো যে, প্রতিটি পারার শুরুতে এমন একটি আয়াত আল্লাহপাক দিয়েছেন যেটা অকল্পনীয়ভাবে বিরাট হিকমতে ভরা। এখানেও তাই। সূরা ইয়াসীন এর মধ্যেই বাইশ পারা শেষ হয়ে তেইশ পারার প্রথম আয়াত,

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

www.pathagar.com

'আমার কি হলো, কেনই বা উপাসনা করবো না সেই মহান সত্তার যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিলেন, আর তারই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।' এ কথাটি বলছে তো ঐ মানুষটি, যার নাম কুরআনে নেই। তার নাম কি? তাফসীরকারদের মধ্যে বিরাট অংশ বলেন, ঘটনাটি ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্মের অনেক আগে। প্রায় তিনশ বছর আগে। এরা ছিল ঈসা (عليه السلام) এর পরবর্তী নবী। ছোট নবী। শহরের নামও তারা বলেন। ইনতাগিয়া। আর এই মানুষটির নাম খুব বিখ্যাত, হাবীব নাজ্জার। Habib, the Carpenter। সে ছিল কাঠমিস্ত্রি। আমাদের দেশে বলে ছুতর মিস্ত্রি। কাঠের কাজ করে যারা। আরবদের মধ্যে এই নামটি খুব বিখ্যাত। আইইউটিতে[১৪] আমার এক ছাত্র আছে। তার নাম নাজ্জার। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, 'নাজ্জার' শব্দের মানে কি? সে জবাবে বললো, যে কাঠের কাজ করে, তাকে বলে নাজ্জার। এ নাম রাখাতে তারা লজ্জিত হয় না। আমাদের দেশে এটি লজ্জার। বিদেশে তারা এটাকে লজ্জার কোনো বিষয়ই মনে করে না। আমার এক বন্ধু ছিল ইংল্যান্ডে। কোর্স করতে গিয়েছিলাম। তার নাম ছিল সুমেকার। আমি বললাম, তোমার নাম Shoe Maker (জুতা বানানেওয়ালা)? বলে যে, হ্যাঁ। আমার পূর্ব পুরুষেরা জুতা বানানেওয়ালা ছিলো। তুমি ইংল্যান্ডে বহু নাম পাবে এরকম। বিখ্যাত কবি Goldsmith মানে হলো সোনারু।

আমি হাবীব নাজ্জারের কথা আলোচনা করছিলাম। আল্লাহপাক তার কথাটাকে তেইশ পারার শুরুতে এমন করে সাজিয়েছেন, যে কোনো মানুষ যখন পড়ে, যেন সে নিজেকে নিজে বলছে: কি হয়েছে আমার, কেন উপাসনা করবো না সেই মহান সত্তার, যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিলেন। ওখানে এটাতো একটি লেকচার। He actually is talking to his people। নাজ্জার এসেছে তিন জন নবীকে বাঁচাতে। তাঁদের পক্ষে সে কথা বলছে। সে যে একজন বিশ্বাসী, সেটা সে প্রকাশ করছে না। এই একটুখানি প্রকাশ প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে; আমার কি হলো, কেনই বা

[১৪] ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি), গাজিপুর, ঢাকা। হযতে আইইউটিতে ১৯৯৫ সালে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহন করেন। কিন্তু শিক্ষকতায় ব্যতিক্রম দক্ষতা, সুনাম এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এখনো খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

www.pathagar.com

ঈমান আনবো না, কেনই বা উপাসনা করবো না সেই মহান সত্তার? একথা বলে না যে, আমি নবীদের কথায় ঈমান এনেছি। ঘুরিয়ে নিজের উপর নিজে প্রশ্নারোপ করে, কেনই বা আমি ঈমান আনবো না, কেনই বা উপাসনা করবো না, সেই মহান সত্তার যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ আবার অদ্ভূত,

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'And to Him you will be taken back।' উলামায়ে কেরাম বলেন, তার বর্ণনার মধ্যে প্রথম অংশটা নিজেকে লক্ষ্য করে বলছে। দ্বিতীয় অংশটা তার কমিউনিটিকে বলছে; তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে তাঁর কাছে। সেখানে এ কথা বলেনি যে, তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে আমাকে। আছে, 'And to Him you will be made to return।' মানে সেটা তোমার অবধারিত ব্যাপার। তোমাকে মরতে হবে। কেন আমি ঈমান আনবো না। কিন্তু কথাটা আপনাকে লক্ষ্য করে বললে বলতেন যে, এই ব্যাটা মাতব্বরি করতে এসেছে। এজন্য কথাটা নিজের উপরে আরোপ করে বলেছে।

আমার এক বন্ধু বলতেন যে, এসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার তার চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে একটি বিষয় কিছুতেই বুঝাতে পারছে না। একেবারে মুর্খ। গোমুর্খ। তো অনেকক্ষণ বুঝানোর পরেও সে পারছে না। এখন চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে কি বলবে? শেষ পর্যন্ত বলে, 'স্যার, আমি এমন গাধা স্যার, এমন সহজ জিনিসটাও আমি আপনাকে বুঝাতে পারছি না।'

আমার সাথেও একবার হয়েছে এরকম। আমি চাঁদপুরে গিয়েছি জেনারেটর ইনস্টল করতে। ১৯৬৪ সালের ঘটনা। আমি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানিতে চাকুরী করি। তখনো ট্রেনিংয়ে পাঠায়নি। জেনারেটর এসেছে। কমিশন করতে গিয়েছি চাঁদপুর পাওয়ার হাউসে। অতি উচ্চ পদের মানুষ। আমাকে বলে যে, কি অবস্থা? আমি বললাম, 'একটি জেনারেটর ইনশাআল্লাহ কালকেই রেডি হয়ে যাবে।' বলে যে, আর একটি? আমি বললাম যে, ঐটার সব রেডি। কিন্তু সার্কিট ব্রেকারটা এখনো ইনস্টল হয়নি। তখন তিনি বললেন, 'কেন দু'টো জেনারেটর

www.pathagar.com

একটি সার্কিট ব্রেকার দিয়ে চালানো যায় না?' এটা এমন একটা মুর্খের প্রশ্ন, সেটা বলে বোঝানো কঠিন। এই ব্যাপারটা এরকম যে, একজন ড্রাইভার দু'টো গাড়ি চালাতে পারে না? তিনি একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি আমাকে এই প্রশ্ন করছেন! আমি এটার কি জবাব দেবো? আমি বললাম যে, না স্যার। সেটা সম্ভব নয়। আমি আর তাকে বললাম না যে, তুমি এতো বোকা! একজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তুমি কিভাবে আমাকে এই প্রশ্ন করলে! দু'টো জেনারেটর কোনোদিন একটি সার্কিট ব্রেকার দিয়ে প্যারালাল না করে চালানো যায় না।

এখানেও উলামায়ে কেরাম বলেন যে, ঐ হাবীব নাজ্জার, যার নাম আল্লাহপাক বলেননি, সে কথাটা নিজের উপর নিল। কেন আমি উপাসনা করবো না সেই মহান সত্তার যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিলেন। এখানে শব্দটি হচ্ছে 'ফাতারা', এর equivalent শব্দ হচ্ছে 'খালাক্বা'। 'খালাক্বা' মানে He created। আর 'ফাতারা' মানে He originated। এখন এই Created এর সাথে Originated এর তফাৎ নাই? 'Originated' শব্দের মধ্যে 'Creation' তো ভরাই আছে। অনেক মানুষ জায়নামাযে দাঁড়িয়ে জায়নামাযের দু'আ পড়ে,

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

এখানেও 'ফাতারা' শব্দটি আছে। এটি জায়নামাযের দু'আ নয়। জায়নামাযে দাঁড়িয়ে ঐ দু'আ পড়ার কোন ভিত্তি নেই। This is a complete verse of the Holy Quran। অপূর্ব সুন্দর, অপূর্ব অর্থবহ একটি আয়াত। এ আয়াতটি যে কোনো জায়গায় বার বার যিকির করার মতো আয়াত। 'আমি আমার মুখকে ফেরালাম সেই মহান সত্তার দিকে যিনি আকাশ-পৃথিবীর সবকিছুকে অস্তিত্ব দান করেছেন। সুদৃঢ় বিশ্বাসী আমি। তাঁর সাথে অন্য কোনো কিছুকে কোনো রূপে আমি শরীক করি না।' حَنِيفًا শব্দের মানে অকল্পনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে এক মনে, এক ধ্যানে, এক সত্তার উপর যিনি বিশ্বাস করেন। কোন কিছুকেই আমি আল্লাহর সঙ্গে কোনোক্রমে শরীক করি না। I do not ascribe any partner to Allah Subhanuwataala। এটা ইসলামের ভিত্তি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এ কথারই

www.pathagar.com

আরেক রূপ, ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন। আমি অংশিবাদী নই। কোনো কিছুকেই আমি আল্লাহর সঙ্গে কোনোক্রমে শরীক করি না।

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ১১৪:৪

'কোনো কিছুই তার মতো নেই।' এটা ইসলামের ভিত্তি। লা শারীকা লাহু। কোনো কিছুকে তার সাথে শরীক করা যাবে না। আমি বলছিলাম, সূরা ইয়াসীনের ২৩ পারার প্রথম আয়াত, এটি একটি অপূর্ব সুন্দর আয়াত। যে কোনো মানুষ যে কোনো জায়গায় যে কোনো যুগে যদি একটু সচেতন হয়ে এই আয়াতটা নিয়ে ভাবে, 'কেন আমি উপাসনা করবো না সেই মহান সত্তার যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিলেন এবং তারই কাছে তোমরা ফিরে যাবে' - তাহলে সহজেই সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, কুরআনের আসল পয়েন্ট হচ্ছে আখেরাত (মৃত্যু পরবর্তী জীবন)। Think about Him. Who created you? Who created the sky? Who created the earth? Who created the sun? Who created the moon? And finally to whom you will return? এত সহজ-সরল যে, যে কোন সময় যে কোন মানুষ খুব সহজে এটাকে অনুভব করতে পারে।

ইবাদতের মানেই হল শোকরগুজারীকরণ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি রাব্বুল আলামীন। রাব্বুল আলামিনের তরজমা করা হয় Lord of the Worlds। 'রব' শব্দের তরজমা Lord বা প্রভু সুন্দর হয় না। 'রব' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে প্রতিপালনকারী। যিনি আমাদেরকে প্রতিপালন করছেন। তার মধ্যে স্রষ্টাও শামিল। যিনি আমাদের স্রষ্টা, যিনি আমাদের প্রতিপালনকারী। প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে প্রতিপালন করছেন তিনি। আর প্রতিপালনের জন্য অনেক জগত তৈরী করেছেন তিনি। 'আলামীন' শব্দের মূল শব্দ 'আলামুন'। আইন যবর আ, লাম যের লি, মিম দুই পেশ মুন - 'আলিমুন' মানে হচ্ছে জ্ঞানী। ইলম আছে যার। ঐখানে শব্দটা এসেছে 'ইলমুন' থেকে। 'ইলমুন' মানে হল জ্ঞান। সেখান থেকে ক্রিয়াপদ হচ্ছে 'আলিমা' মানে সে জানল।

www.pathagar.com

সেখান থেকে কারক হচ্ছে 'আ-লিমুন'। 'আ-লিমুন' মানে One who knows. 'মান আলিমা ফাহুয়া আ-লিমুন' (যে জানলো তাকে বলা হয় আলিম)। আর একই রকম শব্দ আইন আলিফ যবর আ, লাম যবর লা, মিম দুই পেশ মুন - 'আলামুন' মানে জগত। 'আ-লিমুন' মানে যে জানে। এটা একটা কারক যেটা 'আলিমা' ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে। 'আলামুন' একটি বিশেষ্য। এর বহুবচন 'আলামুনা' মানে জগতসমূহ। কি জগতসমূহ? এটা এখন বিজ্ঞান দ্বারা ভালো বুঝা যায়। আমরা বলি উদ্ভিদ জগত, প্রাণী জগত, পশু জগত, তারকা জগত ইত্যাদি। কুরআনের ১৪০০ বছর আগে শব্দচয়ন দেখেন! জগতসমূহের প্রতিপালক মানে যত রকমের জগত তুমি কল্পনা করতে পার, সকল জগতের প্রতিপালক তিনি। সকল জগতের স্রষ্টা তিনি। প্রতিপালনকারী তিনি। এই শব্দটা কুরআন শরীফে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের সব দু'আর মধ্যে 'আল্লাহ' শব্দের চাইতে 'রব' শব্দ বেশি।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কাছ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি পরম শ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।'

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ২:২০১

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে ভালো জিনিস দেন, আখেরাতেও ভালো জিনিস দেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেন।' এরকম আর একটি দু'আ,

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ৩:১৯৩

'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমরা এক আহবানকারীকে আহবান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি।' যত দু'আ, আপনি দেখবেন যে, বেশিরভাগ রব্বানা

www.pathagar.com

দিয়ে শুরু। নামাযের মধ্যে আমরা বলি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ - গৌরবান্বিত আমার প্রতিপালক। رَبِّيَ মানে আমার প্রতিপালক। রুকুর মধ্যে একবচনে। মহা গৌরবান্বিত আমার প্রতিপালক যিনি অতি বড়। প্রথমে এসেছে سُبْحَانَ , মহা গৌরবান্বিত, আর পরে এসেছে عَظِيْمِ মানে অতি মহান সত্তা যার। আবার সিজদার মধ্যে আমরা বলি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى। এখানে سُبْحَانَ মানে মহা গৌরবান্বিত, رَبِّيَ আমার প্রতিপালক, أَعْلٰى মানে যিনি অতি বড়। একটা হচ্ছে অতি বিরাট সত্তা যার। আর একটা হচ্ছে অতি মহান সম্মানের আসন যার। عَظِيْمِ আর أَعْلٰى এর মধ্যে এই হচ্ছে তফাৎ। عَظِيْمِ মানে বড়, অতি বিরাট তিনি। এই বিরাটের যে কোনো রকমের ক্লাসিফিকেশন হতে পারে। আর أَعْلٰى মানে অতি মহান সত্তা তিনি। মূল মানে একই; আল্লাহ তা'আলার গৌরব বর্ণনা করছি। সিজদার মধ্যে আমরা বলি মহান আল্লাহর গৌরব বর্ণনা করছি। এখানে 'আল্লাহ' এর পরিবর্তে শব্দ এসেছে رَبِّيَ . রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় শব্দ এসেছে رَبَّنَا .'রব' শব্দ সবচেয়ে সহজবোধ্য। তুমি খোদাকে মান না, ঠিক আছে। তোমার মা তোমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন, এটা মানতে তুমি রাজি কিনা? যদি কেউ বলে যে, আমার মা আমাকে লালন-পালন করেননি। তাকে লোকে কি বলবে? মিঃ মুর্খ। বলবে কি বলবে না? অথবা যদি বলে যে, আমার কোনো পরিচয় নেই। যেটা আমেরিকায় খুব সাধারণ জিনিস। তারপরেও কাউকে না কাউকে তো তোমাকে পালন করতে হবে। হতে পারে এটা হয়তো হাসপাতালের নার্সই ছিল। একটা ছোট্ট শিশু যে আজকে জন্মগ্রহণ করলো, তার পক্ষে একা একা বড় হওয়া অসম্ভব। তাকে যদি চিৎ করে শুইয়ে দেয়া হয়, তখন সে কাতও হতে পারে না, উপুড়ও হতে পারে না, তাহলে কেমন করে সে বাঁচবে? যদি মা তাকে লালন-পালন না করে থাকে, তাহলে হাসপাতালের নার্স অথবা অন্য কেউ তাকে লালন-পালন করেছে। এখন যে এই কাজ করেছে, তাকেই বলা হবে প্রতিপালনকারী। আর কুরআন ঐ শব্দটিই ব্যবহার করেছে। 'রাব্বুন' মানে প্রতিপালনকারী। কিন্তু ক্রিয়াপদ হচ্ছে 'রব্বায়া'। এটা বাবে তাফইলের একটি ক্রিয়াপদ। এই বাবের প্রতিটি ক্রিয়াপদের মাঝখানের অক্ষর তাশদীদওয়ালা হয়। যেমন, 'সাব্বাহা' (মাঝখানের অক্ষরে

www.pathagar.com

তাশদীদ) মানে তিনি প্রশংসা করলেন। 'আল্লামা' মানে তিনি শেখালেন। সেরকম 'রব্বায়া', তিনি প্রতিপালন করলেন। আর আব্বু-আম্মুর জন্য দু'আ আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন,

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا ১৭:২৪

'হে আমার প্রতিপালক, তাদের উপর আপনি রহম বর্ষণ করুন যেমন তারা করুণা করে আমাকে পালন করেছেন যখন আমি ছোট ছিলাম।' এখানে رَبِّ মানে হে আমার প্রতিপালক, ارْحَمْهُمَا ঐ দুজনের উপর রহম করুন, كَمَا যেমন, رَبَّيٰنِي তারা পালন করেছে আমাকে। আর صَغِيرًا মানে যখন আমি শিশু ছিলাম। رَبِّي শব্দের অর্থ তিনি প্রতিপালন করলেন। এখানে ي এর উচ্চারণ যদি ছোট হয়, তাহলে অর্থ হবে তিনি প্রতিপালন করলেন। অতীতকালের মূল ক্রিয়াপদের শেষের অক্ষরটাকে একটু লম্বা করলেই তার অর্থ হয়ে যায় দ্বীবচন। خَلَقَ মানে তিনি সৃষ্টি করলেন। যদি خَلَقَا হয় তাহলে অর্থ হবে তারা দুজন সৃষ্টি করলেন। এখানে رَبِّي মানে তিনি প্রতিপালন করলেন। আর ي টাকে একটু লম্বা করলেই অর্থ হবে তারা দুজন প্রতিপালন করেছেন। আমরা যে বিখ্যাত দু'আটা পড়ি, এটা আব্বু-আম্মুকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্য একটা দু'আ। কি অপূর্ব দু'আ কুরআন শিখিয়েছে! 'হে আমার প্রতিপালক! যারা আমাকে লালন-পালন করেছে, তাদের উপর আপনি রহম বর্ষণ করুন যেমন তারা করুনা করে আমাকে পালন করেছেন যখন আমি ছোট ছিলাম।' এমন শব্দ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ব্যবহার করেছেন, যে একান্তভাবে মিঃ মুর্খ না হলে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তুমি কেমন করে বড় হলে, কে তোমাকে খাওয়ালো? যদি তোমাকে ঐ সময় কেউ খাইয়ে না দিতো, কি অবস্থা হতো তোমার? চিৎকার করলে মা এগিয়ে যায়। কেন এগিয়ে যায় মা? এর পরিবর্তে কি দিচ্ছ তুমি? তারপরেও কেন মা এগুলো করে? বলে যে, ভালো লাগে। ওর কান্না শুনলে থাকতে পারি না। কে দিলো তার মনের মধ্যে এই অবস্থা? এটা আল্লাহ তা'আলার কুদরত। তিনি পালনকারী। রাসূল (ﷺ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সারা দুনিয়ার মায়েদের মনে এত রহমত, এত করুনা

www.pathagar.com

দিয়ে দিয়েছেন যে, এটা তার করুনার একটি অংশ মাত্র। কুরআন শরীফের বিখ্যাত আয়াত,

كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ৬:১২

'He wrote down mercy upon Himself।' তিনি নিজের উপর লিখে নিয়েছেন Mercy, এ কথার মানে কী? 'করুণা করাকে নিজের উপরে কর্তব্যরূপে নির্ধারণ করে নিয়েছেন।' এর একটু নমুনা হচ্ছে আমাদের আম্মুরা। আব্বুদের অন্তর এত বেশি রহমশীল না। এজন্য হাদীস শরীফে রাসূল (ﷺ) আব্বুর কথা আগে বলেননি। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করেছেন, 'কার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবো?' তিনি বলেছেন, 'তোমার মা।' 'তারপরে?' 'তোমার মা।' 'তারপরে?' 'তোমার মা।' তিনবারই মায়ের কথা বলেছেন রাসূল (ﷺ)। চতুর্থবার গিয়ে বলেছেন, তোমার আব্বু। আমাদের সমাজে সবাই জিজ্ঞেস করে, বাপের নাম কি? কিন্তু কুরআন এত বেশি ক্রেডিট আম্মুদের দেয় যেটা কল্পনাতীত। এজন্য রাসূল (ﷺ) এর বিখ্যাত শব্দই হচ্ছে,

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ

'যে মানুষের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহরও শোকর আদায় করে না।' হাদীস শরীফের শব্দ। অর্থাৎ, আমাদের বলা উচিত جَزَاكَ اللهُ (জাযাকাল্লাহু)। আর আমরা ইংরেজীতে বলি, Thank you। বাংলায় বলি, ধন্যবাদ। আরব দেশে বলে, শোকরান। শোকরান বললে মনে করা হয় যে, সে খুব মডার্ন। জাযাকাল্লাহু - এটাতো ফকীররা বলে। ফকীরদের ভিক্ষে দিলে বলে যে, জাযাকাল্লাহু। আমরা অনেকে এটা বুঝিও না কি বললো। جَزَا শব্দের মানে He rewarded। ك মানে তুমি, আর اللهُ মানে তো আল্লাহই। তাহলে অর্থ দাঁড়ালো, He rewarded you Allah। আরবীতে নিয়ম হচ্ছে, ক্রিয়াপদকে বাক্যের প্রথমে সোজা বসিয়ে দেয়। আর মূল কারককে পরে আনে। তো جَزَا শব্দের মূল কারক হচ্ছে আল্লাহ। He

www.pathagar.com

rewarded you Allah মানে Allah rewarded you। এখানে অতীতকালের ক্রিয়াপদ। আর অতীতকালের ক্রিয়াপদ দু'আর জন্য ব্যবহার হয়। কাজেই মানে হচ্ছে, May Allah reward you। সুতরাং জাযাকাল্লাহ্ এর শাব্দিক অর্থ হলো, Allah rewarded you। আর ব্যবহারিক অর্থ হলো, May Allah reward you। আর হাদীস শরীফে এসেছে, 'ক' যদি 'খ' এর কোন উপকার করে, আর 'খ' যদি বলে জাযাকাল্লাহ [May Allah reward you], তাহলে দুনিয়াতে এর চেয়ে উত্তম কোন পন্থা নেই বদলা দেয়ার। আপনারা বুঝতে পেরেছেন কথাটা? আপনি আমার কোনো উপকার করলেন, আমি বললাম, জাযাকাল্লাহ্। রাসূল (ﷺ) বলেন যে, এই জাযাকাল্লাহ্ বলার চাইতে উত্তম কোন পন্থা নাই to show your gratitude। কারণ আপনি তো বদলা দেয়াটাকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেছেন; আল্লাহ্ আপনাকে এর বদলা দান করুন। কিন্তু আমাদের কাছে এটা কি প্রচলিত? বরং আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার অফিসের কোন বসকে এটা বলে তাহলে বলবে যে, এটা আবার কোন গালি দিলেন?

আমাদের অনেক কবি এরকম কবিতা লিখেছেন যে, আরবী হরফগুলো রাস্তা-ঘাটে দেখলে ঘৃণায় তার মনটা গরম হয়ে যায়! কারণ ছোটবেলায় সে কুরআন পড়েনি। কুরআনের সঙ্গে তার কোনো পরিচিতি নেই। অপরিচিত অক্ষর। আর ঈমানের কোনো দৌলত তার কাছে যায়নি। সে তো ঘৃণা করবেই। সকল ঘৃণার মূল হচ্ছে, পরিচয়ের অভাব। পরিচয় যদি থাকে তাহলে ভালোবাসে। আর পরিচয় যদি না থাকে তাহলে ঘৃণা আসে। আপনার সাথে বাসের সীটের মধ্যে খুব ঠাটে বসে আছে। তখন আপনি বলবেন যে, কি মিয়া দেখেন না? চেপে মেরে ফেলবেন নাকি? কিন্তু ঐ সময় যদি আপনার দু'টো বন্ধু আসে, তখন আপনি ডাবল চাপা খেয়ে হলেও তাদের বসাবেন। বসাবেন কিনা? যদি থাকে বন্ধুর মন, গাং পার হতে কতক্ষণ। বন্ধুকে বসানোর জন্য কি অবস্থা? আবার হোটেলে দুই বন্ধু মিলে খেয়েছেন। বিল হয়েছে সাতশ টাকা। একজন বললেন, 'আমি বিল দেবো।' তখন আর একজন বলে উঠলেন, 'না, আমি বিল দেবো।' কি রকম ঝগড়াটা হয়? 'না, তুই দিবি না। খবরদার! ফাটাফাটি হয়ে যাবে। আমি দেবো।' কিন্তু হোটেল থেকে বের হয়েই যদি রিকশাওয়ালাকে তিন টাকার জায়গায় চার টাকা দিতে হয়, তখন

www.pathagar.com

এক টাকার জন্য বুকটা ফেটে যায়। ঠিক কি না? 'এই ব্যাটা, তিন টাকা ভাড়া। থাপড়ে গাল ফাটিয়ে দেবো।' আমরা তখন রিকশাওয়ালাকে এক টাকা দিতে চাই না। আর ঐদিকে হোটেলে আমরা সাতশ টাকা দিতে রাজি হয়ে যাই। কেন? কারণ সে আমার পরিচিত। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বন্ধু কাকে বলে? যার সঙ্গে পরিচয় অনেক বেশি গভীর। এসবই পরিচয়ের ব্যাপার।

১৯৭৮ সাল। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেবের মার্শাল ল এর সময়। তখন আমার দু'টি ইনস্পেকশন টিমে সদস্য হিসেবে যাবার সৌভাগ্য হয়েছে। একবার ডঃ পাটওয়ারীর সঙ্গে ঠাকুরগাঁও। চীফ মার্শাল ল' ইনভেস্টিগেটরের স্পেশাল মার্শাল ল' ইনভেস্টিগেশন টিম। পানি উন্নয়ন বোর্ড এর কর্মকান্ডের তদন্ত করতে গিয়েছিলাম। দু'জনের কমিটি। ডঃ পাটওয়ারী হচ্ছেন প্রধান ব্যক্তি, আমি তার একমাত্র সদস্য। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা! সেটা এখানে বলবো না। পরবর্তীতে আর একটা ইনস্পেকশন টিমে গিয়েছিলাম। সেটা ছিল বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের। এই টিমের চেয়ারম্যান ছিলেন বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার এম বি রহমান। মেম্বার ছিলেন পিডিবির ডেপুটি ডাইরেক্টর ফিনেন্স, আমি এবং আর একজন যার কথা পুরো মনে নেই। বুয়েট থেকে কাউকে চাইলেই আমাকেই পাঠানো হতো। অথচ আমি ছিলাম সহকারী প্রফেসর। অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে অবজেকশনও আসতো যে, আমরা তো প্রফেসর চেয়েছিলাম। আমি বলতাম যে, তাহলে আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। তারপর বলতো, 'ঠিক আছে! থাকেন।' তারা চায় পিএইচডি, তারা চায় প্রফেসর। আর বুয়েট থেকে পাঠায় আমাকে, মৌলবী সাহেব।

আমরা রওনা হলাম ঢাকা থেকে। প্রথমে পাবনা। একটু আগে গিয়ে বগুড়া। তারপর রংপুর। ঘটনাটা হলো রংপুরে। রাতে আমরা থাকলাম। পরের দিন সকালে ১৩০ কেভি সাব-স্টেশন। সাব-স্টেশনের নীচে দাঁড়িয়ে উপরের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে। তখন তো আমার পায়ে ছিল রাবারের জুতা। তখনতো আমার চামড়ার জুতাও ছিল না। আমি অনেকদিন হাফেজ্জী হুযূরের অনুকরণে রাবারের পাম্প সু পরতাম। পরবর্তীতে ডাক্তাররা আমার পায়ের স্কীন সমস্যার জন্য বললো যে, অনুগ্রহ করে আপনি রাবারের জুতা পরবেন না। কাজেই এরপর থেকে আমি আবার চামড়ার জুতা পরা শুরু করলাম। জুতা দু'টোর মধ্যে তফাৎ

www.pathagar.com

আছে। কারণ যখন আপনি চামড়ার জুতা পরেন তখন আপনার সম্মান বেশি হয়। আর আপনি যখন রাবারের জুতা পরেন তখন আপনার দাম কম হয়। এমনিতে মৌলবীদের দেখলে কেউ চিনতে চায় না। আমার অবস্থাও তাই হলো। প্রশ্ন করছি। মার্শাল ল' টিমের লোক আছে, মেম্বার আছে, পিডিবির লোক আছে। ডেপুটি ডাইরেক্টর আছে। তারা প্রশ্ন করলে জবাব দেয়। আর আমি কোনো প্রশ্ন করলেই চরম বিরক্তিতে ঘৃণায় মুখ ফেরায়। মানে এই মৌলবীটা কোত্থেকে আসলো, ভাবটা এরকম। তিনবার-চারবার এরকম হলো। চীফ ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিন্টেডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার অনেকেই ছিলেন। আমি কিছু বললেই তারা চরম ঘৃণায় মুখ ফেরায়। মানে ভাবখানা এমন যে, মৌলবী সাহেব, পথ থেকে উঠে এসেছে। এ ব্যাটা মাঝখান থেকে কথা বলে কেন? তিন-চার বার ঘটনার পর আমার টিমের চেয়ারম্যান সাহেবের নজরে পড়েছে। তিনি বলে উঠলেন, ওহহো! আমার তো ভুল হয়ে গেছে। আমি তো পরিচয় করিয়ে দেইনি। তিনিই আমাদের টিমের টেকনিক্যাল এক্সপার্ট। বুয়েট থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব। কি করবো আমি? যদিও আমি এসিসটেন্ট প্রফেসর, লোকেরা খালি বলে প্রফেসর, প্রফেসর। যেখানেই যাই, সেখানেই লোকেরা আমার নামের আগে প্রফেসর লাগিয়ে দেয়, আমি কি করবো ভাই? যেই আমার চেয়ারম্যান সাহেব এই কথা বলেছে, তখন সবাই একেবারে about turn করলো: স্যার চিনতে পারিনি আপনাকে। মাফ করবেন স্যার। পায়ে পড়ার অবস্থা! পরিচয়-অপরিচয়ের বিষয়টি বোঝানোর জন্য এই ঘটনাটি বললাম। অনেক সাহাবী বলেছেন, ঈমান আনার আগে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) কে এত ঘৃণা লাগত! কিন্তু তারা যখন ঈমান কবুল করেছেন তখন আবার তার জন্য অকল্পনীয় মেহনত করেছেন।

আমার হাতের মধ্যে বইটা আমি নিয়েছিলাম একটি গল্প বলার জন্য। গল্পটা তো বলাই হলো না। গল্পটা হলো হযরত আমর ইবনুল আসের গল্প। ইসলামের বিখ্যাত সেনাপতি। তাকে বলা হয় মিশর বিজয়ী। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (رضي الله عنه) এর সময় তিনি মিশর জয় করলেন। এরপর তাকে মিশরের গভর্ণর বানানো হল। তিনি গভর্ণর থাকলেন দীর্ঘদিন। অদ্ভুত খেদমত করলেন। কিন্তু গল্পের প্রথম অংশে এসেছে, আমর ইবনুল আস মক্কার অতি বিরাট ব্যক্তি।

www.pathagar.com

আমর ইবনুল আস, The Conqueror of Egypt, the most cunning opponent, অতি চালাক বিরোধী। মানে ইসলামের বিরুদ্ধে মক্কার পুরো তের বছর সবচেয়ে বড় শত্রু, সবচেয়ে বেশি তৎপর ছিলেন এই ব্যক্তি। মক্কা বিজয়ের আগে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। মক্কা বিজয় হয়েছে কবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কায় ছিলেন তের বছর। তারপর হিজরত করলেন। মদীনায় গেলেন। তারপর বদরের যুদ্ধ হলো। He faught against the Prophet (ﷺ)। তারপর উহুদের যুদ্ধ হলো। He faught against the Prophet (ﷺ)। খালেদ বিন ওয়ালিদের যে দল মুসলমানদের কাবু করেছিল, he was one of his toughest companion। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানি পরবর্তীকালে হিজরতের ষষ্ঠ বা সপ্তম বর্ষে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। তারপরে রাসূল (ﷺ) এর সাথেই ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলের সাথে ছিলেন। কিন্তু মুসলমান হওয়ার আগে তার জীবনের সবচেয়ে বড় রকমের ঘটনাটি ঘটে যখন মক্কা থেকে মুসলমানদের একটি দল পঞ্চম নবুওতের বছরে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিল।

নবুওতের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কায় মুসলমানদের উপর অকল্পনীয় অত্যাচার নিপীড়ন-নির্যাতন এর প্রেক্ষিতে একদল মুসলমানকে মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। সেই দলের মধ্যে তাঁর জামাতা হযরত উসমান (রা) ছিলেন। তাঁর আপন চাচাত ভাই হযরত জাফর বিন আবূ তালিব (রা)ও ছিলেন। গল্পটা আমি এজন্য বলছি যে, এখানে একটি বিশেষ জিনিস আছে। তারা যখন প্রায় বিরাশি জনের জামাত মক্কা থেকে সোজা পশ্চিম দিকে লোহিত সাগর পার হয়ে আবিসিনিয়ায় গেলেন, তখন সেখানকার বাদশা নাজ্জাশি তাদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করলেন। এই অবস্থাটা মক্কার কুরাইশদের পছন্দ হলো না। এজন্য তারা দু'জন মানুষকে আবিসিনিয়ায় পাঠালো। তার মধ্যে সর্দার হচ্ছেন এই আমর ইবনুল আস। তিনি বাদশা নাজ্জাশির কাছে গেলেন। বাদশার সভাসদদের সবাইকে বড় রকমের ঘুষ দিলেন। তারপর বাদশার কাছে গিয়ে বললেন, তারা আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত। তারা আমাদের দেশের সব শয়তান-বদমাশ। তারা এসে আপনার এখানে আশ্রয় নিয়েছে। এদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন।

www.pathagar.com

বাদশা নাজ্জাশি খুব বিখ্যাত লোক ছিলেন। পরবর্তীকালে ইসলামও কবুল করেন। তিনি বললেন, 'তোমার কথার উপর আমি কোনো বিচার করব না। মুসলমানদের ডাকো।' মুসলমানদের ডাকা হলো। মুসলমানদের আমীর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা থেকেই বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের আমীর ছিলেন জাফর বিন আবূ তালিব। নায়েবে আমীর ছিলেন মুসআব বিন উমায়ের। এখন জাফর বিন আবূ তালিব বক্তৃতা দিচ্ছেন। এই বক্তৃতাটা আমি একটু পড়ি:

"O king, we were a people steeped in ignorance, worshipping idols, eating unsacrificed carrion, committing abominations, and the strong would devour the weak. Thus we were, until Allah sent us a Messenger from out of our midst, one whose lineage we knew, and his veracity and his worthiness of trust and his integrity. He called us unto Allah, that we should testify to His Oneness and worship Him and renounce what we and our fathers had worshipped in the way of stones and idols; and he commanded us to speak truly, to fulfill our promises, to respect the ties of kinship and the rights of our neighbours, and to refrain from crimes and from bloodshed. So we worship Allah alone, setting naught beside Him, counting as forbidden what He hath forbidden and as licit what he hath allowed. For this reason have our people turned against us, and have persecuted us to make us forsake our religion and revert from the worship of Allah to the worship of idols. That is why we have come to thy country, having chosen thee above all others; and we have been happy in thy

www.pathagar.com

protection, and it is our hope, O king, that here, with thee, we shall not suffer wrong."[15]

এটা কার ভাষণ? হযরত জাফর বিন আবূ তালিব এর। নাজ্জাশির দরবারে। এখন আমি বলি, এই বর্ণনাটা আমি প্রথম পাই ১৯৬৬ সালে। মতিঝিলে টাইগার ম্যানশন বিল্ডিং এ একটা লাইব্রেরী ছিল। বিল্ডিংটার এখন নাম রাখা হয়েছে 'স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড ভবন'। তার নীচের তালায় ছিল লাইব্রেরীটা। লাইব্রেরীর নাম ছিল পাকিস্তান কাউন্সিল লাইব্রেরী। সেখানে এক বইয়ে একজন ইংরেজ লেখক লিখছেন যে, এত অল্প কথায় ইসলামের এরকম সহজ বর্ণনা আর কোথাও পাওয়া যায় না। বক্তৃতাটা কার? হযরত আলী (রা) এর বড় ভাই জাফর বিন আবূ তালিবের। তার নাম আমরা বেশি শুনি না। কেন আমরা তার নাম শুনি না? পঞ্চম নবুওতের বছরে তিনি আবিসিনিয়ায় চলে গেলেন এবং তিনি সেই সফরে আমীর ছিলেন। আবিসিনিয়ার বাদশার দরবারে ইসলামকে ডিফেন্ড করলেন। তার বক্তব্যের বাংলা তরজমাটা করা দরকার। আমাদের আল্লাহর বান্দীরা ভেতরে আছেন।

বাদশাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'মহামান্য সম্রাট! আমরা ছিলাম মূর্তিপূজারী। মৃত জীবজন্তু ছিল আমাদের খাদ্য। আমরা লিপ্ত ছিলাম যাবতীয় অনাচারে-পাপাচারে। অতি তুচ্ছ কারণে আমরা ছিন্ন করতাম আত্মীয়তার সম্পর্ক। খারাপ ব্যবহার করতাম প্রতিবেশীদের সঙ্গে। সবল ঝাঁপিয়ে পড়তো দুর্বলের উপর। ঠিক এই অবস্থায় আল্লাহ আমাদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠালেন। আমাদের জানাশোনা এক অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম। তিনি একজন অতি সৎ এবং নির্ভরযোগ্য মানুষ। তিনি এসে আমাদের ডাকলেন তাওহীদের দিকে। এক আল্লাহর দিকে। প্রত্যাখান করতে বললেন পূর্ব-পুরুষদের বাতিল ধর্ম। মূর্তিপূজার ধর্ম। পাথরপূজার ধর্ম। তিনি আমাদের আরো নির্দেশ দিলেন, সদা সত্য বলার। আমানতের খিয়ানত না করার। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করার। প্রতিবেশীদের

[15] MUHAMMAD: HIS LIFE BASED ON THE EARLIEST SOURCES, Martin Lings, published by Inner Traditions International Ltd, Rochester, Vermont, USA, page 83.

www.pathagar.com

সাথে উত্তম আচরণ করার এবং রক্তপাত ও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হওয়ার। অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হওয়ার। মিথ্যা না বলতে, এতিমদের মাল আত্মসাৎ না করতে এবং সতী-সাধ্বী মহিলাদের নামে অপবাদ আরোপ না করতেও তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন। তিনি আরো নির্দেশ দিলেন, এক আল্লাহর ইবাদত করতে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে। সালাত আদায় করতে এবং যাকাত প্রদান করতে। তখন আমরা তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম। তাঁকে সত্য নবী বলে মেনে নিলাম। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যে বাণী ও পয়গাম নিয়ে এসেছেন, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। শিরক প্রত্যাখান করে শুধু এক আল্লাহর ইবাদত শুরু করলাম। আমাদের উপর যা হারাম করা হয়েছে তা হারাম হিসেবে এবং যা হালাল করা হয়েছে তা হালাল হিসেবে মেনে নিলাম। তখনই আমাদের স্বজাতি আমাদের উপর জুলুম-নিপীড়ন শুরু করে। আমাদেরকে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস থেকে আবার মূর্তিপূজায় ফিরিয়ে নিতে এবং নতুন করে পাপাচার-অনাচারে লিপ্ত করতে জঘন্যতম পন্থায় নির্যাতন শুরু করে। ওরা যখন আমাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে দিতে লাগলো, মক্কায় যখন আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো এবং ধর্ম পালনেও সীমাহীন বাঁধা আসতে লাগলো, তখনই হে মহামান্য বাদশা! আমরা অন্য কোথাও না গিয়ে আপনার দেশে আপনার কাছে ছুটে এসেছি এই আশায় বুক বেঁধে, এখানে আমরা মজলুম হবো না।'[১৬]

তারপর আছে, জাফরের বক্তব্য শোনে বাদশা খুব মোহিত হলেন। আর বললেন যে, তোমাদের নবীর কাছে আল্লাহর কাছ থেকে যা নাযিল হয়েছে, কিছু আমাকে শোনাবে? তখন জাফর কুরআন শরীফের সূরা মারইয়ামের প্রথম থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন। তার তরজমাও তাকে শোনানো হলো। এগুলো শুনে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তার সঙ্গে খ্রীষ্টান পাদ্রীরাও কাঁদতে থাকলো। এই কথাটিই কুরআন শরীফের সাত পারার প্রথম আয়াতে রয়েছে। আমরা আগে আলোচনা করেছি কোনো পারার কোন আয়াত? তেইশ পারার প্রথম আয়াত। আয়াতটি কি?

---

[১৬] প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী, প্রকাশক: মাকতাবাতুল আশরাফ, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ ২৭২-২৭৩।

www.pathagar.com

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'কি হলো আমার কেনই বা উপাসনা করবো না সেই মহান সত্তার যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।' আর এখন কোন পারার কথা বলছি? সাত পারার প্রথম আয়াত। আয়াতে কারো নাম নেই, কিন্তু বর্ণনাভঙ্গি এরকমই। The name is not there. It narrates the fact, তখন সেটা এমন একটা বাক্য হয়ে যায়, যুগ যুগ ধরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেটাকে যে কোনো মানুষ আবৃত্তি করে একই রকম স্বাদ পাবে।

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ৫:৮৩

'আর যখন তারা তা শ্রবণ করে, যা রাসূল এর প্রতি নাযিল হয়েছে, তখন তুমি দেখবে যে, তাদের চোখে অশ্রু বইতে শুরু করে, এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। সুতরাং আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।' যখন তারা শোনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপরে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তখন তুমি দেখবে[১৭] সত্যানুভূতির কারণে তাদের চোখ থেকে পানি পড়ছে। তারা যখন প্রকৃত সত্যকে চিনতে পারে তখন তাদের চোখ থেকে সত্যানুভূতির অশ্রু বেয়ে পড়ে। এখানে কোনো ব্যক্তির নাম নেই। উলামায়ে কেরাম বলেন, এ আয়াতটি নাজ্জাশির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যিনি জাফর বিন আবূ তালিবের রিসাইটেশন শুনে কেঁদেছিলেন। এ গেল প্রথম দিন। বাদশা আমর বিন আসকে হঁটিয়ে দিলেন। আবার দ্বিতীয় দিন রাতভর চিন্তা-ভাবনা করে তিনি ঠিক করলেন যে, এবার অন্য কথা বলবেন। দ্বিতীয় দিন তিনি সোজা বাদশা নাজ্জাশির কাছে গিয়ে বললেন, 'মহামান্য বাদশা!

---

[১৭] ترى মানে তুমি দেখবে। এটা বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ। আরবীতে ক্রিয়াপদের দু'টো ভাগ। একটি হলো অতীত কাল। আর একটি হলো মুজারে। মুজারে মানে বর্তমান কালও, ভবিষ্যৎ কালও। এখানে ترى শব্দটা মুজারের শব্দ।

www.pathagar.com

এই ধর্মত্যাগীদেরকে এতো সহজে ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। এরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ভয়ংকর ধারণা পোষণ করে যা সরাসরি আপনার ধর্মমতের বিরোধী।' এজন্য দ্বিতীয় দিনে বাদশা আবার মুসলমানদের দলকে তার দরবারে ডাকলেন এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন জাফর (রাঃ) ষোল পারার সূরা মারইয়াম থেকে তেলাওয়াত করে শোনালেন। সেই জায়গাটা হলো, হযরত মারইয়াম (আঃ) যখন তার ছেলেকে কোলে নিয়ে এল, তখন তার সমাজের লোকেরা তাকে খুব গালি দিতে আরম্ভ করলো - 'তুই এরকম ভাল ঘরের মেয়ে, এরকম কুলটা কেমন করে হলি? বিনা বিবাহে তোর কোলে সন্তান কেমন করে এলো?'

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ১৯:২৯

'মারইয়াম আল্লাহর তরফ থেকে বাচ্চার দিকে ইশারা করে দেখালেন।' তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে উঠলো,

كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ১৯:২৯

'কোলের শিশুর সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলবো?' আর ঈসা (আঃ) আল্লাহর হুকুমে কোলে থেকে কথা বলে উঠলেন,

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا
كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
۞ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ১৯: ৩০-৩৩

'তিনি বললেন, আমি আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন। আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। এবং জননীর প্রতি অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে

www.pathagar.com

উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করবো এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হবো।'

কুরআন শরীফের এই অংশটুকু জাফর (রাঃ) বাদশা নাজ্জাশিকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। সূরা মারইয়ামের কয়েকটি আয়াত যেখানে ঈসা (আঃ) মায়ের কোল থেকে কথা বলছেন। উলামায়ে কেরাম বলেন, অন্য নবীরা পরিণত বয়সে বলেছেন যে, আমি নবী। আর ঈসা (আঃ) মায়ের কোল থেকে বলেছেন যে, তিনি নবী। এই জায়গা শুনে নাজ্জাশি আবার কাঁদতে শুরু করলেন।

ঘটনাটি ঐতিহাসিকভাবে দেখতে হবে। জাফর (রাঃ) সম্পর্কিত বর্ণনা হাদীস শরীফে এসেছে মা উম্মে সালামার মাধ্যমে যিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিবি ছিলেন। কিন্তু শুরুতে তিনি ছিলেন আবূ সালামার স্ত্রী। তিনিও তার স্বামী আবূ সালামাসহ এই আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী দলের সঙ্গে হিজরত করেছিলেন। আর বাদশা নাজ্জাশির সামনে জাফর এবং আমর ইবনুল আস এর মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, তার স্বাক্ষী ছিলেন এই মা উম্মে সালামা। মা উম্মে সালামা পরবর্তীতে তার স্বামী শহীদ হবার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিবি হন। তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইবনুল আস এবং তার সঙ্গীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলো। প্রথম দিন জাফর ঐ বক্তৃতা দিলেন। যেহেতু আমরা খ্রীষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে বলি, সেজন্য আমাদেরকে আবার দ্বিতীয় দিন জমা করা হলো। সেদিন জাফর সূরা মারইয়াম থেকে তেলাওয়াত করে শোনালেন। নাজ্জাশি আবার কাঁদলেন এবং আমর ইবনুল আসকে হাঁটিয়ে দিলেন।

আমি কথাটা এজন্য বললাম যে, হযরত জাফর (রাঃ) ইতিহাসের দিক থেকে কোন তারিখে হিজরত করেছিলেন? তার হিজরত হয়েছে পশ্চিম দিকে। রাসূল (সাঃ) এর হিজরত ছিল নর্থওয়াইস, উত্তরে। নবুওতের তের বছর পরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরত করেছিলেন। আর জাফর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশে হিজরত করেছিলেন নবুওতের পঞ্চম বর্ষে। হাদীস শরীফ থেকে অপূর্বভাবে তারিখের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেটা এই যে, তিনি নাজ্জাশির ওখানে গেলেন আর থাকলেন,

www.pathagar.com

এরপর ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ নবুওতের বছরে রাসূল হিজরত করলেন। প্রথম হিজরী হল। হযরত উমর (রাঃ) পরবর্তীতে এই হিজরী সন গণনা শুরু করেন। রাসূল যে বছর হিজরত করেন, সেই বছর প্রথম হিজরী সাল। জাফর কিন্তু ওখানেই আছেন। তাকে রাসূল এখনো ডাকেননি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এলেন মদীনায়। হল বদরের যুদ্ধ। তখনো তিনি জাফরকে ডাকেননি। তারপরের বছর উহুদের যুদ্ধ। জাফরকে তখনো ডাকেননি। অন্যদের ডেকে পাঠিয়েছেন। উসমানকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। মুসআব বিন উমায়েরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। হিজরতের এক বছর আগে যাকে রাসূল মদীনায় পাঠালেন, তিনি ঐ মুসআব। মদীনার কয়েকজন মুসলমান হবার পর যখন আবেদন করল, আমাদেরকে একজন মুআল্লিম দেন যিনি আমাদেরকে কুরআন শেখাবেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসআব বিন উমায়েরকে পাঠালেন যিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী দলের নায়েবে আমীর ছিলেন। মুসআব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হয়ে মদীনার লোকদেরকে তা'লীম দিলেন। তার এক বছরের প্রচেষ্টায় মদীনার দুইজন বড় সর্দার মুসলমান হল। পরের বছরই তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে গিয়ে আমন্ত্রন জানাল, আপনি আমাদের শহরে আসেন। এই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরত করলেন। হিজরতের এক বছর পরে বদরের লড়াই হল। সেই লড়াইতে মুসলমানদের পতাকা বাহক মুসআব (রাঃ)। তাদের গোত্রের নাম ছিল আব্দুর যর। আর মক্কার কুরাইশদের অভ্যাস ছিল, একেক কাজের জন্য একেক গোত্রের উপর দায়িত্ব নির্ধারিত ছিল। লড়াইয়ের সময় নিশান থাকবে আব্দুর যর গোত্রের কাছে। বদরের লড়াইতে দুই পক্ষেরই নিশান ছিল আব্দুর যর গোত্রের লোকের হাতে। এই দিকে ছিল মুসআব বিন উমায়ের এর হাতে। আর কাফেরদের নিশান ছিল তারই এক আত্মীয়ের কাছে। কারণ কুরাইশদের দিকেও পতাকা আব্দুর যর গোত্রের লোকের হাতে ছিল। আর এর পরের লড়াই, উহুদের লড়াইতে শহীদ হয়ে গেলেন মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)। হযরত জাফর (রাঃ) কিন্তু তখনো আবিসিনিয়ায়। এজন্য জাফরের নাম বেশি পাওয়া যায় না। কারণ তিনি বদরের লড়াই করেননি। তিনি উহুদের লড়াই করেননি। খন্দকের লড়াই করেননি। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় ছিলেন না। এরপরে হয়েছিল খাইবারের লড়াই। এ যুদ্ধে ভয়ংকর লড়াই হয়েছে।

www.pathagar.com

মুসলমানদেরকে একটি দুর্গ ঘেরাও করে রাখতে হয়েছে। আর ঐ দুর্গ ঘেরাও করে রাখতে গিয়ে তাদের খানা-পিনা এবং রসদে এমন shortage পড়ে গেল যে, তাদেরকে ঐ সময় রাসূল আদেশ দিলেন যে, ঘোড়া জবাই করে খাও। ঘোড়ার গোস্ত অন্য সময় জায়েয নেই। ঐ লড়াইতে জান বাঁচানোর জন্য মুসলমানরা ঘোড়া জবাই করে খেলেন। ঘেরাও করে রাখার কারণে সেখান থেকে তারা কোথাও যেতেও পারেন না। অবশেষে আল্লাহ জয় দিলেন। এ লড়াই শেষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জাফর (رضي الله عنه)কে মদীনায় ফিরে আসতে বললেন। তখন জাফর (رضي الله عنه) আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এলেন।

আর হাদীসের বিখ্যাত ঘটনা। রাসূল (ﷺ) এরকমভাবে জীবনে কাউকে জড়িয়ে ধরেননি, জাফর (رضي الله عنه)কে যেভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আর বললেন, আমি বলতে পারব না, কোনটা আমার কাছে বেশি আনন্দের! আমার জাফরকে আমার কাছে ফিরে পাবার আনন্দ নাকি খাইবারের লড়াইতে জেতার আনন্দ! A famous quote of the Prophet (ﷺ) : 'I do not know which makes me feel happier, Khaibar's conquest or Jafar's arrival.'[18] কত বছর পরে জাফরের সঙ্গে রাসূলের দেখা হল? জাফর হিজরত করেছিলেন নবুওতের পঞ্চম বর্ষে। তার আট বছর পরে রাসূল হিজরত করলেন মদীনায়। আর খাইবারের বিজয় হয়েছিল অষ্টম হিজরীর শুরুর দিকে। আর শেষের দিকে মক্কা বিজয় হয়েছিল। তাহলে কত বছর পরে হল? ঐদিকে নয় আর এদিকে আট মোট সতের বছর পরে জাফরকে ফিরে পেয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। সতের বছর ধরে তিনি পড়েছিলেন রাসূল (ﷺ) এর হুকুমে, কোথায়? আবিসিনিয়ায়। এলেন ফিরে। এই বছরই শেষের দিকে মূতার লড়াই হল। আর মূতার লড়াইয়ের আগে রাসূল (ﷺ) বললেন, এই লড়াইয়ের আমীর হবেন যায়েদ বিন হারেসা। যদি যায়েদ শহীদ হয় তাহলে আমীর হবে জাফর বিন আবূ তালেব। ঐ জাফর যিনি আবিসিনিয়ায় ছিলেন সতের বছর। জাফরের জীবনের একটাই লড়াই। সেটা হল

[18] Men Around The Mesenger, Khaalid Muhammad Khaalid, published by Dar Al-Manarah, El-Mansoura, Egypt, page 216.

www.pathagar.com

মূতার লড়াই। আর লড়াইতে যাবার আগে রাসূল বলছেন, এই লড়াইয়ের আমীর হবে যায়েদ বিন হারেসা। তার বিখ্যাত গোলাম। তার এক কালের পালকপূত্র। তাকে বলা হতো যায়েদ বিন মুহাম্মাদ। পরবর্তীতে আল্লাহ বললেন, না। যায়েদ বিন মুহাম্মাদ বলা যাবে না। যায়েদ বিন হারেসা বল। আর নইলে এর আগ পর্যন্ত তিনি যায়েদ বিন মুহাম্মাদ নামেই পরিচিত ছিলেন। সেটা তো আর এক গল্প। প্রথম আমীর যায়েদ। তারপর বললেন, যদি যায়েদ শহীদ হয় তাহলে আমীর হবে জাফর বিন আবূ তালেব। যদি জাফর শহীদ হয় তাহলে আমীর হবে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা। প্রথম দু'জন মক্কার মানুষ। তৃতীয় জন মদীনার। আর যদি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা শহীদ হয়ে যায়, তাহলে তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর বানিয়ে নিও।

এক ইহুদী এই কথা শুনে বলে যে, নবীরা যখন এরকম করে কোন কথা বলে, এখানে 'যদি' মানে he is sured to get killed। জাফরের জীবনে একটাই বড় লড়াই। আর সেটা হল এই মূতার লড়াই। তারা গেলেন। ঠিকই লড়াইয়ের মধ্যে প্রথম শহীদ হয়ে গেলেন যায়েদ (রাঃ)। দ্বিতীয় শহীদ হলেন জাফর (রাঃ)। তৃতীয় শহীদ হলেন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)। এখন আমীর নির্বাচন করা নিয়ে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। সেখানে আরকাম (রাঃ) ছিলেন, তিনি জানালেন যে, তোমরা পতাকা নাও। কাকে দিবে দাও? সবাই বলল, তুমি আমাদের নতুন কমান্ডার হও। তিনি বললেন, না তোমরা বাছাই কর। অবশেষে নিজেই suggest করলেন যে, আমি এ লড়াইয়ের নিশান খালেদের হাতে দিতে চাই। খালেদ (রাঃ) তখন মুসলমান হয়েছিলেন। উহুদের লড়াইতে মুসলমানদের অবস্থা খারাপের জন্য যিনি দায়ী ছিলেন, তিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন। আর তার সাতশ মাইল দক্ষিণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনার মসজিদে নববীতে বসা। এই আর একটা মুজিযা। মসজিদে সাহাবীদেরদের সামনে নিয়ে বসেছেন। আর রাসূলের চোখ থেকে পানি পড়ছে। এই আমার যায়েদ শহীদ হয়ে গেল। এই আমার জাফর শহীদ হয়ে গেল। এই আমার আব্দুল্লাহ শহীদ হয়ে গেল। মানে সোজা ভিডিও।

www.pathagar.com

কম্পিউটার সাইন্সের ডিপার্টমেন্টের টিচাররা এখন বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, এত দূরের দৃশ্য আসতে পারে। তারা বলবে, এটা তো ইলেকট্রো-মেগনেট স্পেক্ট্রামের রেডিও ওয়েবগুলো করে। এখনো টেকনোলজি! আল্লাহর কুদরতে বিশ্বাস হয় না। হাদীসের বিখ্যাত শব্দ, আপনি খুলে দেখেন, বুখারি শরীফের হাদীস: রাসূল (ﷺ) মদীনার মসজিদে বসে ঐ মূতার লড়াই এর কথা বর্ণনা করছেন। মূতা মদীনা থেকে সোজা ৭০০ মাইল উত্তরে, একেবারে জর্দানের বর্ডারে। মূতা এখনো শহর আছে। অনেকে মূতা শহর বেড়িয়ে এসে আমাদেরকে মূতার ঘটনা বলে যে, মূতায় গিয়েছিলাম। সেখানে জাফর (রা) এর কবর যিয়ারত করে এলাম। ঐ ঘটনা রাসূল (ﷺ) মদীনায় বসে বলছেন, এই আমার যায়েদ শহীদ হয়ে গেল। এই আমার জাফরের হাতে নিশান। জাফরের ডান হাতটা ওরা কেটে দিয়েছে। এখন জাফর বাম হাতে নিশান নিয়েছে। বাম হাতটাও রোমানরা কেটে দিয়েছে। জাফর দুটো কাটা হাত দিয়ে নিশানটাকে বুকে জাপটে ধরেছে। এই জাফর শহীদ হয়ে পড়ে গেল। এই নিশান আব্দুল্লাহ নিল। আব্দুল্লাহও শহীদ হয়ে গেল। এখন যখন নিশান মুসলমানরা খালেদের হাতে দিল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন বলে উঠলেন, এখন নিশান খালেদের হাতে গিয়েছে। খালেদ সাইফুম মিন সুয়ুফিল্লাহ। মদীনায় বসে তিনি খালেদের নাম দিলেন, আল্লাহর তরবারিগুলোর মধ্যে একটি তরবারি। হযরত খালেদ (রা) কিন্তু আসলে সাতশ মাইল দূরে। এই হযরত খালেদ (রা)-এর নাম হল, খালেদ সাইফুম মিন সুয়ুফিল্লাহ [A Sword from the Swords of Allah!]। আর মাত্র তিন হাজার সৈন্য! এখন তো আমাদের মুসলমানরা শুনলে বলবে, সব গাল-গল্প বল তোমরা। ঐ দিকে সৈন্য সংখ্যা এক লাখ। কিন্তু খালেদ এই তিন হাজার সৈন্যকে নিয়ে রণকৌশলে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করলেন যে, তিনি তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলে আসলেন। মদীনায় যখনই তারা ফিরে এলেন, তখন চারিদিক থেকে মেয়েরা আর ছোট্ট বাচ্চারা 'দুয়ো দুয়ো' করতে লাগল। তাদের উপর ঢিল মারতে লাগল আর বলতে লাগল, পালিয়ে এসেছো। পালিয়ে এসেছো। মানে শহীদ হলে না কেন? কিন্তু রাসূল তাদেরকে বললেন, না। খালেদ যা করেছে ঠিক করেছে। এই হল গল্প।

www.pathagar.com

জীবনে একটাই লড়াই করেছেন জাফর বিন আবূ তালিব (ﷺ)। যায়েদ (ﷺ) তো আরো লড়াই করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (ﷺ)ও অনেক লড়াই করেছেন। জাফর (ﷺ) মূতার যুদ্ধ ছাড়া আর কোন লড়াই করেননি এবং ঐ যুদ্ধেই তিনি শহীদ হলেন। লেখক লেখেন, তিনি জীবনে দুটো যুদ্ধ করেছিলেন। একটি মূতার ময়দানে যেখানে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। আর একটি সতের বছর আগে। That was a war of words. নাজ্জাশির দরবারে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, সেটা ইসলামের ইতিহাসের একটি অমূল্য সম্পদ। তিনি সেখানে ইসলামের এক অপূর্ব definition দিয়েছিলেন। যার কারণে নাজ্জাশি আরো দু'বছর পরে নিজেও মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। He was the only King who embraced Islam when the Prophet was living। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় একজন নরপতি ইসলাম কবূল করেছিলেন। তিনি হলেন এই নাজ্জাশি। আর রাসূলের জীবদ্দশায় তিনি মারাও যান। এজন্য তার জানাযা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় পড়েছিলেন। এই গায়েবী জানাযা পড়ার দলীল একটিই পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জীবনের গায়েবী জানাযা একবার পড়েছেন। মূতার শহীদদের জন্য পড়েননি। নাজ্জাশির জন্য পড়েছেন। কেন? এটার জবাব আমাদের কাছে নেই। ওখান থেকে কোন কোন মাযহাব গায়েবী জানাযা জায়েয বলে। কিন্তু আমাদের হানাফী মাযহাবে জায়েয নেই। হানাফী মাযহাবে বলে যে, লাশ হাজির থাকতে হবে। আর আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো গায়েবী জানাযা খুব পছন্দ করে। যখন-তখন দলীল দেয়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গায়েবী জানাযা পড়েছিলেন না? এই হল গল্প।

যা হোক আমি বলছিলাম যে কথাটা, ঐখানে যে কথাটা আছে কুরআন মজীদে আল্লাহ সাজিয়ে দিয়েছেন, কেন আমি উপাসনা করব না তার - অথচ তারই কাছে ফিরে যেতে হবে তোমাদেরকে? প্রথমটা নিয়েছে নিজের উপরে। আর দ্বিতীয়টা এমন একটি অমোঘ সত্য, যেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সেটা ফেলেছে তার কমিনিট্রটির উপরে। কুরআন মজীদের সূরা ইয়াসীনের প্রথম দিকের অংশ, তেইশ পারার প্রথম আয়াত। The man who came running from the outscirt of the city is lecturing to his community:

www.pathagar.com

وَمَالِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এই যে কথাটা, এই কথাটা ইসলামের সবচেয়ে বড় কথা। কেন আমি উপাসনা করব না সেই মহান সত্তার, যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিলেন। তারই কাছে তোমরা ফিরে যাবে। তার মধ্যে 'আমি ফিরে যাব' ভরা। আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, কেন আমরা উপাসনা করব না সেই মহান সত্তার, যিনি আমাকে অস্তিত্ব দিলেন। এই উপাসনারই পদ্ধতি ইসলাম শেখায়। কুরআনের আর এক জায়গায় আল্লাহ বলেন,

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ৩১:১৪

'তুমি আমার শোকর আদায় কর, তোমার আব্বু-আম্মুর শোকর আদায় কর।' শোকর আদায় করা ইসলামের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। শোকর আদায় কর আল্লাহর। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন । শোকর আদায় কর তোমার আব্বু-আম্মুর। বল,

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ১৭:২৪

শোকর আদায় কর রাসূলের, তার উপর বেশি বেশি দরূদ পড়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ। শোকর আদায় কর মানুষের। কিভাবে শোকর আদায় করবে? বল, জাযাকাল্লাহ। কিন্তু সমাজে এটা অপ্রচলিত বলে ভাইস চ্যান্সলরকে যদি কেউ জোরে বলে জাযাকাল্লাহ, তখন সবাই বলবে, এটা আবার কি বললেন? অপরিচিত যে জন, এখন অপরিচিত হয়ে গেছে। আর চৌদ্দ শত বছর আগে রাসূল বলেছেন,

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

'Islam started it's journey as a stranger. Very soon it will become stranger. Good news for the strangers.'[১৯] ইসলাম আগন্তুকের মতো তার যাত্রা শুরু করেছে। শীঘ্রই এটা আবার অপরিচিত হয়ে

[19] সহীহ মুসলীম হাদীস ২৭০, হযরত আবু হুরায়রা(ঃ) এর বর্ণনা

www.pathagar.com

যাবে। অদ্ভূত হাদীস! এখন 'জাযাকাল্লাহ' বললে, লোকে হাসে। এটা আবার কি বললেন? আর রাসূল বলেন, উপকৃত ব্যক্তি উপকারকারী ব্যক্তিকে যদি বলে জাযাকাল্লাহ, যার মানে হচ্ছে May Allah reward you. দুনিয়াতে আর কোন পন্থা নেই এর চেয়ে উত্তম কোন ধন্যবাদ দেয়ার। আমরা কি এটা পছন্দ করব? আমরা পছন্দ করি Thank you. আমরা পছন্দ করি, সাবাহা আল খায়ের। সুপ্রভাত। আর চৌদ্দশত বছর আগের ঘটনা, মক্কার এক সর্দার মদীনায় এসেছে। রাসূলকে বলে, সাবাহা আল খায়ের। রাসূল বলেন, এটার সম্বোধনের জবাব আমি দেব না। আল্লাহ তো আমাকে আকাশ থেকে Heavenly Salutation পাঠিয়েছেন। আসসালামু আলাইকুম।

আমি আমার আম্মুর সঙ্গে হজ্জ করেছি ১৯৮৪ সালে। আমার আম্মুর বয়স তখন এই ৬৭/৬৮ বছর হবে। আমরা মদীনায় থাকলাম এক বাড়িতে। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর রওজা মোবারকের দক্ষিণ দিকে অনেক বসতি ছিল। সেখানেই আমরা থাকতাম। একবার এক বাড়িতে বাসন-কোসন ধুতে গিয়েছি। দেখি আর একজন সিরিয়ান মহিলা। বয়স আমার মায়ের মতোই। ধপ ধপ করে চলছে। ওর কোনো খাদেম নেই। আমি আমার মায়ের খাদেম। ঐ বৃদ্ধা মহিলা আমাকে দেখেই বলে, 'সাবাহা আল খায়ের'। মানে সিরিয়াতেও এই রোগ ঢুকেছে। Good Morning বলা বেশি ভদ্রতা। আসসালামু আলাইকুম নেই। আজকে থেকে একুশ বছর আগের ঘটনা। খুব আদরের সঙ্গেই আমাকে ঐ বুড়ি বলে, 'সাবাহা আল খায়ের'। আমি বললাম, 'লা সাবাহা আল খায়ের। আসসালামু আলাইকুম।' আর তখন বুড়ি বলেন, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ওয়া অলাইকুমুস সালাম।'

'সাবাহা আল খায়ের' অথবা Good Morning নতুন সম্ভাষণ না। যুগ যুগ ধরেই ছিল। চৌদ্দ শত বছর আগে রাসূলকেই এইভাবে সম্ভাষণ জানানো হয়েছিল। সাবাহা আল খাইর। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি এটার জবাব দিব না। আল্লাহ তো আমাকে বেহেশতি সম্ভাষণ দিয়েছেন। সেটা কি? আস্‌সালামু আলাইকুম। Thank you - কি মানে হল? রাসূল কি শেখান? বল, জাযাকাল্লাহ (May Allah reward you)। Good Morning এর বিপরীতে রাসূল কি শেখান? বল,

www.pathagar.com

আসসালামু আলাইকুম। আকাশ-পাতাল তফাত। আসসালামু আলাইকুম এর মধ্যে আল্লাহর নাম নেই। কিন্তু কুরআন মজীদে সূরা ইয়াসীনের আয়াত,

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ৩৬:৫৮

'করুণাময় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শব্দ সালাম।' বেহেশতে আল্লাহ তা'আলা বেহেশতবাসীদেরকে সালাম দিয়ে সম্ভাষণ করবেন। এজন্য রাসূলের বিখ্যাত বাণীঃ

اَفْشُوالسَّلَامَ

'সালামের বহুল প্রচলন কর।' আসাসলামু আলাইকুম এর বহুল প্রচলন কর। আর হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব বলতেন, সালাম সমাজে বড় বিকৃত হয়ে গেছে। বলে, স্লামুলাইকুম। আর বড় বড় সাহেবরা বলে, স্লা-কুম। মাওলানা আবরারুল হক সাহেব (রহঃ) বলতেন, সালামকে জিন্দা কর। বল, আসসালামু আলাইকুম। স্লামুলাইকুম বল না। স্ল-কুম বল না। রাসূলের সুন্নতগুলোকে জিন্দা কর। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ

يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ৯:৪০

'যদি আমার রাসূলকে তোমরা সাহায্য না কর, তাহলে মনে রেখ আল্লাহই তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন অবিশ্বাসীরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন দু'জনের একজন যখন তারা ছিলেন গুহার মধ্যে। তিনি তার বন্ধুকে বলেছিলেন, চিন্তিত হইও না। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।' সূরা তওবার বিখ্যাত আয়াত। আয়াত নম্বর চল্লিশ। সূরা নম্বর নয়। বাকীটুকু দেখে নেবেন। হোমটাস্ক থাকল। আল্লাহ বলেন, যদি তোমরা আমার রাসূলকে না সাহায্য কর, অপূর্ব ভঙ্গি! If you don't help my Prophet, আল্লাহই তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন তারা ছিলেন গুহার মধ্যে। যখন তিনি তার বন্ধুকে বলেছিলেন, চিন্তিত হইও না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অপূর্ব কুরআনের গল্প বলার ভঙ্গি! একটি পোঁচ

www.pathagar.com

দিয়ে বিরাট চিত্রাংকন হয়ে গেল। When they two were in the cave, who are the two? কুরআনের নাম নেই। কুরআনের বর্ণনা এরকমই। এখানে إِذْهُمَا শব্দের মানে When they two। ٱلْغَارِ শব্দের মানে The cave। সবাই জানে, إِذْهُمَا এর একজন রাসূল আর একজন কে? আবূ বকর সিদ্দীক (ﷺ)। How did he helped Islam? এজন্য বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রিয় সাহাবীদের দিকে দেখ। তাদের পথে চল। আল্লাহ তাআ'লা আমাদের তাদেরকে দেখে দেখে ইসলামের দিকে অগ্রসর হবার তৌফীক দেন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

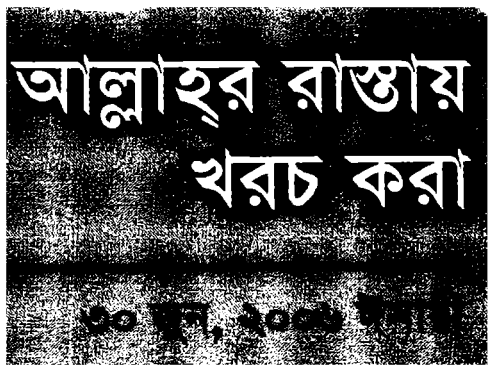

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা

৩০ জুন ২০০৬, জুমু'আর খুতবার আগে বয়ান
মুসলিমবাগ জামে মসজিদ, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞ اَمَّا بَعْدُ، فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আমি আপনাদের সামনে কুরআন শরীফের যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি, হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) বার বার এই অংশটুকু পড়তেন। আল্লাহপাক বলেন,

www.pathagar.com

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ২:২৮১

'তোমরা ভয় কর সেদিনকে যেদিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে। প্রত্যেককে যা সে কামাই করেছিল, যা সে অর্জন করেছিল, তার পরিপূর্ণ বদলা দেয়া হবে। তাদের উপর কোনই জুলুম করা হবে না।' শব্দ এসেছে ثُمَّ تُوَفَّىٰ অতঃপর পরিপূর্ণ বদলা দেয়া হবে, তার পরিপূর্ণ প্রাপ্য দেয়া হবে, كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেক নফসকে, مَّا كَسَبَتْ যা সে কামাই করেছিল। আয়াত থেকে বোঝা যায়, এই প্রাপ্য দুনিয়ায় আমরা যা পাই, তা না। দুনিয়ায় আমরা কত রুজি করি, কামাই করি। কেউ বড় ব্যবসায়ী, তার ব্যবসায় প্রফিট হয়। কেউ চাকুরী করে, বেতন পায়। কেউ মজদুরী করে, মজুরী পায়। যত রকমের কামাইয়ের কথা আমরা বলি, এটা সে কামাই না। কারণ আল্লাহ বলছেন, অতঃপর বদলা দেয়া হবে সেই দিন। সেই দিন কোনদিন?

يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

'যেদিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে।' আমাদের এই ধর্মেই প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) পরিষ্কার ভাবে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, একদিন আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যাব। এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে অনেক জায়গায় সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে আরো বিস্তারিত বলা হয়েছে। কুরআন শরীফে এখানে বলা হল, 'ঐ দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে।' কোন দিন তাহলে সেটা? উলামায়ে কেরাম বলেন, তোমার জন্য তোমার মওতের দিন। মওতের দিন ফিরিয়ে নেয়া হল কিভাবে? মওতের দিন তো আমাদেরকে কবরে রাখা হল। কথা ঠিক। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কবরে শুয়ে আছেন। তার প্রিয় সাহাবী হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) কবরে শুয়ে আছেন। হযরত উমর ফারুক (رضي الله عنه) কবরে শুয়ে আছেন। কত বছর ধরে শুয়ে আছেন? ১৪০০ বছর ধরে শুয়ে আছেন।

www.pathagar.com

কবর তো হল বাহ্যিক চোখে দেখা গর্ত। আসলে শরীয়তের ভাষায় এর সঠিক নাম হল 'আলমে বরযখ' বা মধ্যবর্তী জগত। মধ্যবর্তী জগত শেষে যেদিন ইস্রাফিল (عليه السلام) শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন, সেদিন দুনিয়ায় যারা জীবিত আছে, সবাই মরে যাবে (ইল্লা মাশাআল্লাহ)। আবার কিছু কাল পর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন, সবাই জীবিত হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে কুরআন শরীফে সূরা যুমারে পরিষ্কার আয়াত আছে। আর সূরা ইয়াসীনের মধ্যে যে আয়াতে শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার কথা বলা হয়েছে, সেটা তৃতীয় শিঙ্গা।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ৩৬:৫১

'শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। তারা তাদের কবর থেকে উঠে আল্লাহর কাছে গিয়ে হাজির হবে।' প্রথম শিঙ্গায় ফুঁ দিলে দুনিয়াতে তখনো যারা জীবিত আছে, তারা মরে যাবে। আগে থেকে যারা কবরে শুয়ে আছে, তারা তো আছেই। দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁ দিলে পরে যারা মরল এবং আগে থেকে যারা কবরে শুয়ে আছে সবাই হাশরের ময়দানে হাজির হবে। হাশরের ময়দানে হাজির হলে কি হবে?

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ৬৯:১৯

'যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তারা খুশি হবে। তাদের হিসাব হবে সহজ।' অর্থ্যৎ ডান হাতে আমলনামা পাওয়া মানেই নমুনা হয়ে গিয়েছে যে, বেহেশতে যাবে তুমি।

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ৬৯:২৫

'বাম হাতটা পিছনের দিকে বাঁকা করে নিয়ে তার মধ্যে আমলনামা দেয়া হবে। সে চিৎকার করে কান্না শুরু করবে, হায়! মরে গেলেও ভাল ছিল।' তখন তো আর মওত নেই। মওত তো একবারই। কাজেই কিয়ামতের এই বর্ণনা কুরআনে আছে। হাদীসে আরো বিস্তারিত আছে। উলামায়ে কেরাম বলেন, কবরে শুয়ে থাকার সময়টা সবার কাছে একরকম মনে হবে না। সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) আজমাইন ১৪০০ বছর ধরে এই জগতে আছেন। আমাদের জন্য এই জগত তাদের তুলনায়

www.pathagar.com

১৪০০ বছর কম। কিন্তু উলামায়ে কেরাম বলেন, এই জগতে অবস্থান আমল অনুসারে একেক জনের কাছে একেক রকম মনে হবে। আমার একজন অতি প্রিয় মুরব্বী, অনেক বড় আলেম, মাওলানা মুখলেসুর রহমান সাহেব (রহঃ)[২০] বলতেন, কবরে গিয়েছে একজন নেককার। আল্লাহ্ পাক তাকে কুদরতি নমুনা দেখাচ্ছেন। নতুন বিবি সামনে। বিবির গলার মধ্যে হার। তাতে হাত দিয়ে বলছে, এটা তো অনেক সুন্দর। কিন্তু এটা তো আমি দেইনি। তোমাকে এটা কে দিয়েছে? গলার হারের এক কোণায় হাতটা লেগে হারের দানাগুলো ঝর ঝর করে মাটিতে পড়ে গেল। এখন নতুন বিবির গলার হারের দানাগুলো গলা থেকে মাটিতে পড়ে গেছে। এগুলো উঠাতে আনন্দ লাগবে না কষ্ট লাগবে? তিন-চারটি দানা উঠাতেই কিয়ামত হয়ে গেল। শিঙ্গায় ফুঁ হয়ে গেছে। বলে যে, মাঝখানে কয়েক হাজার বছর চলে গিয়েছে। কিন্তু তার কাছে মনে হবে বিবি সাহেবের গলার হারের দানাগুলো ছিঁড়ে গেল। উঠাতে কয় সেকেন্ড লাগে? এর মধ্যে কিয়ামত হয়ে যাবে। নেককারের জন্য এত সহজ। আলমে বরযখ নেককারের জন্য বাহ্যিকভাবে হাজার হাজার বছর কিন্তু মনে হবে যেন কয়েকটা সেকেন্ড। আর বদকারের জন্য অসীম কষ্ট সেখানেই। এজন্য আমাদেরকে উলামায়ে কেরাম বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বিখ্যাত কথা, 'কবরকে একটা সাধারণ গর্ত মনে করো না। এটা হয় জান্নাতের বাগানের একটা টুকরা আর না হয় জাহান্নামের গর্তের একটা গর্ত।' তোমার সামনে কিয়ামতের ময়দানে কি আচরণ করা হবে, তার নমুনা তুমি কবরেই পাবে। কারণ কবরে গেলে তো আর আমল নেই। আমল করতে হবে এখন। মওতের আগ পর্যন্ত। মওতের নিশানা এসে গেল, চোখে দেখা যাচ্ছে ফেরেশতা এসেছে, ঐ সময় কেউ তাওবা করলেও তাওবা কবূল হয় না। ঐ সময় কি কথা বলবে মানুষ, আল্লাহপাক কুরআনে এটা রেখে দিয়েছেন। অদ্ভুত আয়াত! সূরা মুনাফিকুন। ২৮ পারা।

وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

[২০] রহমতে আলম ইসলাম মিশন, তেঁজগাও এতিমখানা ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা মুখলেসুর রহমান সাহেব (রহঃ)।

www.pathagar.com

'হে ঈমানদারেরা! আমি তোমাদেরকে যা রিযিক দিয়েছি সেখান থেকে খরচ কর তোমাদের মধ্যে কারো মওত আসার আগেই।' এ কথা নেই যে নেক আমল কর। আগে এসেছে খরচ কর। কারণ আগে তো বলেছেনই, 'হে আমার ঈমানদার বান্দারা! খরচ কর। আমি তোমাদেরকে যা রিযিক দিয়েছি সেখান থেকে খরচ কর।' পরিষ্কার আল্লাহ পাকের কথা। مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ আমি তোমাদেরকে যা রিযিক দিয়েছি। অনেকে বলে, আমার দশটা বাড়ি। তিনটা বাড়ি পুরান ঢাকায়। তিনটা বাড়ি বনানীতে। তিনটা বাড়ি বসুন্ধরায়। আর একটা বাড়ি বারিধারায়। এগুলো কি আপনার বাড়ি? কুরআন বলে যে, না। এটা আল্লাহর দেয়া রিযিক। বলে, আমি এক টাকা কামাই করেছি। বলে, জানেন! ইসলামবাগে মাথায় বোঝা নিয়ে কত শ্রমিকের মতো কাজ করেছি। আজ আল্লাহ আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে। আল্লাহ কোটিপতি বানিয়েছে এটা বললে ভালো। আল্লাহ বানিয়েছে এ কথা বললে সেটি শোকরের মধ্যে গেল। আমার চেষ্টায়, আমার মেহনতে আমি এ পয়সা কামাই করেছি - এ কথা বললে শরীয়ত এটাকে ভালো বলে না। আমার মাবুদে দিয়েছেন, আমি এর যোগ্য না - এ কথা বললে সওয়াব, শোকর। আপনি যত বড় কোটিপতি হোন, কুরআন বলে তোমার কোনো বাহাদুরি নেই। এ সম্পদ আল্লাহ দিয়েছেন। ছোট্ট শব্দ, 'মিম্মা রাযাক্বনাকুম' আমি তোমাদেরকে যা রিযিক দিয়েছি। দুনিয়াতে যে যত বড় ধনী হোক, কুরআনের ছোট্ট শব্দ, মাবুদে দিয়েছে। দেখতে তোমার কামাই, তোমাকে কে বানিয়েছে? আসমান বানিয়েছে কে? জমীন বানিয়েছে কে? তোমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কে বানিয়েছে? এ জোড়াগুলো কে বানিয়েছে? কুরআন পরিষ্কার বলে,

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ ৭৬:২৮

'আমি তাদের বানিয়েছি। আমি তাদের শরীরের জোড়াগুলোকে মজবুত করেছি।' কত বড় একটা জিনিস, এই কনুইয়ের মধ্যে জোড়াটা, এই জোড়াটার জোড় দিয়ে শক্তিশালী মানুষ কয়েক কেজি ওজন তুলতে পারবে কি পারবে না? সম্পূর্ণ এই জোড়াটার উপর নির্ভরশীল। এই জোড়াটা আল্লাহ কোথায় বানিয়েছেন? কোন ফ্যাক্টরিতে না মায়ের পেটে? কত বড় শক্তি! কত সুন্দর জিনিস! মেকানিক্যাল

www.pathagar.com

ইঞ্জিনিয়াররা বলেন, এখানে কিভাবে আল্লাহ এত লুব্রিকেশন দিয়ে রেখেছেন? এ জায়গাটা যে এত নড়ে-চড়ে, লুব্রিকেশন লাগে কিনা? আমার বয়স এখন আটষট্টি। আটষট্টি বছর ধরে এই জায়গাটা ব্যবহার করছি না? কে বানিয়েছে জোড়াটা? যাদের একটুখানি শক্ত হয়ে যায়, তখন বলে, কি যে হয়েছে, কত জায়গা দেখালাম। মাদ্রাজ গিয়েছিলাম। ব্যাংকক গিয়েছিলাম। হাতটা আমি এখন বাকাই করতে পারি না। তখন বোঝা যায় যে, এটা কত দামী। আল্লাহপাক এই নেয়ামতের কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ৭৬:২৮

'আমি তাদের বানিয়েছি। আমি তাদের জোড়াগুলোকে মজবুত করেছি।' কত জোড়া! একেকটা আঙ্গুলের মধ্যে কয়টা জোড়া? একটা জোড়ার মধ্যে একটুখানি ব্যতিক্রম হলেই আমরা কেমন অভিযোগ করি, ভাই! এই আঙ্গুলটার এই জোড়ার মধ্যে কি হয়েছে যে, আমি বাঁকাই করতে পারি না। এত কামাই কর তুমি, তোমাকে কামাই করার শক্তি দিল কে? এজন্য ইসলামের কথা সোজা। না, তুমি কামাই করনি। আল্লাহ বলেন, আমি দিয়েছি। আল্লাহ বলেন,

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ

'আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, সেখান থেকে খরচ কর।' খরচ কর। এই আয়াতে প্রথম কথা; ইবাদত কর, নেই। ইবাদতের কথা অন্যখানে আছে। এখানে আছে খরচ কর। আর একই রকম আয়াত আরো আছে। আয়াতুল কুরসি কে না জানে? তিন পারার প্রথম পৃষ্ঠা। আয়াতুল কুরসি শুরু হবার আগের আয়াতে একই কথা। আগে বলেছি আটাশ পারায় সূরা মুনাফিকুন এর আয়াত। এখন বলছি সূরা বাকারার আয়াত, তিন পারায়। হুবহু একই কথা ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ

وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ২:২৫৪

www.pathagar.com

'হে ঈমানদারেরা! খরচ করো ঐ দিন আসার আগে যেদিন কোনো কেনা-বেচা কাজে আসবে না, কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না, কোনো আত্মীয়তা কাজে আসবে না। আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী।'

আজ আমার কাছে দশ হাজার টাকা আছে। এই টাকা দিয়ে কত কিছু কিনতে পারি। কত কাজ করতে পারি। আল্লাহ প্রথমেই বলছেন, ঐ দিন টাকা-পয়সা দিয়ে কোনো কিছু কেনা-বেচা করা যাবে না। কোনো আত্মীয়তা কাজে আসবে না। কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না। দুনিয়াতে যে তিনটি জিনিস আমাদের সমাজে কাজে লাগে। একটা হলো টাকা, একটা হলো আত্মীয়তা এবং আর একটা হলো সুপারিশ। তিনটিকেই আল্লাহ বলছেন ঐ দিন আসার আগে যেদিন তোমার টাকা-পয়সা দিয়ে কোন কিছু কিনতে পারবে না। যেদিন তোমার আত্মীয়তা তোমার কোনো কাজে আসবে না। যেদিন কারো সুপারিশে কোনো উপকারে আসবে না। সেদিন আসার আগে খরচ করো। এ আয়াতের পরেই আয়াতুল কুরসি শুরু হয়ে গেল। আয়াতুল কুরসির আগের আয়াত আপনাদের শুনালাম। এটা হলো তৃতীয় পারা, সূরা বাকারা। কি বলেন আল্লাহপাক? 'হে ঈমানদারেরা! ঐ দিন আসার আগে খরচ করো। যেদিন কোনো কেনা-বেচা কাজে আসবে না। তোমার টাকা কোনো কাজে আসবে না। যেদিন কোনো আত্মীয়তা কাজে আসবে না। যেদিন কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না। অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী।' আজীব কথা! যে এই কথার উপরে ঈমান না আনবে, সে অত্যাচারী। আসল যালেম কে? আবার সূরা বাকারার এই আয়াতের মতোই আরো একটি আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, একদম একই কথা,

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ

قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

'হে ঈমানদারেরা! খরচ করো। আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি সেখান থেকে তোমাদের মধ্যে কারোর মওত আসার আগে তখন সে আফসোস করে বলবে, আল্লাহ আমাকে যদি একটুখানি সময় বাড়িয়ে দিতেন! খুব খরচ করে

www.pathagar.com

আসতাম। খুব নেক কাজ করতাম।' এখানে কথা একটু ভিন্ন। আল্লাহ আমাকে যদি একটুখানি সময় বাড়িয়ে দিতেন তাহলে গরিব, দুঃখী, এতিম-মিসকিনদের জন্য খরচ করতাম। দ্বীনের কাজে খুব খরচ করতাম। এখানেও আফসোসের প্রথম কথা, আমি খুব খরচ করতাম, খুব নেক কাজ করতাম। নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত দুই নম্বরে। আল্লাহ আমাকে একটুখানি হায়াত বাড়িয়ে দেন। আপনি দেখেন, আমি কীভাবে খরচ করে আসি। আল্লাহ আমার মওত এসে পড়েছে। মাবুদ, আমাকে কয়েকটা মিনিট দেন। আমি সব খরচ করে আসব। আজীব কথা কুরআনের! 'তোমাদের মধ্যে কারো মওত আসার আগে।' আল্লাহ পাকের ভাষাও বড় মিঠা। এ কথা বলে না যে, তোমার মওত আসার আগে। তোমাদের মধ্যে কারো একজনের মওত আসার আগে খরচ করো। তখন সে কাঁদবে। সে কাঁদবে মানে কি? তুমি কাঁদবে। কিন্তু আল্লাহ সরাসরি বলেননি। ঘুরিয়ে বলেছেন। ঘুরিয়ে বলাতে কথাটা অনেক মিঠা লাগে। আল্লাহপাকের কালামে আল্লাহপাকের বলার ভঙ্গি বড় মিঠা! তোমাদের মধ্যে কারো মওত আসার আগে যখন সে আফসোস করে বলবে, হে আমার মাবুদ! অল্প একটু সময় যদি আমাকে দিতেন, খুব খরচ করে আসতাম। আমি খুব নেক কাজ করে আসতাম। আল্লাহ বলেন,

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

'কক্ষনো আল্লাহ তা'আলা সময় বাড়িয়ে দিবেন না যখন সেই ক্ষণ এসে যাবে। আল্লাহ তা'আলা খুব জানেন তোমরা কি করছো।' কক্ষনো এক বিন্দু সময় বাড়ানো হবে না। যখন তুমি মওতের আলামত দেখে ফেলবে, আর কোন সময় দেয়া হবে না। কাজেই মওতের সময় আসার আগে হায়াতে সুস্থ থাকার সময় যা পারো করে নাও। কাজেই ওখানে যে বলেছে,

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ২:২৮১

'ভয় করো সেদিনকে যেদিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।' সেদিন কোন্ দিন? উলামায়ে কেরাম বলেন, আমাদের জন্য আমাদের মওতের দিন। কারণ আমি যখন মরে গেলাম, তখন তো আমি আর আমল করতে পারব না। এখন জিন্দা আছি, এখন আমলের সময়। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আল্লাহকে ডরাও - আল্লাহকে

www.pathagar.com

ডরাও মানে যেদিন আল্লাহর সামনে হাজির হবে, সেদিন মাবুদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে কিনা? মাবুদ কি জিজ্ঞেস করবেন? সূরা আলহাকুমুত্তাকাছুর এ রয়েছে,

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ১০২:৮

'অতঃপর সেইদিন তাঁর নেয়ামতগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।' কি নেয়ামত? এটাও আল্লাহ কুরআন শরীফে বলেছেন, সূরা মূলকে পরিষ্কার ,

قُلْ هُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ৬৭:২৩

'আপনি বলেন, তিনিই সেই মহান সত্তা তোমাকে বানিয়েছেন, তোমাকে এই চোখ দিয়েছেন, এই কান দিয়েছেন, এই মন দিয়েছেন। কতই না কম শোকর করো তুমি!'

আজকে দুনিয়ায় তুমি এসেছো। একটা মানুষ। কোথায় ছিলে তুমি? একদিন কি এমন ছিল না যেদিন দুনিয়াতে তোমার কোনো নাম-গন্ধও ছিল না?

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ৭৬:১

'এমন একটা সময় কি পার হয়ে যায়নি, যেদিন তোমার কোনো নাম নিশানা ছিল না?' আজকে আমরা বলি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আজকে আমরা বলি জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ। ১৯০০ সালে বঙ্গবন্ধুরও জন্ম হয়নি, জিয়াউর রহমানেরও জন্ম হয়নি। তখন দুনিয়ায় তাদের কোন পরিচয় ছিল? আল্লাহ ঐখানে ফিরে গেছেন। পেছনের দিকে যাও, সময়ের স্রোতের পেছনে যাও, আল্লাহ বলেন, এমন একটা সময় কি ছিল না যখন সে কোন আলোচ্য বস্তুই ছিল না?

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ৭৬:২

আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষকে বানিয়েছি মিশ্রিত ফোঁটা থেকে। আমি তাকে পরীক্ষা করবো। এজন্য তাকে আমি কান দিয়েছি, চোখ দিয়েছি।' কুরআন শরীফে

www.pathagar.com

আব্বু-আম্মু সম্পর্কে কত বিরাট একটা ঘটনা একটা ছোট্ট শব্দে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। আমি মানুষকে বানিয়েছি মিশ্রিত ফোঁটা থেকে। একটা ফোঁটা - ফোঁটাটা কিভাবে হয়েছে? মিশানো ফোঁটা। কি অপূর্ব ভাষা আল্লাহপাকের কালামের! نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ মানে মিশ্রিত ফোঁটা। نَّبْتَلِيهِ আমি তাকে পরীক্ষা করবো। আল্লাহ বলেন, কেন বানিয়েছি? তাদের পরীক্ষা করবো আমি। فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا তাকে আমি কান দিয়েছি, তাকে আমি চোখ দিয়েছি। পরীক্ষা করবেন বলেই বলেছেন, তাকে আমি দিয়েছি কান। কি শোনে কান দিয়ে, আমি তা দেখবো। কি দেখে চোখ দিয়ে, আমি তা দেখবো। আমার কারণে দেখে, নাকি আমার নাজায়েয জিনিস দেখে। আমার কারণে শোনে, নাকি আমার নাজায়েয জিনিস শোনে। পরিষ্কার সূরা দাহরের আয়াত। ২৯ পারায়।

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ৭৬:৩

'আমি তার সামনে পথ খুলে দিয়েছি, তার মনে চাইলে সে আমার শোকরগুজার বান্দা হতে পারে।সে বলতে পারে, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর মেহেরবানি, আল্লাহর নেয়ামত। আর তার মনে চাইলে সে কুফুরী করতে পারে।কিসের আবার খোদা! আমার চেষ্টায়, আমার মেহনতে, আমি....আমি....করেছি।' অপূর্ব আয়াত! এটা হলো সূরা দাহর। উনত্রিশ পারায়। দাহর মানে Time। বাংলায় হলো কাল, সময়। সূরা মূলকে এ কথা আরো বেশি আছে। উনত্রিশ পারার প্রথম সূরা।

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ৬৭:২৩

'আপনি বলেন, তিনিই তোমাকে বানিয়েছেন। তোমাকে এই চোখ দিয়েছেন, এই কান দিয়েছেন, এই মন দিয়েছেন। কতই না কম শোকর করো তুমি!'

এই দুনিয়াতে আজকের তোমার এই অস্তিত্ব, এই অস্তিত্ব তোমাকে কে দিয়েছে? আল্লাহ দিয়েছেন। এখানে আর একটা বিষয় বেশি আছে, وَالْأَفْئِدَةَ - এই মন দিয়েছেন। সূরা দাহরের আয়াতে মনের কথা নেই। সূরা মূলকের এই আয়াতে

www.pathagar.com

মনের কথা আছে। তিনি তোমাকে বানিয়েছেন। তিনি তোমাক চোখ দিয়েছেন, তিনি তোমাকে কান দিয়েছেন, তিনি তোমাকে এই মন দিয়েছেন। কতই না কম শোকর করো তুমি! অপূর্ব ভঙ্গি কুরআনের! বান্দা, এই নেয়ামতের জন্য কত শোকর করা উচিত ছিল। আর কত কম শোকর করো তুমি। চিন্তা করেন তো, যে কোনো একটা না থাকলে কি অবস্থা হতো? আপনাকে তিনি বানিয়েছেন ধরে নেন। এখন যদি আপনি কানে না শোনেন? কারো বাচ্চা যদি কানে না শোনে, তাহলে সংসারে কি অবস্থা হয়? দুই বছর পর্যন্ত কিছু বোঝা যায় না। কথা ফোটে না। দুই বছর, আড়াই বছর, তিন বছর পর দেখা গেল যে, বাচ্চা তো কথা বলে না। সারা দুনিয়ার মানুষ মিলে কথা বলান তো দেখি? বাচ্চা যখন কথা বলে না, তখন শুরু হয় চিৎকার, 'হায়! হায়! চলো কলকাতা, চলো মাদ্রাজ। চল ব্যাংকক। চলো সিংগাপুর। চলো লন্ডন।' কোথাও কথা বলে না। তখন কেমন কান্না!

আমার এক বন্ধু আমেরিকার বিখ্যাত ফোর্ড মটর কোম্পানীতে চাকুরী করে। আমেরিকার ডেট্রয় শহরে ছিল সে। তারপরে লন্ডনে তার পোস্টিং হয়েছে। এখন তার পোস্টিং ওসাকা, জাপান। তার ছেলের বয়স এখন দশ-এগার বছর। খালি কান্না! কত দুনিয়া ঘুরলাম, কত পয়সা খরচ করলাম! আমার ছেলে কথা বলতে পারে না। কথা যখন বলতে পারে না, তখন চিৎকার। কথা বলতে পারি যখন, তখন শোকর নেই। কত বড় দামী এটা। বলে যে, কানে শোনে না। কানে যে বাচ্চা শোনে না, সে কথাও বলতে পারে না। শোনে না তো বলবে কিভাবে? আল্লাহ বলেন,

قُلْ هُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ৬৭:২৩

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলেন, তিনি সেই মহান সত্তা, তোমাদেরকে তৈরী করেছেন। তোমাদের জন্য কান বানিয়েছেন, চোখ বানিয়েছেন, মন বানিয়েছেন।' চোখ যদি না থাকে, কি অবস্থা হয়? আচ্ছা, চোখও ভালো, কানও ভালো। কিন্তু মন যদি ঠিক না হয়? বলে যে, মানসিক প্রতিবন্ধী। চোখে চমৎকার দেখে, কানে চমৎকার শোনে। কিন্তু কিছুই বোঝে না। থাকে কি থাকে না? হাজারে লাখে কি পাওয়া যায় না? কিন্তু যেহেতু ঘরে ঘরে তিনি এরকম

www.pathagar.com

দেন না, সেজন্য আমরা গ্যারান্টি ধরে নেই যে, আমি তো ভাল আছি। আমার বাপ-বাচ্চাও ভাল আছে। আমার কোন মুসিবত নেই। আল্লাহপাক তো অতি মেহেরবান। নমুনা স্বরূপ দু-একজনকে কানা বানান। চোখে দেখে না। কাউকে বয়রা বানান, কানে শোনে না। কাউকে ল্যাংড়া বানান। দুনিয়াতে এটাকে আমরা মুসিবত মনে করি। কিন্তু আমাদের ইসলামে বলে, যদি কারো সন্তান এমন হয় যে, কানে শোনে না। যদি কারো সন্তান এমন হয় যে, চোখে দেখে না। যদি কারো সন্তান এমন হয় যে, কান ভালো, চোখ ভালো, কিন্তু মন ঠিক নেই, মানসিক প্রতিবন্ধী। এই শিশুকে বাপ-মা অনেক সময় গালি দেয়। ইসলাম বলে, এরা বরকতি শিশু। এই শিশুরা বড় বরকতি। তাদের খেদমত করো। মাবুদে মাবুদের কুদরত যাহির করেছে এদের মাধ্যমে। দুনিয়ার মানুষের নসীহতের জন্য ঐ শিশুকে আল্লাহ পছন্দ করে নিয়েছেন। সমাজে মানুষ গালি দেয় তাদেরকে। বাপ-মাও তাদের খেদমত করতে করতে অস্থির হয়ে বলে, আর কত খেদমত করবো। আর পারি না। এটা মরে গেলে ভালো ছিল। জ্বী না। অজ্ঞতার কারণে তারা এই কথা বলে। এই শিশু তো বাপ-মায়ের আমলনামায় বিরাট পুঁজি জমা করছে। আমাদের সঠিক জ্ঞান নেই। এই জন্য কাউকে 'ঐ বধির' বলে গালি দেয়াও কবীরা গুনাহ। 'এই ধেন্দা' - আমরা বলি না? এটা কবীরা গুনাহ। কাউকে ঐ কথা বলে গালি দেয়া বা জোরে ডাক দেয়া যেটা তার মনে কষ্ট দেয়, এটা কবীরা গুনাহ। এই কানা! আমরা বলি কি বলি না? সোজা কবীরা গুনাহ।

চুরি করা কবীরা গুনাহ। মানুষ হত্যা করা কবীরা গুনাহ। সূদ খাওয়া কবীরা গুনাহ। ঘুষ খাওয়া কবীরা গুনাহ। এগুলো সব আমরা জানি। কিন্তু কাউকে এমন নামে ডাকা যাতে তার মনে কষ্ট হয়, এটা যে কবীরা গুনাহ - এটা আমরা অনেকেই জানি না। 'এই লুলা!' 'এই কানা!' - এভাবে কাউকে ডাক দেয়া কবীরা গুনাহ। সগীরা গুনাহ না। ভালো করে শোনেন। অন্যের মনে কষ্ট পৌছানো কবীরা গুনাহ। বিখ্যাত কথা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম মুসলমান যার হাত এবং মুখ থেকে অন্যে কষ্ট পায় না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেবল আমাদেরকে নামায শেখাননি, আদবও শিখিয়েছেন। ঐ ব্যক্তি উত্তম মুসলমান, যার মুখ থেকে অন্যে কষ্ট পায় না। আমাদের মুখ দিয়ে অন্যে কষ্ট পায়

www.pathagar.com

কিনা? কত বড় মুসল্লী, কত বড় হাজী সাহেব, বাড়িতে গেলে মুখখানা এমন চলে যে বেগম সাহেব বলে উঠে, 'হাজী সাহেবের কথায় আমার কলজেটা জ্বলে গেল!' আবার বেগম সাহেব যদি এ কথা হাজী সাহেবের সামনেই বলে ফেলে তাহলে তো পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। হাজী সাহেবের খবর নেই যে, তিনি যে হজ্জ করেছেন সেটা নেক আমল। এটার আমলনামা ডানে দেয়া হবে। ঠিক আছে। তিনি যে যাকাত দেন, নেক আমল। তিনি যে রোযা রাখেন, ডান দিকের আমল। নেক আমল। কিন্তু তিনি যে বেগম সাহেবের মনে কষ্ট দিয়েছেন, এটা বাম দিকের আমল। কেয়ামতের ময়দানে বোঝা যাবে কোনটার ওজন কোনদিকে কত! ডান দিকের আমলনামায় নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ঠিকই আছে। আর বাম দিকে আছে অমুককে কষ্ট দিয়েছিলে। একজন মানুষকে অমুক দিন কষ্ট দিয়েছিলে বলে আমলনামা বাম দিকে যে কত নীচে যাবে, আজকে আমাদের খবর নেই। আমরা এটা খেয়াল করি না। এজন্য কুরআন বলে না যে কত আমল করেছে। সংখ্যার হিসেব না। আমলের ওজন করা হবে।

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۞ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۞

'যার আমল ভারী হবে, সে সুখীজীবন যাপন করবে। আর যার আমল হালকা হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া (দোযখ)।' এখন আপনার আমল ভারী অথবা আপনার আমল হালকা কি দিয়ে হবে? ঈমান-একীনের উপর ভিত্তি করে ওজন হবে। আপনি বললেন, সুবহানাল্লাহ। কি কথা বললেন? আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি। আমি আল্লাহর গৌরব ঘোষণা করি। আল্লাহ সবচেয়ে গৌরবময়। আল্লাহ সবচেয়ে পবিত্র। এই অর্থ বুঝে সুন্দর করে উচ্চারণ করে বললেন, এটার ওজন বেশি হবে কিনা আপনিই বলেন? অন্য দিকে আপনি যিকির করলেন, সবনাল্লা, সবনাল্লা....এই সবনাল্লার কেমন ওজন হবে আপনিই বলেন? হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) বলতেন, এভাবে যিকির করা মানে আল্লাহর সঙ্গে ঠাট্টা করা। আপনি বলেন, কেউ একজন নামায পড়ছে। নামাযের মধ্যে রুকু থেকে না দাঁড়িয়েই সিজদায় চলে গেল। প্রথম সিজদা দেয়ার পরে মাথা একটু উঠিয়ে পুরোপুরি

www.pathagar.com

সোজা হয়ে না বসেই আবার দ্বিতীয় সিজদায় চলে গেল। এটা নামায হয়, না তামাশা হয়? মাসআলা জানতে হবে যে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি বলেছেন এ ব্যাপারে। নামায কীভাবে পড়তে বলেছেন, সংসার কীভাবে করতে বলেছেন, মানুষের সাথে আচার-আচরণ কীভাবে করতে বলেছেন - প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নতকে মেনে চলতে হবে। এটার নাম আল্লাহকে ভয় করা। আমি একদম কাঁদতে কাঁদতে অস্থির। হায় হায়! কিয়ামতে আমার কি হবে? হায় হায়! কিয়ামতে আমার কি হবে? সারারাত আমি কাঁদি আর দিনের বেলায় আমি মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করি, নিজের স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করি, মজদুরের মজদুরি দেই না - এই কান্নাকে আল্লাহকে ভয় করার কান্না বলে না। আল্লাহকে ভয় করার একটাই সংজ্ঞা, তোমার হাসি, তোমার খুশি, তোমার নামায, তোমার আচরণ - সবকিছু হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মতো হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গ্লাসে পানি খেতেন না। পেয়ালায় করে পানি খেতেন। গ্লাসে পানি খাওয়া আবার নাজায়েয না। আমাদের বুযূর্গানেদ্বীন অনেকে আবার পেয়ালায় পানি খান। মা আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) একবার পেয়ালায় পানি খাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও পাশে বসে আছেন। মা আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর পানি খাওয়া শেষ হলে তিনি তাকে বললেন, পেয়ালাটা আমাকে দাও। তিনি সেটা হাতে নেয়ার পর যে দিকে মা আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর ঠোঁটটা লেগেছে, সেই দিকটা দিয়ে পানি খেলেন। বিবির সামনে এ ধরনের আচরণ ইসলাম বলে সওয়াব। আর বেগানা মেয়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সময় একটু বেশি সময় লাগিয়ে কথা বলা, ইস মেয়েটার গলা কি সুন্দর! একটুখানি অতিরিক্ত শোনা এটা একটা মস্ত বড় গুনাহ। প্রয়োজনে পরনারীর সাথে কথা বলা জায়েয। ইচ্ছাকৃত পরনারীর মিষ্টি গলা শোনাও গুনাহ। কিন্তু নিজের বিবির সাথে হাসি-তামাশা করা সওয়াব। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রতিদিন বিকেলে আছর নামাযের পর বিবিদের ঘরে যেতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নত মতো চলা - এটার নাম আল্লাহকে ভয় করা।

হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) যে আয়াতটা বেশি পড়তেন,

www.pathagar.com

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

'ভয় করো সেদিনকে যেদিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।' তো ভয় করো মানে কী? ভয় করো মানে, হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নত মোতাবেক কাজ করো। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৌভাগ্য দিন।

হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) আপনাদের মসজিদের এই পশ্চিমেই ছিলেন। আমি কোনো আলেম না। আমি মেট্রিক পাশ করেছি আপনাদের এই নদীর ঐপারের ঢাকার সোয়ারী ঘাটের ইসলামিয়া হাই স্কুল থেকে। ঢাকা কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করেছি। আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে বুয়েট) থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছি। আল্লাহ আমাকে সৌভাগ্য দিয়েছেন হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) এর জুতা নিয়ে ঘোরার। হুযূরের খাদেম হয়েছিলাম মক্কা শরীফে, মদীনা শরীফে। হুযূরের খাদেম হয়েছিলাম লন্ডনে। হুযূরই বলেছেন, আল্লাহর বান্দারা কিছু কথা শুনতে চাইলে আল্লাহকে হাযির-নাযির জেনে আলেম-উলামাদের কাছ থেকে আর আমার কাছ থেকে যা শুনেছো শুনিয়ে দিও। তাই আপনাদের কিছু কথা শুনিয়ে দিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমল করার সৌভাগ্য নসীব করেন। কি আয়াতটা পড়েছি?

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

'ঐ দিনকে ভয় করো যেদিন তোমাকে ফিরিয়ে নেয়া হবে আল্লাহর কাছে।' ঐ দিন কোন দিন? শেষ কথা কি দাঁড়ালো? তোমার মওতের দিন। কারণ মওতের পরে আর আমল নেই। কবরে যত বছর থাকি, আমল তো নেই। হিসাবও নেই। হিসাব শুরু হবে ক্বিয়ামতের পরে। কবরের সময়ের নাম কি শরীয়তের ভাষায়? আলমে বরযখ। মধ্যবর্তী জগত। তাহলে ইংরেজি তরজমা দাঁড়ায়, Waiting Room এর time. কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম এসেছেন কয় ঘন্টায়? বলে যে, নয় ঘন্টায়। এত দেরী হলো? বলে যে, বলবেন না। গাড়ি লেইট ছিল। ওয়েটিং রুমেই তিন ঘন্টা গিয়েছে। ওয়েটিং রুমে যে সময় যায়, এ সময়ের নাম হলো কবর। শরীয়তের ভাষায় কবর মানে গর্ত না। যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

ইন্দিরা গান্ধী মারা গেল, তখন তার শরীরটা পোড়ানো হলো (হিন্দুরা তো শরীর পোড়ায়)। তারপর ইন্দিরা গান্ধীর শরীরের পোড়া ছাইগুলো প্লেনে করে নিয়ে গঙ্গা, এলাহাবাদের এলাকা, যমুনা, দিল্লীর এলাকা ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় ছিটিয়ে ছিটিয়ে দেয়া হলো। এজন্য অনেকে বলে, তাহলে তার কবর কোথায়?

হজ্জে গিয়ে অনেক হাজী সাহেব ইন্তেকাল করেন। একজন হাজী সাহেবের ছেলে বলছে, 'মাশাআল্লাহ, আমার আব্বাজানকে আল্লাহ কবর থেকে আলগই করে দিয়েছেন।' 'কিভাবে?' 'হজ্জ থেকে ফেরার সময় তিনি জাহাজে ইন্তেকাল করেছিলেন। জাহাজে কেউ মারা গেলে নিয়ম হলো লাশ ভাসিয়ে দেয়া। তো আমার আব্বার লাশ পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছে।' তাহলে তার আব্বার কবর কোথায়? কবর মানে গর্ত না। কবর মানে যে উপায়েই হোক, তোমার শরীর ভস্ম হোক, তোমার শরীর মাটিতেই যাক অথবা পানিতেই যাক, তোমার শরীর আকাশেই যাক - তোমার মৃত্যুর সময় থেকে ক্বিয়ামতের সময় জিন্দা হওয়া পর্যন্ত এই সময়ের নাম কবর। কবর অর্থ হল মধ্যবর্তী সময়। মৃত্যুর পর মৃত দেহের কিভাবে কি হলো, আল্লাহর জন্য তাতে কিছু আসে-যায় না।

কাজেই কবরে যাবার আগে নেক আমল করো। নেক আমল মানে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পথে কাজ করো। নেক আমল মানে সুবহানাল্লাহ। নেক আমল মানে আলহামদুলিল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহপাকের কাছে সবচেয়ে প্রিয় কথা চারটিঃ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। বলেন তো এই চারটি কথা বাংলাদেশের কে না জানে? কিন্তু আমরা খুব কম পড়ি। আর যারা পড়ি, তারা বড়জোর নামাযের পরে তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার। তাসবিহে ফাতেমী। আর একটু বেশি পড়লে, সকালে এবং বিকেলে একশ বার সুবহানাল্লাহ, একশ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং একশ বার আল্লাহু আকবার। হাফেজ্জী হুযূর বলেন যে, না। তুমি এমন করে দুনিয়াতে থাকো একটা সেকেন্ডও যেন আল্লাহর যিকির থেকে খালি না যায়। বলে কি, এটা কি সম্ভব? খুব সম্ভব। কিভাবে? আপনি এখন জুমু'আর নামাযের পরে বাসায় যাবেন। আপনার যখন দরকারী কথা বলার,

www.pathagar.com

বলবেন। বাকী সময় যদি আপনি যিকির করেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। একটু পরে কেউ হয়তো রাস্তায় সালাম দিয়েছে। তখন তার সালামের জবাব দেয়াই উত্তম। তখন আবার যিকিরেই থাকবেন না। অন্যজন সালাম দিলে তখন যিকির বন্ধ করে ওয়াআলাইকুমুসসালাম বলাই হলো যিকির। একটা মানুষ বিপদে পড়েছে। সামনে গর্ত। পড়ে যাবে। তখন চিৎকার করে বলা, 'এই মিয়া! সামনে গর্ত। পড়ে যাবেন' - এই কথাটা বলাই তখন যিকির। কিন্তু তখন আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকির ছাড়লেন না। আর চারবার পড়লে একশ বার পুরো হবে এই চিন্তায় মগ্ন। আর অন্যদিকে মানুষটি গর্ত না দেখে তাতে পড়ে যাচ্ছে! এটার নাম যিকির না। বুঝতে হবে যে, রাসূল (ﷺ) কোনটাকে কখন যিকির বলেছেন। ফেরিওয়ালারা শহরের গলিতে গলিতে 'কাগজ' 'কাগজ' বলে চিৎকার করে বেড়ায়। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর বিখ্যাত কথা, যে সব লোক তার মুখ এবং জিবকে ব্যবহার করে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, তার বাল-বাচ্চাদের মুখে হালাল রুজি দেয়ার জন্য, রাস্তায় রাস্তায় তারা যে চিৎকার করে, যদি তারা অন্য সময় যিকির-আযকার করে তাহলে তাদের এই চিৎকারটা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহর বরাবর। কারণ কী? কারণ সে তার বাল-বাচ্চাদের মুখে হালাল রুজি খাওয়ানোর জন্য, আল্লাহর দেয়া হালাল রুজি তালাশ করার জন্য এভাবে চিৎকার করেছে।

যখন আমি মুখ ব্যবহার করছি না, তখন যিকির করতে পারি কি পারি না? আমরা করি না। হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) এর বিখ্যাত কথা, ভাই এমন করে দুনিয়ায় থাকেন, একটা শ্বাসও যেন যিকির থেকে খালি না যায়। আর আপনাদের মধ্যে যাদের সাদা দাঁড়ি, যাদের সৌভাগ্য হয়েছে, হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) কে দেখেছেন, এই আল্লাহর বান্দা যা বলতেন তাই করতেন। তাঁর ঠোঁট দু'টো সব সময় নড়ত। তিনি হয়তো তেলাওয়াত করছেন অথবা যিকির করছেন, না হয় মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন।

সবচেয়ে সহজ নেক আমল কি? যিকির করা। 'সুবহানাল্লাহ'। 'আলহামদুলিল্লাহ'। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। 'আল্লাহু আকবার'। এই চারটি হল আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। রাসূলের উপর দরূদও যিকির,

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

আপনি বাড়ি যাচ্ছেন। যত বার পারেন, খালি দরূদই পড়েন। কোনো অসুবিধা নেই। অথবা আর একটা যিকির যেটাকে সচরাচর যিকির মনে করা হয় না। অথচ অনেক বড় যিকির। কি সেটা? 'আসতাগফিরুল্লাহ'। 'আসতাগফিরুল্লাহ'। 'আসতাগফিরুল্লাহ'। মানে কি? আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন। এটাকে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, বড় দু'আ। কোনটা? আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন। বলে যে, আমি কি গুনাহ করেছি নাকি? মাত্র নামায পড়ে আসলাম। অথচ সাহাবায়ে কেরামদের অভ্যাস ছিল, প্রত্যেক ফরয নামায শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনবার বলতেন, আসতাগফিরুল্লাহ। আসতাগফিরুল্লাহ। আসতাগফিরুল্লাহ। কি বোঝা গেল? আসতাগফিরুল্লাহ বড় যিকির, বড় দু'আ। এটা হল মৌখিক। এর পর হলো দৈহিক, নামায। রোযা। এরপর হলো মালের হজ্জ, যাকাত। সব আমরা আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে আল্লাহর কাছে পেশ করি।

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ

মানে হলো, 'হে আল্লাহ আমি মুখ দিয়ে যত ইবাদত করছি, আমার সব মৌখিক ইবাদত আপনার কাছে পেশ করলাম।' আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ বলি কি বলি না? অর্থ কী? হে আল্লাহ! আমার সকল মুখের ইবাদত আপনার কাছে পেশ করলাম। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সকল ইবাদত আপনার কাছে পেশ করলাম। আমার আর্থিক সকল ইবাদত আপনার কাছে পেশ করলাম। আপনি আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন। কি কথা বলেন? আমার মৌখিক, দৈহিক, আর্থিক সব ইবাদত মাবুদ আপনার সামনে পেশ করলাম। আপনি মেহেরবানি করে কবূল করেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (ﷺ) এর সুন্নতের উপরে আমল করার জন্য আগ্রহী বানিয়ে দেন। আর এজন্য সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো, আমাদের নিকটবর্তী হক্কানী উলামায়ে কেরাম যারা আছেন, আলেম সুন্নতের পাবন্দ, আল্লাহকে ভয় করে চলে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বার বার জিজ্ঞেস করে চলা। আল্লাহপাক আমাদেরকে এই সৌভাগ্য নসীব করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মাসনূন দু'আ - অলৌকিক ভাবের উদ্ভাস[২১]

১৩৬, আজিমপুর, ঢাকা, বাদ মাগরিব, ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞ اَمَّا بَعْدُ، فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছি যে, তিনি মেহেরবানি করে আপনাদের সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনের কিছু কথাবার্তা আলোচনার জন্য এখানে একত্রিত হবার সৌভাগ্য দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা উলামায়ে কেরামের মুখে শুনে থাকি যে, এ ধরনের মজলিস আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এ ধরনের

[২১] গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়াহ ঢাকা এর মুখপত্র মাসিক আল-কাউসার (বর্ষ-৪, সংখ্যা-২), ফেব্রুয়ারী ২০০৮ এ প্রথম ছাপা হয়েছে।

www.pathagar.com

মজলিসে অংশগ্রহণকারীদেরকে রহমতের ফেরেশতারা ঘিরে রাখে, রহমত তাদের ঢেকে ফেলে, তাদের উপর সাকীনা নামের বিশেষ রহমত নাযিল হয়। ফেরেশতারা তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করে। আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে এ ধরনের মজলিসে অংশগ্রহণকারীদের কথা আলোচনা করেন। এ জন্য মাওলানা আবরারুল হক সাহেব (রহঃ) বলতেন, 'এ ধরনের মজলিসে বসতে পারাটাই মস্ত বড় আমল।' আমি যে আয়াতটা পড়লাম তাতে আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ

إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেকেরই চিন্তা করা উচিত আগামীকালের জন্য সে কী পাঠিয়েছে।'

আমাদের মজলিস, আগামীকালের জন্য পাঠানোর মজলিস। আমাদের এই সময়টা আমাদের পরবর্তী জীবনের জন্য পাঠানো হয়ে গেল। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন।

হযরত মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) বলতেন, এই মজলিস অত্যন্ত দামী। অনেকে অনেক দূর থেকে আসে, কিন্তু কেউ যদি বলে যে, মাইকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, মজলিসে যা হচ্ছে সব তো শোনাই যাচ্ছে। আমরা বাড়িতে বসে শুনলে সমস্যা কী? হযরত বলেন যে, না। এই ব্যক্তি ধোঁকার মধ্যে পড়ে গেল। সে ফেরেশতাদের বেষ্টনীর মধ্যে থাকার ঐ মর্যাদা পাবে না। আল্লাহ তা'আলার ঐ বিশেষ রহমতের নিচে থাকার মর্যাদা পাবে না। বাহ্যিকভাবে সে ওয়াজ নসীহতের কথা শুনবে। হয়তো সে নসীহতের মধ্যে জরুরি মাসআলা মাসায়েলও জানবে। কিন্তু মজলিসের মধ্যে ফেরেশতাদের মাঝে থাকা, খাস রহমত ও সাকীনার নিচে থাকা - এগুলো থেকে সে বঞ্চিত হবে। এ জন্য কী কথা আলোচনা হলো, কে কথা বলল, কতখানি ভালো লাগল - এগুলো দুই নম্বর। এক নম্বর এই যে, আমরা আল্লাহ পাকের যিকিরের মজলিসে বসেছি, ওয়াজ মাহফিলে বসেছি, আমাদের সময় কাজে লাগছে - এটাই বড় সঞ্চয় পরবর্তী জীবনের জন্য ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

'প্রত্যেকেরই চিন্তা করা উচিত আগামীকালের জন্য সে কী পাঠিয়েছে' - কুরআন শরীফে এই কথা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। আমপারার মধ্যে আছে, কাফেররা আফসোস করে বলবে,

يَقُولُ يٰلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

'হায় আফসোস! দুনিয়াতে থাকতে যদি আমার এই জীবনের জন্য পাঠাতাম!' কেন তখন পাঠালাম না! মওতের আগে কেন কামাই পাঠালাম না! এখন তো মওতের পরের যিন্দেগী সম্পর্কে আলোচনাই নেই; অথচ সেটাই ইসলামের মৌলিক বিষয়। আমাদের দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রেডিও, টিভিতে নামকেওয়াস্তে একটুখানি কুরআন তেলাওয়াত হলো, তাফসীর হলো, আলোচনা হলো, কিন্তু বাকি সবটা জুড়ে দুনিয়া, দুনিয়া, দুনিয়া। আখেরাতের আলোচনা নেই। আল্লাহকে সযত্নে সরিয়ে রাখে। কুরআন মজীদে সে কথাই বলা হয়েছে,

وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ

إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ৩৯: ৪৫

'যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের সামনে যখন এক আল্লাহর আলোচনা করা হয় তখন তাদের দিলটা সংকুচিত হয়ে যায়। (অর্থাৎ আল্লাহর নাম পছন্দ হয় না।) অন্যদিকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কথা বললে তারা খুব খুশি।'

কী আজীব আয়াত! এই যামানায়ও এরকম। আল্লাহর নাম নিলেই বেজার, আল্লাহর নাম না নিয়ে Nature (প্রকৃতি) বললে খুব খুশি। আজকাল এক নতুন শব্দ বের হয়েছে 'Inteligent Universe' (বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মহাবিশ্ব)। স্রষ্টার উপর যেহেতু বিশ্বাস নেই, তাই তারা বানিয়েছে 'বুদ্ধিমান মহাবিশ্ব'। আল্লাহর মোকাবেলায় কতকিছু দাঁড় করিয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আর যখন আমার সঙ্গে শরীক করে অন্যান্য জিনিসের কথা বলা হয়, তখন তারা খুব খুশি।' সারা দুনিয়াতে এরকম চলছে। আল্লাহপাকের কালামে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِينَ

www.pathagar.com

'এর আগে ওরা ছিল সচ্ছল (আমার আদরের দুলাল)।' দুনিয়াতে যত বড় লোক, চেয়ারম্যান, কমিশনার, সেক্রেটারী, প্রফেসর, যত লোক দুনিয়ার মধ্যে সেরা তাদের নাম কুরআন শরীফে দিয়েছে مُتْرَفِيْن সচ্ছল (আদরের দুলাল)। কী আজীব শব্দ! আল্লাহ বলেন যে, যারা আমার আদরের দুলাল তারাই আমার নাফরমানী বেশি করে। নবীদের ব্যাপারে, আখেরাতের ব্যাপারে, ঈমানের সঙ্গে, সবচেয়ে বেশি নফরমানী কারা করে? আল্লাহপাক বলেন, সচ্ছল লোকেরা। তারা কী করে?

وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ

'আমার বড় বড় নাফরমানী করে আর সে কথা বুক ফুলিয়ে বলে।'

অপূর্ব ভঙ্গিতে আল্লাহ পাক কালামে পাকে এগুলো বলেছেন। মানুষ কেন নাফরমানী করে? এ কথাটাও আল্লাহ বলে দিয়েছেন সূরা 'আলাকে। আপনারা জানেন যে, কুরআনের মধ্যে এই সূরার প্রথম পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। সেই সূরায় আল্লাহ বলেছেন, মানুষ এরকম নাফরমানী কেন করে? অহমিকা কেন করে? এত গর্ব কেন তার? একটাই কারণ,

اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى

'সে নিজেকে অভাবশূন্য মনে করে।' সে মনে করে আমার কিসের ঠেকা। আমার তো সব কিছু আছে। টাকা পয়সা আছে, বাড়ি-গাড়ি আছে। এই অহমিকায় অন্ধ হয়ে বলে, নামায পড়লে টাকা আসবে মিয়া? আবার যারা পড়ে, তারাও অনেকে মসজিদে জামাতে যায় না। জামাতের ব্যাপারে তাদের কোনো পরওয়া নেই। আল্লাহ তা'আলা আখেরাতের বিষয়ে মানুষকে সজাগ করেছেন এবং বলেছেন, প্রত্যেকেরই চিন্তা করা উচিত আগামীকালের জন্য সে কী পাঠালো। অর্থ হল, তোমরা আগামীকালের জন্য পাঠাও। অন্য জায়গায় বলেন,

وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ২:২২৩

'তোমাদের নিজেদের জন্য আগে থেকে পাঠাও।'

www.pathagar.com

মওতের আগে দুনিয়ায় থাকতে থাকতেই পাঠাও। আর পাঠানোর জিনিস হলো নেক আমল। আমাদের এই মজলিস আল্লাহ কবুল করেন। মজলিসের মধ্যে দ্বীনী বিষয় আলোচনা করা হয়। অন্তর যদি আল্লাহর দিকে রুজু হয়; আখেরাতের দিকে রুজু হয়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নতের দিকে রুজু হয় তাহলে সে আসুক এ ধরনের মজলিসে। মজলিসের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো এটা। আমাদের শায়খ হযরত মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) বলতেন, এ ধরনের মজলিস বেশি বেশি করো, বিভিন্ন জায়গায় করো, তিনি কুরআন শরীফের ঐ আয়াতটি বলতেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

'আপনি বার বার আলোচনা করুন। বার বার নসীহত করুন। নিশ্চয় বার বার বলা ঈমানদারকে উপকৃত করবেই করবে।' এজন্য হযরত মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) এ ধরনের মজলিস ঘরে ঘরে বেশি বেশি করতে বলতেন। এখন এ ধরনের মজলিস বেশি বেশি করার পথে একটি বড় বাঁধা হল, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনের দিকে মনোযোগ দেওয়া। এই আয়োজন করতে গেলেই মজলিস বেশি করা যায় না। আমার এক দোস্ত আছে, যার বাড়িতে মজলিস করলে তিনি এসব আয়োজন করবেনই। যতই বলি, মানে না। মজলিস শেষে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলে সেটাকে বলা হয় 'সি' গ্রেডের আমল[২২]। আমরা এখন সবাই জানি যে, প্রথমে হল 'এ প্লাস', তার পরে 'এ', তার নিচে 'এ মাইনাস', তার নিচে 'বি' প্লাস, তার নিচে 'বি', তার নিচে 'বি' মাইনাস, আর তার নিচে 'সি'। এ কাজটা হল 'সি' গ্রেডের। এখন আপনি কোনটা নিবেন, 'এ' গ্রেড না 'সি' গ্রেড?

আমাদের শায়খ হযরত মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) বার বার বলতেন, আল্লাহর কথা বলো, দ্বীনের কথা বলো, সুন্নতের কথা বলো। কত বলতেন, সালাম ঠিক করো। প্রতিদিন সালাম দাও। তোমাদের সালাম ঠিক নাই। তোমরা

[২২] হযরত মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) মজলিস শেষে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করাকে খুব বেশি নিরুৎসাহিত করতেন। সাধারনতঃ কেউ খাওয়ার দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। কিন্তু মজলিস শেষে খাওয়াতে হবে এবং এ কারণে ঘরে ঘরে মাহফিল করাকে লোকজন বোঝা মনে করবে, এ মানসিকতাকে দূর করার জন্য হযরত খাওয়া-দাওয়াসহ মজলিসকে 'সি' গ্রেডের সাথে তুলনা করতেন। এটা কোন শরয়ী মাসআলা নয়।

www.pathagar.com

বলো, স্লামালাইকুম। এভাবে সালাম বললে নম্বর কম। বলতে হবে আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহর এই ওলী এই বুনিয়াদী কথাগুলোই বার বার বলতেন।

হযরত মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) ১৯৮১ সনে হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) এর দাওয়াতে প্রথম বাংলাদেশে আসেন। আর সর্বশেষ এসেছিলেন ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে। মোট ২৪ বছরে তিনি অনেকবার এসেছেন। আল্লাহ তাঁকে বার বার দেখার সৌভাগ্য দিয়েছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর বাড়ি হারদুইতে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। মক্কায়, মদীনায় দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। সব জায়গায় আল্লাহর ওলী ওই বুনিয়াদী কাজের কথাগুলোই বার বার বলতেন - সালাম অশুদ্ধ হলে সওয়াব কম হবে। এই সালামে যে পরিমাণ রহমত ও বরকত পেতে, তা কমে যাবে। বেশি রহমত বেশি বরকত পাওয়ার উপায় হলো, এটাকে শুদ্ধ করে বলা। হারদুইতে গেলে ছাত্ররা আমাদের মুখোমুখি বসে বলে, একটু অশুদ্ধ করে সালাম বলুন। আমরা বলি, স্লামালাইকুম। এরপরে বলে, এবার শুদ্ধ করে বলুন। আমরা বলি, আসসালামু আলাইকুম। এটা হযরতেরই তালীম। আল্লাহু আকবার! কী কাজ করেছেন মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ)!

হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) কথা কম বলতেন, কিন্তু তিনি এমন এক ভাই এনে দিয়েছেন, যিনি কেবল কথাই বলতেন। সালাম ঠিক করে দাও। আসসালামু আলাইকুম বলো। সালাম বেশি দাও। তোমরা মুখ চিনে চিনে সালাম দিয়ে থাকো। কিন্তু রাসূল (ﷺ) মুখ চিনে সালাম দিতে বলেননি। আপনি আজকে মনে করে দেখেন তো, কয়জনকে সালাম দিয়েছেন যাদের আপনি চেনেন না? যত সালাম দিয়েছেন সবাই পরিচিত মানুষ। দেখেন তো ঠিক কি না? অপরিচিত যাদের সাথে রাস্তায় দেখা হয়, এমন কয়জনকে আপনি আজকে সালাম দিয়েছেন? হিসেব করলে দেখা যাবে যে, তেমন কাউকেই সালাম দেননি। অথচ রাসূল (ﷺ) পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়ার কথা বলেছেন। অথচ আমরা বাড়িতে সালাম দেই না, নিজের বিবিকে সালাম দেই না, মাকে সালাম দেই না।

www.pathagar.com

তিনি আরও বলতেন যিকিরের কথা। নিচে নামতে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ বল। হযরত মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) এর কথা ছিল বিস্তারিত। হাফেজ্জী হুযূরের কথা ছিল সংক্ষিপ্ত। তিনি বলতেন, 'এমনভাবে থাকেন যেন সামান্য সময়ও আল্লাহর যিকির থেকে শূন্য না যায়।' তিনি নিজেও এমন ছিলেন। এটা হল সংক্ষেপ। মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) বলতেন, নীচে নামতে বলবে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আর উপরে উঠতে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আবার বলতেন, কেউ যদি ভুলে নীচে নামার সময় আল্লাহু আকবার বললো, তাহলেও সওয়াব পাবে। এটাও তো আল্লাহর যিকির। তবে উত্তম হলো, নীচে নামতে সুবহানাল্লাহ, উপরে উঠতে আল্লাহু আকবার বলা। তিনি আরও বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যবানে যিকির বিভিন্ন ধরনের হতো। এতক্ষণ যা বলা হলো, এগুলো হল মৌলিক যিকির। আর কতগুলো হলো বিশেষ অবস্থার যিকির। ঘুম থেকে উঠেছেন, তখন আল্লাহর যিকির হলো এই দোয়া পড়া,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ[২৩]

'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে জীবিত করলেন।' আমি তো রাতে মরেই গিয়েছিলাম। কুরআনের ভাষায় এটাকে এভাবে বলা হয়েছে

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রূহকে কবয করে নেন মওতের সময়, আর যারা জীবিত থাকে তাদের রূহ কবয করেন ঘুমের সময়।' কুরআনের শব্দ - আল্লাহ আমাদের রূহ নিয়ে যান। কিন্তু লোকে বলে, তাহলে আমাদের বুকে ধুকধুক করে হার্টবিট চলে কিভাবে? এটা আল্লাহ পাকের কুদরত। বুক ধুকধুক ঠিকই করে। হার্টবিট ঠিকই চলে। শরীরের সব কাম কাজ চলে। কিন্তু আপনি নেই। বলে যে, কিভাবে? বেশি বুঝার দরকার নেই। এতটুকুই বোঝেন। কেননা রূহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেই দিয়েছেন, 'রূহ কী ওরা জিজ্ঞাসা করে।' আল্লাহপাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জওয়াব দেন, তুমি এভাবে জবাব দাও,

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ

[২৩] বুখারী শরীফ হাদীস ২.১১০০, মুসলিম শরীফ হাদীস ২.৩৪৮

www.pathagar.com

'রূহ হল আমার মাবুদের হুকুম।' কী বুঝলাম? কিছুই বুঝিনি। আল্লাহ নিজেই বলেন, জ্ঞানের অতি সামান্যই তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। আর বুঝবে না, এই পর্যন্তই বুঝ। এই রূহ যার কারণে আমরা মানুষ। রূহ গেলেই তার নাম লাশ। আল্লাহ বলেন, আল্লাহই রূহকে নিয়ে যান মৃত্যুর সময়। আর যারা মরছে না তাদের ঘুমের সময়। অর্থাৎ প্রতিদিনের ঘুমের সময় আল্লাহ আমাদের রূহ নিয়ে যান। ছেলে মেয়েরা ডেকে বলে, আব্বা ওঠেন, আম্মা ওঠেন । মা-বাবা ওঁহ, উহ করেন। এই যে এখন রূহ ফিরে আসছে। রাসূলের শেখানো দু'আর মধ্যে একথাটা রয়েছে। রাসূলের দু'আগুলো এত অপূর্ব। প্রথমে বলেছেন, তিনি আমাদেরকে জীবিত করেছেন, আমাদেরকে মৃত্যু দেয়ার পর। এবারের শেষ কথা যেটা, সেটা অদ্ভুত। وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ এভাবে একদিন কবর থেকে তাঁর সামনে ক্বিয়ামতের মাঠে হাজির হবো। প্রতিদিনের ঘুম থেকে ওঠার দু'আয় এ কথা বলার কী দরকার ছিল।

আমার এক বন্ধু, ড. সোলায়মান মেহেদী, সৌদি আরবে জেদ্দায় থাকেন। ১৯৫৫ সালে পূর্বপাকিস্তানে আমাদের সাথে মেট্রিক পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় হয়েছিলেন। আইএসসিতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বোর্ডে ফার্স্ট হয়েছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট হয়েছিলেন। তিনি আমাকে আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে বলেছিলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আগুলো সম্পর্কে যদি কেউ যত্ন করে গবেষণা করে তাহলে তার অন্তর সাক্ষ্য দিবে যে, কোনো মানুষ এরকম দু'আ রচনা করতে পারে না।' আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার! কিন্তু তিনি আলেম-উলামাদের ধারে কাছে আসেন না। তার নিয়ম হলো, তিনি একা একা পড়াশোনা করবেন। কুরআন নিয়ে পড়াশোনা করবেন। তিনি বুয়েটে ছিলেন ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত। পরে চলে গেছেন সৌদি আরবে। একদিন আমাকে বললেন, 'তুমি এই আয়াতটা খেয়াল করেছো?' আমি বললাম, 'কোন আয়াত?' তিনি বললেন, 'সূরা ইয়াসীনের আয়াত।'

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا

'যিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছের মধ্য থেকে আগুন বানিয়েছেন।' তিনি আমাকে বললেন, 'হামীদ, আল্লাহপাক এই কথাটা কেন বললেন, الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ সবুজ গাছ। এটা বলার দরকার কী। শুধু গাছ বললেই তো হতো, 'সবুজ' শব্দ কেন? এখন বিজ্ঞান

www.pathagar.com

বলে, সবুজ শব্দটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। সবুজ না হলে গাছ খাদ্য তৈরি করতে পারতো না।'

যারা বিজ্ঞান পড়ে তারা জানে গাছের খাদ্য তৈরির এই প্রক্রিয়ার নাম ফটোসিনথেসিস (Photosynthesis[24]) বাংলায় 'সালোক সংশ্লেষণ।' সালোক সংশ্লেষণের জন্য প্রধান আইটেমই হলো সবুজ ক্লোরোফিল। সবুজ রং বিশিষ্ট এই জিনিস অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরিষ্কার দেখা যায়। আর ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplasts[25])

---

[24] **Photosynthesis** is the conversion of light energy into chemical energy by living organisms. The raw materials are carbon dioxide and water; the energy source is sunlight; and the end-products are oxygen and (energy rich) carbohydrates, for example sucrose and starch. This process is arguably the most important biochemical pathway, since nearly all life depends on it. The word comes from the *Greek photo-*, "light", and *synthesis*, "putting together". Photosynthesis occurs in green plants, seaweeds, algae, and certain bacteria. Most plants produce more glucose than they use, however, and they store it in the form of starch and other carbohydrates in roots, stems, and leaves. The plants can then draw on these reserves for extra energy or building materials. Each year, photosynthesizing organisms produce about 170 billion metric tons of extra carbohydrates, about 30 metric tons for every person on earth. [The New Encyclopaedia Britannica, Volume 9]

[25] Plant photosynthesis occurs in leaves and green stems within specialized cell structures called chloroplasts. One plant leaf is composed of tens of thousands of cells, and each cell contains 40 to 50 chloroplasts. The chloroplast, an oval-shaped structure, is divided by membranes into numerous disk-shaped compartments. These disklike compartments, called thylakoids, are arranged vertically in the chloroplast like a stack of plates or pancakes. A stack of thylakoids is called a granum (plural, *grana*); the grana lie suspended in a fluid known as stroma. Embedded in the membranes of the thylakoids are hundreds of molecules of chlorophyll, a light-trapping pigment required for photosynthesis. Additional light-trapping pigments, enzymes (organic substances that speed up chemical reactions), and other molecules needed for photosynthesis are also located within the thylakoid membranes. The pigments and enzymes are arranged in two types of units, Photosystem I and Photosystem II. Because a chloroplast may have dozens of thylakoids, and each thylakoid may contain thousands of photosystems, each chloroplast will contain millions of pigment molecules.

www.pathagar.com

হলো গাছের খাদ্য তৈরীর কারখানা। এ কারখানার কাঁচামাল হলো এক নম্বরে সূর্যের আলো। আকাশ থেকে সূর্যের আলো আসে, বাতাস থেকে কার্বনডাই অক্সাইড, যা আমরা প্রশ্বাসে ছাড়ি। এই কার্বনডাই অক্সাইডও কাঁচামাল। জমিন থেকে গাছ নেয় পানি। এটা হলো তিন নম্বর কাঁচামাল। এসব কাঁচামাল ব্যবহার করে ক্লোরোপ্লাস্ট গ্লুকোজ তৈরি করে, যেটা হল গাছের খাদ্য। এই খাদ্যের কারণে পাতাটা বড় হয়। গাছ নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে। কী অপূর্ব কুদরত আল্লাহর! সারা দুনিয়ার যত গাছ, যত খাদ্যশস্য - ধানগাছ, গমগাছ সবই তো জমিন থেকে বের হয়। এ কথা আল্লাহ পাক বলেছেন,

مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ২৭:৬০

'তোমাদের কোনো সাধ্য নেই এই পাতাটা বের করার।' এই পাতাটা বের করে কে? আল্লাহ। এখন বিজ্ঞান বলে, এই পাতার মধ্যে যে সবুজ রং আছে, এর কারণেই বাতাসের কার্বনডাই অক্সাইডের কার্বনটা যায়। যত খাবার তাতে কার্বন আছে। আমরা ছেলেদের পরীক্ষা করে দেখাই, তুমি একটুখানি লবণ নাও। তাওয়ার মধ্যে দাও। গরম করো। যত গরম করবে লবণ সাদাই থাকবে। কিন্তু চিনি নাও, তাওয়ার মধ্যে দাও। কতক্ষণ পরে দেখবে কয়লা পড়ে আছে। এভাবে গাছের পাতা নাও, ধান নাও, ভাত নাও, মাছ নাও, গোশত নাও সব কিছুর মধ্যে কার্বন আছে। লবণে কার্বন নেই। আপনি যত খুশি গরম করেন দেখবেন লবণ সাদাই সাদা। এক বিন্দুও রং পাল্টাবে না। কারণ কী? কারণ হলো, লবণের মধ্যে কার্বন নেই। চিনির মধ্যে কার্বন আছে, গোশতের মধ্যে কার্বন আছে, মাছের মধ্যে কার্বন আছে, ধানের মধ্যে কার্বন আছে, গমের মধ্যে কার্বন আছে। কার্বন আসলো কোত্থেকে? বাতাস থেকে এসেছে। এসেছে কীসের জন্য? সবুজ রংয়ের জন্য। তিনি আমাকে বললেন, 'হামীদ, তুমি কি চিন্তা করেছো আল্লাহ পাক এ কথা কেন বললেন, الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ? কারণ আগুনের জন্য কার্বন লাগবে। কার্বন ছাড়া আগুন ধরানো যাবে না।' আগুনের কথা আল্লাহ আমাদের বলেছেন,

أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ

'গাছ তোমরা বানাও, নাকি আমি বানাই?' এই আল্লাহর বান্দা কুরআন শরীফ অনেক পড়ে, অপূর্ব সব চিন্তা করে। কিন্তু কোনো আলেমের সোহবতে যায় না। গত বছর

www.pathagar.com

আমি গিয়েছিলাম জেদ্দায়। তাকে কত সাধাসাধি করলাম আমাদের কাছে আসার জন্য, কিন্তু আসলো না। কিন্তু আজীব তার কথাবার্তা। সে বলে, 'রাসূল (ﷺ) এর দু'আগুলো নিয়ে যদি কেউ চিন্তা করে, তার মন সাক্ষ্য দিবে, কোনো মানুষ নিজে নিজে এই দু'আ রচনা করতে পারে না।' আরেকটি দু'আ দেখুন। খাবার শেষের দু'আ,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের খাওয়ালেন, পান করালেন এবং যিনি আমাদের মুসলমান বানিয়েছেন।' হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব (রহঃ) আমাদেরকে গল্প শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, আমার বয়স যখন দশ-এগারো, তখন আমি আমার আব্বাজানের সঙ্গে হাকীমুল উম্মতের কাছে গিয়েছিলাম। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার পর খানার দু'আ সম্পর্কে আলোচনা হলো। আমার আব্বাজান হাকীমুল উম্মতকে বললেন, হযরত, খাওয়ার পর একথা বলা যে, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন -এটা তো বুঝে আসলো, কিন্তু 'যিনি আমাদের মুসলমান বানিয়েছেন' - এ কথাটা এখানে কেন আনা হলো? খাবারের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? একথা শুনে হাকীমুল উম্মত (রহঃ) বললেন, এটা তো আলেমদের বলার কথা। আলেমরা এসমস্ত বিষয় তাহকীক করবে। হযরত আবরারুল হক (রহঃ) নিজে আবার মাঝখানে টীকা লাগালেন, 'আমার আব্বাজান যদিও একজন বিখ্যাত এ্যাডভোকেট ছিলেন, তবে তিনি ছিলেন হযরতের খলীফা (মুজাযে সোহবত)। আলেমদের মতোই ছিলেন।' এরপর হাকীমুল উম্মত বললেন, দুনিয়ার সবচেয়ে সহজবোধ্য দুই নেয়ামতের একটি হলো, ক্ষুধার সময় খাদ্য। দ্বিতীয়টি হলো, পিপাসার সময় পানীয়। এই দু'টি নেয়ামত বুঝতে পারে না এমন কোনো মানুষ নেই। এই দুই সহজবোধ্য নেয়ামতের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত ঈমানের কথা উল্লেখিত হয়েছে। অথচ মানুষের স্মরণেও আসে না যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। যতবার খাওয়া-দাওয়া করি যদি রাসূলের দু'আটা পড়ি, তাহলে আল্লাহপাক আমাদেরকে যে ঈমান দিয়েছেন, সবচেয়ে বড় নেয়ামত দিয়েছেন এজন্যও শুকরিয়া আদায় করা হলো। গাড়িতে চলার দু'আ তো কুরআন মজীদে এসেছে,

www.pathagar.com

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

'সমস্ত গৌরব, সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর জন্য, যিনি এই বাহনকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন। আমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন। আমাদের কোনোই সাধ্য ছিল না এটাকে এভাবে আমাদের কাজে লাগানোর।' এর পরের কথাটা লক্ষ্য করুন। কথাটা এই যে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের কাছে ফিরে যাবো।' আজ যাচ্ছি আজিমপুর থেকে মুহাম্মাদপুর। একদিন যাবো কোথায়? আখেরাতের সফরে। গাড়িতে চড়তে ঐ একই কথা আখেরাতকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। ঘুমাতে যাবেন, ঘুমানোর দু'টি দু'আ আছে। আরো থাকতে পারে। মাওলানারা জানবেন। একটা হলো,

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى [২৬]

'হে আল্লাহ, আপনার নামে আমি মৃত্যুবরণ করি এবং আপনার নামেই জীবিত হই।' আরেকটা বড় দু'আ,

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

'হে আল্লাহ! আমার এই পার্শ্বদেশকে বিছানার মধ্যে লাগালাম আপনার নামের উপর। আপনার জন্য আবার আমি উঠব। যদি আজ রাতে আপনি আমার রূহ কবয করেন, তাহলে তাকে ক্ষমা করুন। আর যদি তাকে ছেড়ে দেন তবে তাকে সেভাবেই রক্ষা করবেন যেভাবে নেককারদের রক্ষা করে থাকেন।'

কিভাবে প্রতিটি দু'আর মধ্যে আখেরাতের কথা এসেছে! মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) বার বার প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পবিত্র অভ্যাস, পবিত্র উচ্চারণ ঐ মূল যিকিরগুলো 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ',

[২৬] বুখারী শরীফ ২.৯৩২

www.pathagar.com

'আল্লাহু আকবার', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং বিভিন্ন আমলের সময় যে দু'আগুলো - ঐগুলোর জন্য খুব বেশি তাকিদ করতেন। খাবারের বিভিন্ন দু'আ আমরা পড়তাম। এ দু'আটা আমরা পড়তাম,

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ

কিন্তু হযরত এসে আমাদের আরেকটা দু'আ শিখালেন যেটা আমরা আগে পড়তাম না। কারো বাড়িতে মেহমান হলে মেজবানের জন্য এই দু'আ করবে,

اَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَاَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ

হযরত মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) এর মেহমানদারীতে আমরা কখনো নাস্তা খেলে তিনি নিজ থেকে আগ্রহ সহকারে আমাদেরকে এই দু'আটা পড়তে বলতেন। এই দু'আতে মেহমান মেজবানের জন্য দু'আ করছে। অর্থ হলো, 'আপনার বাড়ির খানা যেন আল্লাহর নেক বান্দারা খায়, ফেরেশতারা যেন আপনার জন্য দু'আ করে এবং রোযাদার ব্যক্তিরা যেন আপনার ঘরে ইফতার করে।'

রোগী দেখার দু'আ আছে। রোগী দেখতে যায় হাজার হাজার মানুষ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর একটা সুন্নত এখানে পালিত হয়। অসুস্থ মানুষকে দেখতে হাসপাতাল লোকে ভর্তি। ছেলে মেয়ে ছোট বড় অনেকে যায়। কিন্তু পর্দার কোনো খবর নেই। কাজেই এখানে এ গুনাহের কাজ অনেক হয়। আর এ সময়ের দু'আ কেউ পড়ে না। হযরতকে বলতে গেলে এই দু'আর মুজাদ্দিদ, রোগী দেখতে গেলে সাতবার এই দু'আ পড়তে হয়। অপূর্ব দু'আ,

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ ۞ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۞ اَنْ يَّشْفِيَكَ ۞

এখন থেকে বছর খানেক আগে মক্কা শরীফে আমার একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে। এক মাওলানা সাহেবের আব্বা অসুস্থ ছিলেন। তিনিও দেওবন্দের আলেম। আমি তাকে দেখতে গেলাম। আমি তার জন্য দু'আ পড়ছি। তিনি 'আমীন' বললেন। তিন বাক্যে একবার। এভাবে সাতবার পড়তে একটু সময় লাগে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত আলেম, বড় খতীব এসে হাজির হলেন। । হাফেজ সাহেব, মাওলানা সাহেব,

www.pathagar.com

মুহাদ্দিস সাহেব। তিনি শেষ দু'বার আমার পড়া শুনে পাশে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেন, 'প্রফেসর সাহেব, আপনি এই দু'আ কোথায় পেলেন?' আমি বললাম, 'আমাদেরকে মাওলানা আবরারুল হক সাহেব শিখিয়েছেন।' তিনি বললেন, 'দেখেন, এই দু'আ আমি হাদীসে কতবার পড়িয়েছি, কিন্তু আমলের সৌভাগ্য হয়নি।' তিনি অকপটে বিনয় প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, 'আপনারা হাদীসে পড়েননি, কিন্তু মাওলানা আবরারুল হক সাহেবের উসীলায় আমল করতে পারছেন।' এই আল্লাহর বান্দা তার অকল্পনীয় নম্রতা অকপটে স্বীকার করলেন। হযরত মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) আমাদেরকে শিখিয়েছেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নতকে যিন্দা করো। আমরা বলে থাকি, সুন্নত-নফল না পড়লে গুনাহ নেই। অথচ আল্লাহ পাকের ওলী হওয়ার জন্য ঐগুলোই সবচেয়ে দামী। দুনিয়াতে কয়টা কাজ আছে যা আমাদের জন্য জরুরি? অফিস টাইমের বাইরে বাকি সময়গুলো কী করি আমরা? খবরের কাগজ পড়ি। এটা পড়া কি ফরয? এটা পড়লে কোনো কাজ হবে? কোনো পয়সা কামাইও হবে না, অথচ আমরা কীভাবে পড়ি? কীভাবে আমরা ম্যাগাজিন পড়ি। কীভাবে 'নাউযুবিল্লাহ' টিভির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। বললে আবার বলে যে, 'আপনারা টিভি দেখতে নিষেধ করেন, তাহলে কি আপনারা আমাদেরকে মধ্যযুগে নিয়ে যাবেন?' জ্বী না, আমরা মধ্যযুগে নিতে চাই না। আপনাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যেতে চাই। আপনার কাছে যতই আধুনিকতা মনে হোক, মাওলানা আবরারুল হক সাহেব (রহঃ) এর পরিষ্কার কথা, 'টিভি হলো সাপের বাক্স।' এটা এমন সাপের বাক্স যেটা তোমাকে দোযখে নিয়ে যাবে। দুনিয়ায় সাপে কামড় দিলে কোনো মাওলানা বলবে না, তোমাকে দোযখে যেতে হবে। কিন্তু টিভির বাক্স তোমাকে দোযখে নিবে। মাওলানা আবরারুল হকের বিখ্যাত কথা 'গুনাহ ছাড়ো, সুন্নত ধরো'। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

www.pathagar.com

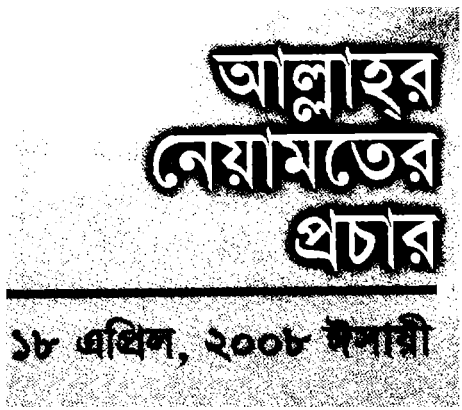

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লাহর নেয়ামত প্রচার

জনাব মতিউর রহমান সাহেবের বাসা, গুলশান, ১৮ এপ্রিল ২০০৮
সময় ঃ দুপুর ৩:৪৫ টা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ
اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا
عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞ اَمَّا بَعْدُ، فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞ صَدَقَ اللهُ
الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আমি আপনাদের সামনে সূরা দোহা'র শেষ আয়াতটি তেলাওয়াত করলাম। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি এই সূরাটির কাব্যানুবাদ করেছিলেন। আমরা শৈশবে সেই অনুবাদ পড়েছিলাম। প্রথম কয়েকটি আয়াতের অনুবাদ ছিল এরকম ঃ

www.pathagar.com

মধ্যদিনের আলোর দোহাই, নিশির দোহাই ওরে
প্রভু তোরে ভুলে যাননিকো কভু, ঘৃণা না করেন তোরে।
অতীতের চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল হবেরে ভবিষ্যত
অচিরেই খুশি হবি তুই লবি দান তার সুমহান।

সূরা দোহা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নবুওতের একদম প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। বেশ কিছু দিন ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অন্তরে অকল্পনীয় বেদনা ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এই সূরা নাযিল করেন। এই সূরারই শেষ কথা হলো,

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় এ আয়াতের অনুবাদ হলো, তোমার প্রভুর বারতা ঘোষণা কররে দুনিয়াময়। মূল শব্দ ছিল বার্তা। এই বার্তাকেই কবি বারতা লিখেছেন। কবিরা তো শব্দ নিয়ে কাজ করে। যেমন খুশি লেখে। কিন্তু কুরআনের শব্দ হলো, নেয়ামত। তোমার প্রভুর নেয়ামতের কথা মানে তার অনুগ্রহের কথা ঘোষণা করো, প্রচার করো। সূরা মূলকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ৬৭:২৩

'আপনি বলুন, তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদেরকে তৈরি করেছেন। তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, মন দিয়েছেন। কতই না কম শোকরগুজারী করো তোমরা!' সূরা দোহায় নেয়ামতের কথা প্রচার করতে বলেছেন। আর এখানে আল্লাহ নিজে তার নেয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন কান, চোখ এবং মন। মন তো চোখের মত নয়। কানের মতোও নয়। কান অডিও সিগন্যাল রিসিভ করে। আর চোখ রিসিভ করে ভিডিও সিগন্যাল। আর এই দুই সিগন্যালকে প্রসেস করে মন। আমাদের মনটা এমন একটা মেমোরী যে, কান থেকে সিগন্যাল গেলেই মনের মেমোরীতে চলে যায়। চোখের বেলায়ও তাই। এখন আল্লাহ এগুলোকে কোথায় তৈরী করেছেন? আল্লাহ বলেন,

www.pathagar.com

خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ৩৯:৬

'সৃষ্টির ভেতর সৃষ্টি, তিনটি অন্ধকারের মধ্যে তিনি তৈরি করেছেন তোমাকে।' কুরআন শরীফে যতবার চোখ-কানের কথার আলোচনা এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা সবখানে কানের কথা আগে বলেছেন। আমাদের মন কি বুকে না ব্রেনে? মনের তরজমা করা হয় হার্ট। কুরআনের মধ্যে রয়েছে, ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে জিজ্ঞেস করেছে,

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ১৭:৮৫

'তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।' আল্লাহ্ বলেন,

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ ১৭:৮৫

'আপনি বলে দিন, রূহ হলো আমার প্রতিপালকের আদেশের মধ্য থেকে একটি হুকুম।' সূরা দোহা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সবচেয়ে দুঃসময়ে আলোদানকারী সূরা। আবার এটি সর্বাধিক পঠিত সূরাগুলোর মধ্যে একটি। সর্বাধিক পঠিত সূরাগুলোর আরেকটি হচ্ছে আলামনাশরাহলাকা সাদরাক। যেখানে আল্লাহ্ বলেন,

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

'আমি কি আপনার অন্তরকে খুলে দেইনি?' কুরআন শরীফের এক আয়াত আরেক আয়াতের ব্যাখ্যা। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ৬:১২৫

'Whomever Allah wills to guide, He opens his chest to Islam.' আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দিতে চান, ইসলামের ব্যাপারে তাকে শরহে সদর দান করেন। আল্লাহ্ বলেন,

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

'মানুষকে মনে করিয়ে দেন। মনে করিয়ে দেয়া ঈমানদারদের অবশ্যই উপকার করবে।' সূরা মূলকের প্রথম আয়াত,

www.pathagar.com

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ

وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ৬৭:১-২

'অতি বরকতওয়ালা সেই সত্তা, সকল আধিপত্য যার হাতে। সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান যিনি। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুকে ও জীবনকে। তিনি পরীক্ষা করবেন তোমাদের মধ্যে আমলে কে উত্তম। প্রথম নেয়ামত তোমার এই জীবন। এখানে মৃত্যু মানে অনস্তিত্ব। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের কথা বলেছেন। এটি কুরআন শরীফের উনত্রিশ পারার প্রথম সূরা। এই পারারই আরেকটি সূরা হলো সূরা দাহর। সেখানে এই কথাটিকেই আর একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে,

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ৭৬:১

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কালের স্রোতে এমন একটি ক্ষণ কি অতিক্রান্ত হয়নি যখন মানুষ কোন আলোচ্য বস্তুই ছিল না?' এখানে যারা আছেন, তাদের মধ্যে আমার বয়স সবচেয়ে বেশী। আমার বয়স এখন প্রায় সত্তর। এখন থেকে সত্তর বছর আগে আমি কোন আলোচ্য বস্তুই ছিলাম না। মৃত্যুর পর অনেকের আলোচনা কিছু দিন বাকী থাকে। এখন যেমন অনেকে বলে, শেখ মুজিব জিন্দাবাদ! জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ! কিন্তু তাদের জন্মের পূর্বে তাদের ব্যাপারে কোন আলোচনাই ছিল না। এরপর আল্লাহ বলেন,

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ৭৬:২

'আমি মানুষকে মিশ্রিত ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করেছি। আমি তাকে পরীক্ষা করব এজন্য তাকে দিয়েছি চোখ এবং কান।' চোখ আর কান আমাদের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার বস্তু। পয়সা যাদের যত বেশী, তাদের চোখ এবং কান তত বেশী ধোঁকা দেয়।

قُلْ هُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ৬৭:২৩

www.pathagar.com

'আপনি বলুন, তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদেরকে তৈরি করেছেন। তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, মন দিয়েছেন। কতই না কম শোকরগুজারী করো তোমরা!' قل শব্দটি যে কুরআন শরীফে কতবার এসেছে! চোখ, কান এবং মন - এই তিনটি জিনিস যদি না থাকতো, তাহলে কেমন হতো? আপনি চাইলেই কি ভাবতে পারতেন? কম্পিউটারে তো বোতাম টিপতে হয়। আর এখানে তো চিন্তা করলেই হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের কত উত্তম নেয়ামত দিয়েছেন। তারপরেই বলেছেন, কতই না কম শোকরগুজারী করো তোমরা! এই কথারই প্রতিধ্বনি সারা কুরআন শরীফে। সূরা ইয়াসীন কুরআন শরীফের কলব। এই সূরার শেষের দিকের আয়াত,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ٣٦:٧١

'তারা কি দেখে না।তারা দেখে না মানে তারা কি চিন্তা করে না। যে, আমি আমার হাতে (আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে যেখানে আমার হাত কথাটি ব্যবহার করেছেন, সেখানে তাঁর খাছ কুদরতের দিকেই ইশারা করা হয়েছে) তাদের জন্য বানিয়েছি চতুষ্পদ জানোয়ার। অতঃপর তারা তাদের মালিক হয়ে যায়।' আল্লাহ তা'আলা Heart of the Quran এ চতুষ্পদ জানোয়ারের আলোচনা করেছেন। এরপর বলেন,

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ٣٦:٧٢

'আমি এগুলোকে তাদের জন্য অকল্পনীয় নম্র করে দিয়েছি। ফলে এগুলোর মধ্যে কিছু তাদের বাহন এবং কিছু তারা খায়। তাদের জন্য এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ এবং পানীয়।' এবার আসল কথা,

أَفَلَا يَشْكُرُونَ

'তারা কি শোকর আদায় করবে না?' সূরা ইয়াসীন - যে সূরা পড়লে কবরের আযাব মাফ হয়ে যায়। হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) ইন্তেকাল করেছেন ১৯৮৭ সালে। আর আমরা তাঁর অসিয়তনামা ছাপিয়েছি ১৯৭৯ সালে। সেই অসিয়তনামায় হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) বলেছেন, 'আমার মৃত্যুর পরে আমার

www.pathagar.com

জন্য দুআ করার নামে দাওয়াত দিয়ে যেন মানুষ জমা করা না হয়। যারা আমাকে ভালবাসেন, তারা একবার সূরা ইয়াসীন পড়ে আমার নামে বখশিশ করে দিবেন।' মৃত ব্যক্তিদের জন্য সূরা ইয়াসীন শ্রেষ্ঠ হাদিয়া। সূরা ওয়াক্বিয়ায় আল্লাহ বলেন,

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ৫৬:৬৭-৬৮

'তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে কি ভেবে দেখেছো? এ পানি তোমরা মেঘ থেকে নামাও না আমি নামাই? তবে কেন শোকর আদায় করো না?' Technology অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি বর্ষণ করার ক্ষেত্রে এগুতে পারেনি। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা মন দিয়েছেন বোঝার জন্য। এজন্যই বলেছেন, ভেবে দেখেছো কি? আটাশ নম্বর সূরা কাসাসে আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ

يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ২৮:৭১

'আপনি তাদেরকে বলুন, তারা চিন্তা করে বলুক, যদি আল্লাহ তা'আলা রাতকে করে দেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত কেবল রাতই রাত, রাতই রাত, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদের আলো এনে দেবে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না?' আবার,

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ مَنْ

إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ২৮:৭২

'আপনি বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, কখনো যদি তিনি তোমাদের উপর এমন করে দেন যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত কেবল দিনই দিন, দিনই দিন, তা হলে কে আনবে তোমাদের জন্য আবার রাত, যে রাতে তোমরা আরাম করতে পারো?' এখানে রাতের বেলায় একটি বাক্য অতিরিক্ত বলেছেন যা প্রথম আয়াতে দিনের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে বলেননি। এখানে বলেছেন, يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ কিন্তু يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ এর পরে আর কিছু বলেননি। আমরা তো কিছু চিন্তা করি না। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, রাত-দিন কেন হয়? পৃথিবী তার অক্ষের উপর চব্বিশ ঘন্টায় একবার ঘুরে। এজন্য রাত-দিন হয়। সবগুলো গ্রহ ঘুরে ডানদিকে। আর শুক্র বা ভেনাস ঘুরে উল্টোদিকে। সেখানে একদিন হয় পৃথিবীর ২৪৫ দিনে। আল্লাহ বলেন,

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ২৫:৬১

'বরকতময় সেই সত্তা যিনি আসমানে কক্ষপথ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য।'

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا

'এবং আমি সৃষ্টি করেছি আলোকিত প্রদীপ।'

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا

'আমি কি জমিনকে বিছিয়ে দেই নাই?'

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ৭৮:১০

'রাতকে করে দিয়েছি একটি আবরণ।'

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

'তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী।' এ কথাই আরেক আয়াতে অনেক বড় করে বলেছেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ৩০:২৩

'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিদ্রাগমন রাতে ও দিবসে।' সূরা ইউসূফে এসেছে,

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ১২:১০৫

www.pathagar.com

'আসমান জমিনের অনেক নির্দেশনাবলীর উপর দিয়ে তারা বিচরণ করে। কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে।' সূরা ইয়াসিনের আয়াত,

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ৩৬:৩৩

'তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো মৃত ভূমি। আমি তাকে সঞ্জিবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শষ্য। তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে নির্ঝরনী যাতে তারা তার ফল খায়। ফলের ব্যাপারে তাদের হাতের কোন দখল নেই। তবুও তারা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না?' পুরো কুরআন শরীফের আসল কথা হলো, হে আমার বান্দা! তুমি আমার নেয়ামতগুলো নিয়ে চিন্তা করো। আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহা'র শুরুতে বলেছেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا[২৭]

'আমি কি আমার মাবুদের শোকরগুজার বান্দা হবো না?'

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন যে, কুরআন শরীফ হলো আত্মিক হাসপাতাল। কোন বেচারার সন্তান তার মাকে চিনে না। তখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশের চিকিৎসায় সুস্থ না হলে তাকে বিদেশ নিয়ে যায়। বাবার পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যদি এই অসুস্থ সন্তানকে কোনো বাবা আমেরিকা না নিয়ে যায়, তাহলে মানুষ তাকে কি বলবে? অথচ আমরাও রোগী। এভাবে যে, আমরা আল্লাহকে চিনি না। এজন্য আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর

[২৭] বুখারী শরীফ

www.pathagar.com

পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের প্রতিটি কাজে তার সুন্নতকে আকড়ে ধরতে হবে। কুরআন শরীফের বিখ্যাত আয়াত,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ৩:৩১

আল্লাহ তা'আলা তার হাবীবকে বলতে বলেছেন, 'আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।' মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মতো করো, তার মতো বলো। তার মতো চলো। প্রতিটি কাজ তার মতো করো। তাহলে তোমাকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

'আপনি মনে করিয়ে দিন, আপনি আলোচনা করুন, পুনরালোচনা করুন, মনে করিয়ে দেয়া অবশ্যই ঈমানদারদের উপকৃত করবে।' এ আয়াতের প্রেক্ষিতে আপনাদের সামনে কিছু কথা বললাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই স্বল্প সময়ের বসাকে-বলাকে কবূল করুন। নেক আমলের তৌফিক নসীব করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

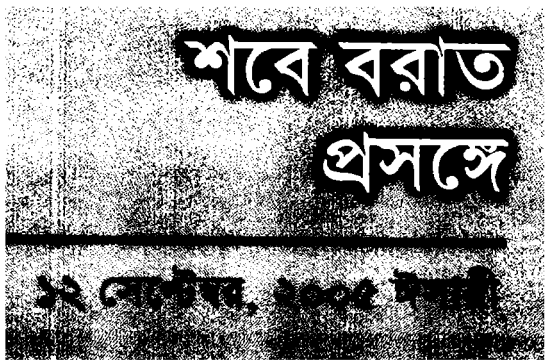

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শবে বরাত প্রসঙ্গে

১০ সেপ্টেম্বর ২০০৫, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বুয়েট
বাদ মাগরিব, ১৫ মিনিট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আমরা একটু আগে শবেবরাত সম্পর্কে আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় মুরব্বী মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেব (দাঃবাঃ) (হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) এর একজন খলীফা) এবং অত্যন্ত প্রতিভাবান তরুণ আলেম মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (দাঃবাঃ) এর বয়ান শুনছিলাম। মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবকে আমরা বুয়েটের কেন্দ্রীয় মসজিদে দাওয়াতুল হকের মাসিক এই ইসলাহি মজলিসে বেশি পাই না। আজিমপুরে আমার পুরানো বাসায় প্রতি শনিবার বাদ মাগরিব যে সাপ্তাহিক মাহফিল হয়, সেখানে তাঁকে একটু বেশি পাওয়া যায়। আমরা আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করছি যে, তাঁকে আমরা আজ এখানে পেয়েছি।

www.pathagar.com

শবে বরাত সম্পর্কে এতক্ষণ অনেক সুন্দর কথা আলোচনা হয়েছে। আজকাল সমাজে এ কথা অনেক বেশি প্রচলিত হয়ে গেছে যে, শবেবরাত বলে কিছু নেই। আমি তো প্রথমে ছিলাম বুয়েটে। পরে ডঃ পাটোয়ারী সাহেব আমাকে আইইউটিতে নিয়ে গেলেন। শুরুর দিকে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল আইসিটিভিটিআর (ইসলামিক সেন্টার ফর টেকনিকেল এন্ড ভোকেশনাল ট্রেইনিং এন্ড রিসার্চ), পরে হয়েছে আইআইটি (ইসলামিক ইন্সটিটিউশন অব টেকনোলজি)। আর এখন নাম হয়েছে আইইউটি (ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি)। সেখানে শবে বরাতকে উদ্দেশ্য করে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হলো। সেখানেও এক বক্তা স্টেজে উঠেই শুরু করে দিলেন যে, শবে বরাতের কোনো দলীল নেই। অথচ শবে বরাত উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান হচ্ছে। এটা এখন আপনারাও অনেকে শুনে থাকবেন। অনেক জায়গায় ১৪ই শাবানের আগে প্রচারপত্রও বিলি করা হয়। আমি কেবল মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেব এবং মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব - এই দু'জনের কথার সাথে একটুখানি নোট লাগাচ্ছি, যাতে কথাগুলো আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে যায়।

তাঁরা যে কথার দিকে ইশারা করেছেন, হয়তো এখনো আপনারা অনেকে সেটার মুখোমুখি হননি। আগামীতে হতেও পারেন। একদল লোক সমাজে খুব বাড়াবাড়ি করছে যে, শবে বরাতের কোন দলীল নেই। তারা আবার এ সম্পর্কে কাগজ-পত্রও বিলি করছে। তার মধ্যে সৌদি আরবের একজন বিখ্যাত আলেম শাইখ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলব আমরা। কারণ তিনি অনেক বড় একজন আলেম ছিলেন। কিন্তু কতেক জায়গায় তার গবেষণা ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। অনেক সময় ভুল হয়ে যায়।) বলেছিলেন যে, শবে বরাতের কোনো দলীল নেই। তার ঐ কথাটাকেই বাংলাদেশে একদল লোক খুব ফলাও করে প্রচার করছে।
কথা হলো, এ সব অপপ্রচারের মোকাবেলায় আমরা কি করবো? আমরা আজ এতক্ষণ ধরে শবে বরাতের ফযীলত শুনলাম। আর তারপরে হয়তো রাস্তায় একটা কাগজ পেলাম। সেখানে লেখা দেখলাম যে, শবেবরাত বলে কিছু নেই। তখন আমরা কোথায় যাবো? মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেব মাসিক আল-কাউসারের যে

www.pathagar.com

সংখ্যার কথা বলেছেন, আমারও সৌভাগ্য হয়েছে সেটা পড়ার। বাংলাভাষায় শবে বরাতের উপর এরকমের দলীল এবং নির্ভরযোগ্য লেখা আর কোথাও আমি কখনো দেখিনি। মাসিক আল-কাউসার পত্রিকায় শবে বরাতের উপরে এই আর্টিকেলটি লিখেছেন এই মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব। তারই তত্ত্বাবধানে পত্রিকাটি ছাপা হয়। তিনি হাদীস শাস্ত্রে একজন অত্যন্ত পারদর্শী মানুষ। পাকিস্তানে পড়ালেখা করার সময় সেখানকার বড় বড় উলামায়ে-কেরাম তাকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। এরপরে সারা মুসলিম জাহানে খুব বিখ্যাত একজন শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহঃ) তাঁকে সৌদি আরবের রিয়াদে নিয়ে যান। সেখানে তিনি তাঁর গবেষণা কাজে নিজের সঙ্গে এই মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবকে রাখেন। পরবর্তীতে নিজের আব্বা-আম্মার ইশারায় তিনি শেষ পর্যন্ত দেশে চলে আসেন।

মাসিক আল-কাউসার পত্রিকায় শবে বরাতের উপরে ঐ আর্টিকেলে মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব একজন বিখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ শায়েখ নাসির উদ্দীন আলবানী (রহঃ) এর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর বাড়ি ছিল আলবেনিয়ায়। তিনি আমাদের পুরানো রক্ষণশীল উলামায়ে-কেরামদের মধ্যে অনেকের সম্পর্কে অত্যন্ত মারাত্মক শক্ত কথা বলেছেন। আজকে আপনারা দু'জনের নাম শুনলেন। একজন সৌদি আরবের শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায, আর একজন এই আলবেনিয়ার শায়েখ নাসির উদ্দীন আলবানী। শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায বলেছেন, শবে বরাত বলে কিছু নেই। এখন একদল লোক এটির উপর ভিত্তি করে খুব প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছে যে, শবেবরাত বলে কিছু নেই। সংক্ষেপে আমি আপনাদেরকে বলছি, পুরো দলীল তুলে ধরে তিনি প্রথমে দেখিয়েছেন যে, নাসির উদ্দীন আলবানী (রহঃ) অনেক ক্ষেত্রে যে সব কথা বলেছেন, সেগুলো সত্যি সত্যি ঠিক না। আর সে সব ব্যাপারে তিনিও সেখানে দলীল পেশ করেছেন। এটা সোজা কথা না যে, বাংলা ভাষায় একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বড় মুহাদ্দেছের ভুল ধরে তার বিরুদ্ধে রেফারেন্স দেয়া। আর শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বাযকে অনুসরণ করে যারা বলে যে, শবে বরাতের কোন দলীল নেই এবং এই নিয়ে যারা ছড়ায়, আযাদীর সঙ্গে যারা ধর্মীয় কাজকর্ম করে যাচ্ছে সমাজে, তারা আবার শায়েখ নাসির উদ্দীন

www.pathagar.com

আলবানী (রহঃ)কে খুব পছন্দ করে। এজন্য তিনি দলীল দিয়েছেন যে, শায়েখ আলবানী অন্য জায়গায় ভুল করেছেন ঠিকই। কিন্তু শবে বরাতের দলীলগুলোকে সহীহ বলেছেন। এখন আপনি কোথায় যাবেন?

কথাটা খেয়াল করবেন! একদল তরুণ মানুষ, যারা হক্কানী উলামায়ে-কেরামকে মানতে চায় না, নিজস্ব আযাদীকে প্রাধান্য দেয়, তারা যেমন শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বাযের কথা মানে, তেমনি তারা শায়েখ মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন আল-বানীকেও খুব মানে। মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (দাঃবাঃ) তাঁর মাসিক আল-কাউসার পত্রিকায় দেখিয়েছেন যে, শায়েখ মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন আলবানীর ভুল অন্য জায়গায়। কিন্তু শবে বরাত সম্পর্কে আমাদের দেশের রক্ষণশীল উলামায়ে কেরাম যে হাদীসগুলো বলেন, শায়েখ আলবানী (রহঃ) নিজেও সেগুলোকে সহীহ বলেছেন। তাহলে তোমরা এখন কোনটায় যাবে?

এখন এই পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য কর্তব্য কী? আমাদের জন্য কর্তব্য হলো, আমাদের নিকটস্থ খাঁটি আলেমদের আঁচল ধরা। বাংলায় বলে আঁচল ধরা। মৌলবী সাহেবের আচল ধরা মানে কী? এখন আমি আপনাকে বললাম যে, আমাদের এই বুয়েটের কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম সাহেব, মাওলানা আবুল ফাতাহ, তার আঁচল ধরেন। এখন তার কি আঁচল আছে? বাংলায় আঁচল ধরা মানে কি? মানে তার কাছে বস। তার কথা শোন। তিনি যেটা সহীহ বলেন, সেটা মান। সংক্ষেপ এইটুকুই। যদি তাকে মানতে কষ্ট হয় তাহলে তার চেয়ে বড় আলেমের কাছে যাও। বাংলাদেশের বড় বড় উলামায়ে-কেরাম যারা আছে, তাদের কাছে যাও। বসুন্ধরায় মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবের কাছে যাও। অথবা শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল হক সাহেবের কাছে যাও। অথবা মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদীর কাছে যাও। অথবা যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবের কাছে যাও। অথবা মুহাম্মাদপুরে মুফতী মনসুরুল হক সাহেবের কাছে যাও। আমি যাদের নাম বললাম, তারা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। কেবলমাত্র কয়েকটি লিফলেটের কাছে যেন আমরা আমাদের মতধারাকে বিচ্ছিন্ন হতে না দেই। আমরা সচরাচর অনেক ব্যাপারেই দেখি যে, এই মৌলবী বলে এটা ঠিক,

www.pathagar.com

আর এক মৌলবী বলে ওটা ঠিক। কোথায় যাবো আমরা? আমি আপনাদেরকে সহজ জিনিস দেখিয়ে দিলাম। একজন খাঁটি মৌলবীর আঁচল ধরেন। যেহেতু আমাদের নিজস্ব এলেম নেই, আমাদের উচিত একজন খাঁটি আলেমকে ধরে ধরে চলা। তিনি যেটা বলেন, সেটা করা।

হযরত মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেব (দাঃবাঃ) মজলিসের শুরুতে যে কিতাব থেকে আপনাদের পড়ে শুনিয়েছেন, ঐ কিতাব তো আমার ওয়াযের কিতাব। আমি তো বার বার বলি যে, আমাকে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) এর জুতা উঠানো শিখিয়েছেন এই মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেব (দাঃবাঃ)। একবার আমি হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) এর পেছনে নামায পড়ে বসে আছি। তিনি তখন আমাকে বললেন, 'হুযূর এর কোনো খেদমত করেন না? তার জুতাটা ধরেন না?' আমি তখন বললাম, 'হুযূর, আমার ভয় লাগে।' তারপর তিনি আমাকে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) এর জুতা ধরিয়ে দিয়েছেন। আর তখন হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) আমাকে বললেন, 'আপনি আমার জুতা কেন ধরেছেন?' তখন মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেব হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) এর সামনে এসে বললেন, 'হুযূর! আপনাকে হামীদুর রহমান সাহেব খুব মহব্বত করে। আপনার কিছু খেদমত করতে চায়!' এই হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) আমাকে তাঁর খেদমত করার অনুমতি দিলেন। আমি যে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) এর খাদেম হতে পেরেছি, এটাও সম্পূর্ণ মাওলানা মুমিনুল্লাহ হুযূরের এহসান। তিনি হযরতের সঙ্গে আমাকে গভীরভাবে জুড়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা হুযূরের হায়াত দারায করুন।

এখন আমি বিভিন্ন জায়গায় যাই। কথাবার্তা বলি। সেগুলো আবার একজন টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করেছে। এই যে টেপরেকর্ডার নিয়ে যে আমার সঙ্গে বিভিন্ন মজলিসে ঘুরে বেড়ায়, এখানে সে আছে। পাগলা কই? দাঁড়াও। তিনি বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর একজন কর্মরত অফিসার। 'তাযকিরাতুল আখিরাহ' নামে যে বইটা দেখানো হয়েছে, এই বইটি আমি চট্টগ্রামে বিভিন্ন মজলিসে যে কথা বলেছি, সে কথাগুলোরই সংকলন। সে নিজেই টেপরেকর্ডার থেকে কম্পিউটারে বাংলায় উঠিয়েছে। আমার বয়ানের মধ্যে তো বাংলা থাকে, কুরআন শরীফের আয়াত থাকে, ইংরেজিও থাকে। সে অকল্পনীয় মেহনত করেছে!

www.pathagar.com

বইয়ের মধ্যে তার নাম নেই। কেন? যেহেতু সে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর একজন কর্মরত অফিসার, এজন্য তার জন্য নাম দেয়া দুরস্ত নেই। কাজেই নাম লাগিয়েছে প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান। আসলে বইটি তো হামীদুর রহমান নিজে লেখেনি। হামীদুর রহমান বিভিন্ন জায়গায় যে কথাবার্তাগুলো বলেছে, সেই কথাগুলোকে সে টেপরেকর্ডার থেকে নিয়ে একত্র করেছে। আবার আমার মেয়ের জামাই মুফতী মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান, ইসলামিক বই প্রকাশক এবং 'মাকতাবাতুল আশরাফ' এর প্রতিষ্ঠাতা। এটাকে বই হিসেবে ছাপিয়ে দিয়েছে। প্রথম যে বই বের করেছে তার নাম হলো 'তাযকিরাতুল আখিরাহ'। এখন আবার আরও একটি বই বের করেছে। সেই বইয়ের নাম 'কুরআনের ডাক ও আমাদের জীবন'। ঐ বই থেকে আজকে হযরত মাওলানা মুমিনুল্লাহ হুযূর কিছু অংশ পড়ে আপনাদেরকে শুনিয়েছেন। কি পড়েছেন তিনি?

আমি এক জায়গায় বলেছিলাম যে, মিলাদ মাহফিলের সম্মিলিত আওয়ায শুনলে আমার রক্তের মধ্যেও উত্তেজনা জাগে। কেন? দুনিয়াতে আমার প্রিয় পুরুষ মানুষ মুরব্বী যারা, যেমন আমার আব্বাজান, আমার নানাজান, আমার দাদাজান, আমার উস্তাদজি সবাই 'ইয়া নবী সালামালাইকা' এরকম মিলাদ মাহফিলে সম্মিলিতভাবে কোরাস করে পড়েছেন। এজন্য যে কোনো মজলিসে 'ইয়া নবী সালামালাইকা' পড়া হয়, সেটা শুনলে আমার এত ভালো লাগে, এত খুশি লাগে যে, মাঝে মাঝে দাঁড়াতেও ইচ্ছে করে। আমি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাই। কেন সামলাই? কারণ আমি যখন খাঁটি উলামায়ে-কেরামের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলাম, তখন দেখলাম তারা বলেন যে, এভাবে সমবেত কণ্ঠে (বাংলায় বলে সমবেত কণ্ঠে আর ইংরেজিতে বলে Choras) দরূদ পড়া ঠিক না। যদিও এতগুলো মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে বলে, তখন শুনতে ভালো লাগে। ঐক্যতানে পড়তে মানুষের ভালো লাগে। এটাই মানুষের স্বভাব। আমি ঐখানে ঐ কথাটা বলতে চেয়েছি।

আর এ কথা বলতে গিয়ে আর একটা দলীল এনেছি, যেটা তিনি সময় স্বল্পতার জন্য সম্পূর্ণ পড়তে দেননি। সেটা হলো, হজ্জের সময় একটি বড় যিকির হলো,

www.pathagar.com

লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক। এটাকে বলে তালবিয়া। আর মাসআলা হলো, হজ্জের সময় তালবিয়া বেশি বেশি পড়া ভালো। আমাদের বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হজ্জের উপরে একটি বিখ্যাত কিতাব, 'হজ্জ ও মাসায়েল', সেখানে আছে যে, হজ্জের সময় তালবিয়া বেশি বেশি পড়া কঠোরভাবে মুস্তাহাব। অন্য সময় উপর থেকে নীচে নামার সময় যিকির কি? সুবহানাল্লাহ বলা। আর উপরে উঠার সময় যিকির কি? আল্লাহু আকবার বলা। হজ্জের সময় মাসআলা হলো, এ সময় নীচের নামার ক্ষেত্রে সুবহানাল্লাহ বলো না, বলো লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক। তাহলে দেখেন আমলের ক্ষেত্রে তালবিয়া সুবহানাল্লাহর পরিবর্তে চলে এসেছে। উপরে উঠার সময়ও এই তালবিয়া পড়বেন, লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক। এখন আপনি দেখবেন, যেটা নাকি এত বেশি বলতে বলা হয়েছে, সেটা অনেক হাজী সাহেবরা পড়েনই না। কিন্তু বাসের মধ্যে হয়তো একজন বলল, লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, তাকে শুনে তখন বাকীরাও দলবদ্ধভাবে বলে উঠল, লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক। রাস্তার মধ্যেও দেখা যায় আরবরা দল বেঁধে একসাথে জোরে জোরে লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক বলে বলে যাচ্ছে। আসলে রাসূল (ﷺ) কি দল বেঁধে তলবিয়া পড়তে বলেছেন, না একলা একলা পড়তে বলেছেন? তিনি দল বেঁধে হজ্জের তলবিয়া পড়তে বলেননি। ঐ কথাটা এখন মিলাদের সঙ্গে মিলান। একটা হলো, হজ্জের সময়। লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক পড়ার নিয়ম হলো একা একা পড়বে। পুরুষরা হালকা আওয়াযে পড়বে। আর মেয়ে হলে একেবারে নিম্ন আওয়াযে পড়বে। কিন্তু হাজীরা পড়ে কিভাবে? দলবদ্ধভাবে পড়ে। একা একাও পড়ে। তখন সেটা তো আর শোনা যায় না। একলা একলা যারা পড়ে, তারাও অনেকে নিয়ম জানে না। হাজী সাহেবরা যে পড়ে, কেউ হালকা আওয়াযে পড়ে না। একদম মনে মনে পড়ে। অথচ মাসআলা হচ্ছে, হালকা আওয়াযে পড়বে। কিন্তু বাস্তবে কি হয়? হয় একদম মনে মনে পড়ে, আর না হয় একদম দলবদ্ধভাবে মিলাদের মতো করে পড়ে। এটাকে বোঝানোর জন্য ইহরামের মাসআলা আর মিলাদের মাসআলা ঐ বয়ানের মধ্যে একত্রে ছিল। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমলের সৌভাগ্য দেন।

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা মুমিনুল্লাহ সাহেব (দাঃবাঃ) আপনাদেরকে একটু আগে মজলিসে দরূদ শরীফের মশক করিয়েছেন। তিনি যে মশক করালেন, আমরা যদি ঐ দরূদ শরীফ পড়ি, একলা একলা পড়ি; তাহলে আমাদের মনের মধ্যে ঐ মজা লাগে না। আপনি যদি দশ-পনের মিনিটও দরূদে ইবরাহিম একা একা পড়েন, দেখবেন যে ঐ মজা লাগে না, যে মজা সবার সঙ্গে দলবদ্ধভাবে সুর মিলিয়ে পড়লে লাগে। এজন্য ইবাদতের সময় আপনার মজা লাগে কি লাগে না, এটা দলীল না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোনখানে কোনটা কিভাবে করতে বলেছেন, সেটা সেভাবে করতে হবে। এজন্য মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন যে, এটা লোহার বুট। আসল বুট না। আসল বুট খেতে গেলে মট করে ভাঙ্গে। খেতে মজা লাগে। লোহার বুট কি ভাঙ্গা যাবে? আর ভাঙ্গার চেষ্টা করলে দাঁত ভাঙ্গবে। তিনি বলেন যে, ইবাদতের সময় লোহার বুট খাও। অর্থ্যাৎ আল্লাহর রাসূল থেকে হক্কানী উলামায়ে কেরাম যে কাজ যেভাবে করতে বলেন, সেভাবে করো। তোমার কাছে মজা লাগল কি লাগল না এটাকে কখনো দলীল বানাবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সহীহ বুঝ নসীব করুন।

আর সব কথার শেষ কথা হলো, খাঁটি দিকনির্দেশনার জন্য খাটি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে থাকতে হবে। রাস্তা-ঘাটে একটা কাগজ পেলাম। সেখানে হয়তো অনেক হাদীস জমা করে দিয়েছে। তারপর বলছে, আপনি যে নামায পড়ছেন, সে নামায হয়ই না। আপনারা কি ইমাম সাহেবের পেছনে 'সূরা ফাতিহা' পড়েন? 'আমীন' জোরে বলেন? জোরে 'আমীন' না বললে নামায হয় না। এটা আপনারা না পেয়ে থাকলে শীঘ্রই পাবেন। আমাদের বাংলাদেশের মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব[২৮] ১৯৯১ সালে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। উত্তরার এক আর তিন নম্বর সেক্টরের মাঝখানের রাস্তা জসিমউদ্দিন এভিনিউতে সাড়ে ছয় হাজার টাকা দিয়ে ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। সেখানেই ছাত্রদের পড়াতেন। এক বছর পর্যন্ত আমরা ওখানে নিয়মিত যেতাম। তিনি তখন একটা কথা বলেছিলেন যে, সমাজে এখন

[২৮] হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান (দাঃবাঃ) ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং হযরত মাওলানা আবরারুল হক (রহঃ) এর খলীফা।

www.pathagar.com

একটা ভয়ানক জিনিস দেখছি আমি। একদল লোক আমাদের হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে মারাত্মকভাবে উঠে-পড়ে লেগেছে। তারা বলে যে, হানাফী মাযহাব নাকি সহীহ দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হানাফী মাযহাবের মাসআলাগুলো ঠিক নয়। আমরা নামাযে যে নাভীর নীচে হাত বাঁধি, এটা নাকি ঠিক নয়। তারা বলে বেড়াচ্ছে, হাত নাকি বুকের উপরেই বাঁধতে হবে। আমরা নামাযে ইমাম সাহেবের সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' জোরে বলি না, এটাও নাকি ঠিক নয়। মানে সমস্ত হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে কথা। আপনারা সতর্ক হোন। এ সম্পর্কে ভালভাবে কাজকর্ম করেন। এ কথা বলার কয়েকদিন পরেই তিনি বসুন্ধরায় মাদ্রাসা করার জন্য জায়গা পেলেন। উত্তরা থেকে তিনি সেখানে চলে গেলেন।

এ ঘটনার তিন-চার বছর পরে একবার আমি আইইউটি'র ক্যাম্পাসে রিকশা থেকে নেমেছি। ভাড়া দেয়ার পর হালকা দাঁড়িওয়ালা সেই রিকশাওয়ালা আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, হুযূর একটি কথা জিজ্ঞেস করি। আমি বললাম যে, কি কথা? বলে যে, আমরা নাকি হানাফী মুসলমান। আমরা নাকি মুহাম্মাদি মুসলমান না! রিকশাওয়ালা আমাকে বলছে, আপনি চিন্তা করেন! সঙ্গে সঙ্গে আমার খেয়াল হলো যে, মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব চার-পাঁচ বছর আগে আমাকে যে বলেছিলেন, আপনারা সতর্ক হোন। এ সম্পর্কে ভালোভাবে কাজকর্ম করেন। আমাদের হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে একদল লোক উঠে-পড়ে লেগেছে। তারা এখন রীতিমতো বই বের করছে। বইয়ের নাম, 'রাসূলুল্লাহর নামায'। আপনি যেভাবে নামায পড়েন সেভাবে আপনার নামায হয় না। আপনি রাসূলুল্লাহর নামায দেখবেন না? তিনি কিভাবে নামায পড়তেন, জানবেন না। আবার অনেকে আরো বেড়ে বলে যে, হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা মুসলমানই না (নাউযুবিল্লাহ)। এখন আপনি কোথায় যাবেন? এ ধরনের ধর্মের নামে জঘন্য অপপ্রচার চলছে। এ সময় একটাই রাস্তা, খাঁটি আলেমদের কাছে যান। আর ঐধরনের লোকদেরকে তাদের প্রচারপত্র বিলি করার সময় ধরেন। তাদেরকে বলেন যে, আসো। তোমাকে আমি অমুক আলেমের কাছে নিয়ে যাবো। তার সঙ্গে কথা বলো। কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক না, চলো তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি। এ সমস্ত অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না।

www.pathagar.com

সারা দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি অনুসারী হলো ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর। তিনিই একমাত্র ইমাম যিনি সাহাবীদেরকে পেয়েছেন। আশি হিজরীতে তাঁর জন্ম। সারা দুনিয়াতে তার নাম ইমামে আযম। আজকাল কিছু লোক, আল্লাহপাক জানেন, ধর্মের নামে কেন তারা এ শয়তানি করেন? তারা আদাজল খেয়ে লেগেছে হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে। এ মাযহাবের লোকজনকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলে, আমাদের নামায হয় না। আমরা 'সূরা ফাতিহা' পড়ি না। আমরা জোরে 'আমীন' বলি না। মক্কা শরীফে দেখে এসেছি, কি জোরে 'আমীন' বলে! এখন আমাদের দেশেও ইমাম সাহেবের সাথে অনেকে 'আমীন' জোরে বলে। তাদের তো মাযহাব সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। এ জন্য ধর্মের নামে কোথাও বিভিন্ন রকমের বাড়াবাড়ি, কোথাও ছাড়াছাড়ি, কোথাও বিদআত হচ্ছে। এগুলো থেকে বাঁচার একটাই রাস্তা, আপনি একজন খাঁটি আলেমের শরণাপন্ন হন। যে কোনো সময় তাঁর কাছে যেয়ে বিষয়টি পেশ করেন। ঐ সমস্ত অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সহীহ আমলের তৌফীক নসীব করুন।

www.pathagar.com

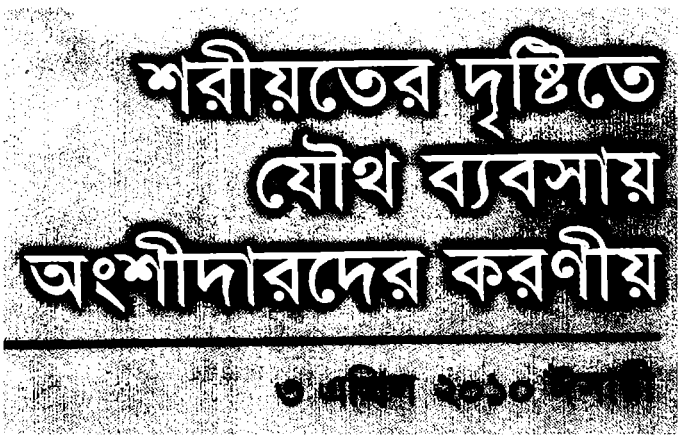

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শরীয়তের দৃষ্টিতে যৌথ ব্যবসায় অংশীদারদের করণীয়

৮৯/১১-এ, গোপিবাগ বিশ্ব রোড, ঢাকা-১২০৩
৩ এপ্রিল ২০১০, বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট, স্থায়ীত্ব আধঘন্টা
[একটি ফার্ণিচার শোরুম উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত মাহফিল]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞ اَمَّا بَعْدُ، فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۞ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۞ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

www.pathagar.com

আলহামদুলিল্লাহ। আমি কুরআন শরীফের সূরা মুমিনুন থেকে কয়েকটি আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। প্রথমে আমাদের সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ২৩:১২-১৩

'মানুষকে আমি তৈরী করেছি মাটির সারাংশ থেকে। অতঃপর তাকে সুরক্ষিত আঁধারে রেখেছি।' আল্লাহ তা'আলা মায়ের পেটের নাম দিয়েছেন قَرَارٍ مَّكِينٍ মানে সুরক্ষিত আঁধার (a protected container)।

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ

خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ২৩:১৪

'অতঃপর সেই ফোঁটা থেকে আমি সৃষ্টি করলাম আলাকা, একটি রক্তের জমাট অংশের মতো থলথলে জিনিস। সেই রক্তের জমাট অংশের মতো থলথলে জিনিসটাকে করলাম মুদগাহ, চিবানো গোস্তের মতো জিনিস। তারপরে চিবানো গোস্তের মধ্যে তৈরী করলাম একটি কাঠামো। কাঠামোর উপর আবার গোস্ত ও চামড়া দিয়েছি।' মানুষ সৃষ্টির সাতটি স্তরের ছয়টি গেল। সপ্তম স্তর,

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

'এরপর তাকে আমি করে দিলাম অন্য এক সৃষ্টি।' আমি সূরা মুমিনুন এর ১২, ১৩ এবং ১৪ নম্বর আয়াত পড়েছি। এ পর্যন্ত আমাদের সৃষ্টির সাতটি স্তরের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতগুলোতে এখনো মায়ের পেট থেকে বাইরে বের করে আনার কথা আলোচিত হয়নি। অন্য সূরায় আছে, আমাদেরকে মায়ের পেটে তৈরী করা হয়েছে। তিনি আমাদেরকে মায়ের পেট থেকে বের করে এনেছেন। আমরা শিশু ছিলাম। যুবক হলাম। এসব বর্ণনা অন্য জায়গায়। এ সূরায় সাত স্তরে আমাদের সৃষ্টির কথা বলার পরেই একটা কমেন্ট আছেঃ

www.pathagar.com

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

'কতই না বরকতওয়ালা সেই মহান স্রষ্টা যিনি সকল স্রষ্টার চেয়ে সুন্দরতম।' আমাদের পৃথিবীর জীবনের আলোচনাই নাই। মায়ের পেটে তৈরীর সাত স্তরের কথা বলে আমাদের সৃষ্টির কথা শেষ। এবারে দুটি আয়াত,

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۞ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۞

'অতঃপর তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর তোমরা ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে।' আমাদের সৃষ্টি, আমাদের গন্তব্যস্থল - এ দুটোরই কথা পাশাপাশি বলা হয়েছে। একটা দেখা যায় আর একটা দেখা যায় না। দেখা যায়, আমরা একদিন মরব। আর মায়ের পেটে সৃষ্টি সমাপ্ত হল, পূর্ণ হল। পরক্ষণেই, 'অতঃপর তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর তোমরা ক্বিয়ামতের দিনে পুনরুজ্জীবিত হবে।' পুনরুজ্জীবিত হলে কি হবে, সেটাও অন্য জায়গায় বলা আছে।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ২:২৮১

'তোমরা ভয় করো সেদিনকে, যেদিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে। অতঃপর প্রতিটি প্রাণকে বদলা দেওয়া হবে যা সে অর্জন করেছিল। তারা অত্যাচারিত হবে না।' ঐখানে শেষ কথা ছিলো,

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۞ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۞

'অতঃপর তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর তোমরা ক্বিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত হবে।' আর এখানে বলা হচ্ছে, 'তোমরা ভয় করো সেদিনকে, যেদিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে। অতঃপর প্রতিটি প্রাণকে বদলা দেওয়া হবে যা সে অর্জন করেছিল।'

www.pathagar.com

আজকে আপনারা একটা অর্জনের সৎ খেয়ালে একটা প্রতিষ্ঠান চালু করতে যাচ্ছেন। কি হবে এখানে? يَكْسِبُ-كَسَبَ হবে। كَسَبَ মানে He earned এবং يَكْسِبُ মানে He earns, হালাল উপার্জনের আরবী শব্দ, كَسْبُ الْحَلَالِ মানে হালাল রুজি উপার্জন বা অর্জন করা। কাসবুন মানে অর্জন করা। আর কাসাবা ক্রিয়াপদ। সে অর্জন করে। উলামায়ে কেরাম এ কথা আমাদেরকে বার বার শোনান, হাদীস শরীফে আছে, -

كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

'হালাল উপার্জন ফরয ইবাদতের পরে ফরয।' হালাল রুযি অন্বেষন করা একটা ফরয। এটা একটা كَسَبَ। আর কুরআনের যে আয়াত আমি পড়লাম,

ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

'প্রতিটি প্রাণ সত্তাকে আল্লাহ বুঝিয়ে দেবেন কি সে অর্জন করেছিলো।' শব্দ একই। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ। مَا كَسَبَتْ মানে দুনিয়াতে কেমনভাবে চলেছিল, কিয়ামতের ময়দানের জন্য কি পাঠিয়েছিল। আর এক আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ৫৯:১৮

'হে ঈমানদারেরা! আল্লাহকে ভয় করো। প্রতিটি মানুষের চিন্তা করে দেখা উচিত আগামী কালের জন্য কি পাঠালো সে। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন।'

দুনিয়ার প্রতিটি কাজে আগামীকালের জন্য কি পাঠাচ্ছি এটা চিন্তা করতে হবে। ব্যবসা করছি, চাকুরী করছি, কৃষি কাজ করছি, করছি শিল্প-কারখানা কিন্তু ইসলাম বলে, আল্লাহর সামনে যেদিন দাঁড়াবে, সেদিনের জন্য সেটা কি অর্জন হবে? এখানে ইসলামের সঙ্গে অন্য ধর্মের তফাৎ। ইসলাম বলে, তোমার বানিজ্য,

www.pathagar.com

তোমার ব্যবসা, তোমার পরিশ্রমে অবিরাম খেয়াল রাখতে হবে যে, তুমি একদিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। আল্লাহ তোমাকে প্রশ্ন করবেন, কি অর্জন করে এসেছ? প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আল্লাহ আমাদেরকে মনে করিয়ে দেন, তুমি আমার সামনে হাজির হবে। সেদিন কোন অর্জন নিয়ে আসবে বল? হালাল অর্জন ফরয ইবাদতের পরে অন্যতম ফরয। কত বেশি তাগিদ দেয়া হয়েছে। নিষেধ নেই। কিন্তু কি অর্জন করলে? এ অর্জন মানে তুমি ব্যবসা কিভাবে করলে? হালাল উপার্জনের নামে পদ্ধতি কি অবলম্বন করেছিলে?

আমাদের দেশে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানে পার্টনারদের মধ্যে অল্প সময়ে ঝগড়া লেগে যায়। অংশিদারিত্বের ব্যবসার বড় সমস্যাই হল, পার্টনারে পার্টনারে ঝগড়া। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'সত্যবাদী আর আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের ময়দানে নবীদের সাথে থাকবে।' এ জামানায় ব্যবসা করা কত কঠিন! যারা ব্যবসা করে তারা বার বার বলে যে, আপনি চিন্তা করতে পারবেন না, কী সব পদ্ধতি ব্যবসায়ীরা অবলম্বন করে! আমরা সৎভাবে ব্যবসা করব কিভাবে? সৎভাবে ব্যবসা করা এত সহজ না। রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে থাকা এত সহজ না।

আমি হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) এর গোলাম ছিলাম। এরকম অনেক অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছি। নতুন ফ্যাক্টরি, নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন হবে। সেখানে হযরত এ কথাই বলতেন, 'আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে আমানতদারীর সঙ্গে কাজ কর।' এটা সবার জন্য প্রযোজ্য। ব্যবসা করছ দুনিয়ার। কিন্তু ব্যবসা তো আসলে আখেরাতের। আখেরাতে যেন পাকরাও না হয়ে যায়! কেন তুমি এরকম করেছিলে? অংশিদারদেরকে কেন ঠকানোর চেষ্টা করেছিলে? অথবা তুমি কেন তোমার অংশিদার সম্পর্কে বদগুমানি করেছিলে? ইসলাম ধর্মে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ

www.pathagar.com

'হে ঈমানদারেরা! বেশি বেশি অনুমান করবে না। অনেক অনুমান গোনাহ।' আমার মনে হয়, 'মাইরা খাইছে। বাইরে লেবাস-সুরুত সুন্দর হলে কি হবে? ' এই 'মাইরা খাইছে' অনুমানই সর্বনাশ করবে। কুরআন শরীফের আয়াত,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ১৭:৩৬

'যে বিষয়ে তোমার পরিষ্কার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে মুখ খুলো না।' আন্দাজের উপরে কোন কথা বলো না। وَلَا تَجَسَّسُوْا 'Don't spy upon others.' স্পাইগিরি করো না। একজনকে লাগিয়ে রাখলাম, দেখ্‌তো আমার পার্টনার কি করে? এমনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে মানা নেই। প্রতিদিন তার সঙ্গে থাকেন। আমার বক্তব্য হল, আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদীসে অজস্র বর্ণনা দিয়েছেন। উলামায়ে কেরাম তো বলেন, হাদীসের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা অনেক অনেক বেশি। আমি তো দাওরা পড়িনি। এখানে যারা মাওলানা আছেন, তারা জানেন। নামায-রোযার কথা বেশি না ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বেশি? বল? (শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন মাওলানা ছাহেব বললেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বেশি)। অদ্ভুত সুন্দর আমাদের ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা এই তিযারতকে সঠিকভাবে করার সৌভাগ্য দেন। সূরা জুমু'আর মধ্যে আছে,

إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ৬২:৯

'যখন জুমু'আর আযান হয়, আল্লাহর যিকিরের দিকে দৌড়াও। ছেড়ে দাও কেনা-বেচা।' অন্য দিনের আযানের সময় এ কথা নেই। فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ আল্লাহর যিকিরের জন্য তাড়াতাড়ি আস। দ্রুত আস। وَذَرُوا الْبَيْعَ কেনা-বেচা ছেড়ে দাও। জুমুআর আযান হয়ে গেলে কেনা-বেচা নিষিদ্ধ। এটা কয়জন মানে ঢাকা শহরে? আযানের পরে হাজার হাজার দোকানে কেনা-বেচা হয় কি হয় না? জানেও না অনেকে। জানলেও সেটাকে কার্যকরী করার জন্য বলেও না অনেকে। আমল হয় কি হয় না সেটা ভিন্ন। আমরা শুধু আয়াতটার মৌলিক জিনিস দেখছি। জুমু'আর আগে আযান যখন হল, তাড়াতাড়ি আল্লাহর যিকিরের জন্য আস। মানে জুমু'আর

www.pathagar.com

নামাযের জন্য আস। কেনা-বেচা ছেড়ে দাও। এটা তোমাদের জন্য খুব ভাল যদি তোমরা জানতে। এখন নামায হয়ে গেল। দ্বিতীয় অংশ,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا

'যখন নামায হয়ে গেল, পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়। আল্লাহর ফযলকে তালাশ করো এবং আল্লাহর যিকির করো বেশি বেশি।' আল্লাহর ফযল অনুসন্ধান কর মানে ব্যবসা-বাণিজ্য কর। জুমুআর নামাযের পরে কত ব্যবসা করবে কর। নিষেধ নেই। অন্য অনেক ধর্মে নিষেধ। অন্তত তাদের ধর্মীয় শাস্ত্রে নিষেধ। আর কুরআন বলে, নামায পড়ে ফেলেছো, এখন যাও জমিনে ছড়িয়ে পড়ো। আল্লাহর ফযল তালাশ কর। আয়াতের শাব্দিক অর্থ এটা। আল্লাহর ফযল তালাশ কর মানে ব্যবসা কর, বাণিজ্য কর, কৃষি কর, শিল্প কর। হালাল রুযি উপার্জনের জন্য যা করতে হয় কর। কিন্তু শেষ আয়াতে একটা ছোট্ট কথা আছে,

قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ৬২:১১

'আপনি বলুন, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা তামাশা ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।' একটা তো এমনিতেই নিষেধ। তামাশা বেকার কাজ। দুনিয়াতেও লাভ নেই। আখেরাতেও লাভ নেই। সাময়িক মজা। এটা বাদ। এখানে আয়াতের মধ্যে তামাশার কথা আছে। আমাদের উদ্দেশ্য মূল কমেন্টটি, 'আপনি বলুন, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা তামাশার চেয়ে ভাল, হালাল ব্যবসার চেয়েও ভাল।' হালাল ব্যবসা করে দুনিয়ায় তুমি পয়সা কিছু বেশি কামাই করতে পারবে। কিন্তু হালাল পদ্ধতিতে সহীহ রাস্তায় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে, আখেরাতকে সামনে রেখে যে কাজটি তুমি করবে, সেটা ব্যবসার লাভের চেয়ে বেশি। এখানে তামাশা এবং হালাল ব্যবসাকে এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যবসার চেয়ে উত্তম কি? আমানতদারী। ঈমানদারী। সুন্নতের পাবন্দী। আল্লাহ তা'আলা সৌভাগ্য দেন।

তিযারতের কথা কুরআনের অনেক জায়গায় আছে। এখানে আছে, হালাল ব্যবসার চেয়ে ভাল কি? আল্লাহর কাছে যা আছে তাই। আল্লাহর কাছে কি আছে? আল্লাহর কাছে কি থাকে? একটি আয়াত আছে,

www.pathagar.com

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ১৬:৯৬

'তোমাদের কাছে যা আছে, তা সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে যা আছে চিরদিন থাকবে।' আল্লাহর কাছে যা, তা চিরস্থায়ী। আর তোমাদের কাছে যা আছে, তা শেষ হয়ে যাবে। কোনটা শেষ হয়ে যায়? কোনটা কবরের ওপারে যায়? সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এগুলো হল মৌখিক উচ্চারণ। লেন-দেন তো মৌখিক উচ্চারণ না। কিন্তু দাম কত? ন্যায়বিচার এবং আমানতদারী - এ দুটোকে ইসলাম অনেক দাম দেয়।

اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ৫:৮

'ন্যায়বিচার কর, সেটা তাক্বওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী।' তাক্বওয়া কাকে বলে? খুব সুন্দর লেবাস। খুব সুন্দর দাড়ি। খুব সুন্দর টুপি। খুব সুন্দর নামায। তাক্বীরে উলার পাবন্দী। কিন্তু অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই। এজন্য ইসলাম বলে, এক নম্বরে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস। দুই নম্বরে ইবাদত। তিন নম্বরে মুআমালাত - লেন-দেনের মধ্যে তোমার সতর্কতা আছে কিনা! কাজ-কামে ছাফ কিনা। হালাল রুযি কামাইয়ের জন্য সঠিকভাবে এগুচ্ছ কিনা। টুপি আছে। দাড়ি আছে। নামায আছে। তাহাজ্জুদ আছে। কিন্তু মানুষকে ঠকানোর বেলায় দ্বিধা নেই। এটা হল, তিন নম্বর শাখা। এখানে যেন কোন রকমের ত্রুটি না আসে। চার নম্বর, সামাজিকতা। এটার দাম আরো বেশি।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ১৬:৯০

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের আদেশ করেন আদল এবং ইহসান কর।' আদল মানে ন্যায় বিচার করা। যা পাওনা ছিল, তা দিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন বলা হয়, ইহসান কর। ইহসান করা মানে কি? তুমি আরো বেশি আগে বাড়। এটার উদাহরণ হাদীস শরীফ থেকে পাওয়া যায়। একজন বড় সাহাবীর বিরুদ্ধে নালিশ করেছে একজন গরিব, বাচ্চা ছেলে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলল, 'হুযুর, আমার জমি নিয়ে গেছে।' রাসূল (ﷺ) বিচার করলেন। বিচারে দেখা গেল সাহাবী দোষী না। আসলে সাহাবী ঠিক। কাজেই বিচারে সাহাবী জিতে গেল। জেতার পরে রাসূল (ﷺ) তাকে

www.pathagar.com

বললেন, 'তুমি জমিনটা তাকে দিয়ে দাও।' যিনি কেস করেছিলেন তিনি গরিব মানুষ। কেসে তো সাহাবী জিতেছেন। জেতার পরে সাহাবীকে রাসূল জমিনটা অপর পক্ষকে দিয়ে দিতে বলছেন। কিন্তু সাহাবী রাজী না। 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ন্যায়বিচার করে দিয়েছেন। আমার হক্ব আমাকে দিয়েছেন। আমি কেন দেব? ' রাসূল (ﷺ) আবার তাকে বললেন যে, তুমি জমিনটা তাকে দিয়ে দাও। আল্লাহ খুশি হবে। সাহাবী আবার একই কথা বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ন্যায়বিচার করে দিয়েছেন। আমার হক্ব আমাকে দিয়েছেন। আমি দেব না।' আরেক সাহাবী এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার জমি আমি এত টাকা দিয়ে কিনলাম। এবার আমি এ জমি ঐ গরিবকে দিয়ে দিলাম। এখন ঐ সাহাবী বলে যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি বুঝতে পারিনি। আপনি যে আমাকে ইহসান করতে বলেছেন, এটা আমি বুঝতে পারিনি। এখন ইহসান কাকে বলে? ন্যায়বিচারের পরে যেটা আল্লাহকে খুশি করার জন্য অতিরিক্ত দেয়াকে হইসান বলে। একজন দাবী করল যে, আমি তার কাছে এক হাজার টাকা পাই। বিচারে সাব্যস্থ হল যে, সে আসলে এক হাজার টাকা পায় না। এখন উল্টো বলা হচ্ছে, এক হাজার টাকা সে না পেলেও তাকে দিয়ে দাও। সহজে কেউ দেয়? এটার নাম ইহসান। উত্তম আচরণ। সাহাবী এটা বুঝতে পারেননি। বড় সাহাবী। কিন্তু ভুল হয়ে গেছে। যখন অন্য এক সাহাবী এগিয়ে এসে জমি কিনে জমি দিয়ে দিয়েছে, তখন রাসূল (ﷺ) খুশি হয়েছেন। দোয়া করেছেন। এখন বলে যে,আমাকে আবার সুযোগ দেন। বলে যে, আর হবে না। এ আয়াত অনেকে জুমুআর খুতবায় পড়ে,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

'আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদেশ করেন আদল ও ইহসান করার।' اَلْعَدْلُ মানে ন্যায়বিচার। ন্যায় বিচারের পরে আবার কি? اَلْإِحْسَانُ উত্তম আচরণ কর। উত্তম আচরণ মানে কি? পাওনা থেকে বেশি দাও। অদ্ভূত কথা না? পাওনা তো দিয়েই দিয়েছি। ইনসাফ তো করেছি। ইনসাফের পরে কি থাকে? ইহসান। উত্তম আচরণ।

www.pathagar.com

একটি হাদীস আমাদের কাছে খুব বিখ্যাত। হযরত উমর (রাঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। জীব্রাঈল (আঃ) মানুষের বেশে রাসূল (ﷺ) এর কাছে এসেছিলেন। রাসূল (ﷺ) এর সাথে হাটুতে হাঁটু মিলিয়ে বসলেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সামনে নবাগত ব্যক্তি হাঁটুতে হাঁটু মিলিয়ে বসে বলছেন, 'বলেন তো ইসলাম কী?' রাসূল (ﷺ) বললেন, 'ইসলাম হল কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ এবং যাকাত।' জীব্রাঈল (আঃ) বললেন, ঠিকই বলেছেন। [অচেনা মানুষ এরকম করলে যারা সামনে আছে তারা বলবে, কেমন বেয়াদব! তিনি রাসূলকে প্রশ্ন করেন আবার জবাব দেয়ার পর নিজেই বলেন যে, ঠিকই বলেছেন। ঠিকই যদি বলে, তাহলে কেন জিজ্ঞেস করেছ? বেয়াদবী না?] হযরত উমর (রাঃ) নিজেই বলেন যে, তার কথার ভঙ্গিতে আমার খুব আশ্চর্যান্বিত হলাম। তিনি নিজেই প্রশ্ন করেন আবার নিজেই বলেন, ঠিকই বলেছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'বলেন তো ঈমান কী?' রাসূল (ﷺ) বললেন, 'আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। তার আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনবে। তার ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনবে। তার রাসূলদের উপর ঈমান আনবে। শেষ দিনের উপর ঈমান আনবে। তাক্বদীরের উপর ঈমান আনবে। মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হবার উপর ঈমান আনবে।' ঈমানে মুফাসসাল যেটাকে বলে।

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

তিন নম্বর, 'বলেন তো ইহসান কী?' তিনটি শব্দ একই ধাঁচের। প্রথমে বলেছেন, ইসলাম। তারপরে বলেছেন, ঈমান। তারপরে বললেন, ইহসান। প্রত্যেকটিতেই হামযাহর নীচে যের। যখন রাসূল (ﷺ) এর কাছে ইহসান সম্পর্কে জানতে চাইলেন তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, 'তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো। যদিও তুমি তাকে না দেখ কমপক্ষে এটুকু চিন্তা করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।' এটার নাম ইহসান। এটাকে আমরা বাস্তব জীবনে আনতে পারি না। এখানে ইহসান মানে বুঝিয়েছেন ইবাদত। আসলে কেবল ইবাদত না, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে আমাদের শরীয়তের কাজগুলো করতে হবে। মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

সদাচরণের সবচেয়ে ভাল জায়গা কোনটা? পার্টনার। কিন্তু এখানেই কদাচরণ হয় বেশি। পার্টনারে পার্টনারে ঝগড়া খুব লাগে। একটাই কারণ। আদল নেই। ইহসান থাকার তো প্রশ্নই নেই। আদলের পরে ইহসান। উত্তম আচরণ কখন? আগে আমার পাওনা দিয়ে দেন। তার আগে ইহসানের প্রশ্নই নেই। ঐ যে সাহাবীর গল্পটা বললাম, সেটা ইহসানের অন্য দিক বোঝানোর জন্য। ইহসান ইবাদতের মধ্যে, বাস্তব জীবনেও প্রতিটি ক্ষেত্রে। কুরআন মজীদের মধ্যে আল্লাহ কি অদ্ভুতভাবে এ কথা বলেছেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেন আদলের এবং ইহসানের।' তিযারত সম্পর্কে কুরআনের বিখ্যাত আয়াত,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۞ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

'হে ঈমানদারেরা! তোমাদেরকে কি একটা ব্যবসার কথা বলে দিবো যেটা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে বাঁচাবে? (তা এই যে), তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।'

মাওলানা আবরারুল হক সাহেব (রহঃ) বলতেন, আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করার প্রথম ধাপ হল নিজে পরিপূর্ণভাবে শরীয়তের উপর চলা। আগেই আলোচনা হয়েছে, ইসলামের শাখা পাঁচটি। দুই নম্বর হল ইবাদত। এক্ষেত্রে আমাদেরকে মোটামুটি ভাল পাওয়া যায়। দাঁড়ি ভাল। টুপি ভাল। লেবাস ভাল। পাঞ্জেগানা নামাযের এহতেমাম ভাল। রাতের তাহাজ্জুদ নাযাযে ভাল। তিন নম্বর হল, মুআমালাত। এখানে যে অনেক জায়গায় উল্টোপাল্টা হচ্ছে সে বিষয়ে খবরই নেই। দেখা যাবে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের তরীকা সহীহ নেই। সুদ, ঘুষ আর ফাঁকির

www.pathagar.com

মিশ্রণ। ইসলাম বলে, তোমার ইবাদত যথেষ্ট না। পাঁচটিই চাই। বিশ্বাস ঠিক চাই। ইবাদত ঠিক চাই। ব্যবসায় লেন-দেন কাজকারবারে সহীহ তরীকা চাই। এরপরে চার নম্বর, সাধারণ সামাজিক আচরণ। মানুষের সাথে ব্যবহারে উত্তম আচরণ চাই। আর মনের মধ্যে কি আছে সেটাও চাই। এটা হল, পাঁচ নম্বর, আভ্যন্তরীণ চরিত্র। তোমার নিয়তের মধ্যে পরিপূর্ণ এখলাস আছে কিনা? সেটাও দেখা হবে।

হযরত মাওলানা আবরারুল হক ছাহেব (রহঃ) বলতেন যে, strive করা কাকে বলে? এক নম্বর হল, নিজের জীবনে ইসলামকে পূর্ণভাবে আন। ঐ পাঁচটি বিষয়। তুমি নিজে আমানতদারী করবে না, আদল করবে না, ইহসান করবে না কিন্তু তুমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছ। এটা পরিপূর্ণ জিহাদ হবে না। হযরতের কথা অদ্ভূত। 'হে ঈমানদারেরা! তোমাদেরকে কি একটা ব্যবসার কথা বলে দিবো? এ ব্যবসা কী? এ ব্যবসা হল, আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের পথে চলা। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে ঐভাবে তিযারত করার তৌফিক দিন।

আমি শুরুতে যে আয়াতগুলো পড়েছিলাম, সূরা মুমিনুন এর আয়াত ১২ নম্বর থেকে ১৬ নম্বর আয়াত হল,

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

'অতঃপর তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত করা হবে।' আর ঐ পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে।

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ২:২৮১

'তোমরা ভয় করো সেদিনকে, যেদিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে। অতঃপর প্রতিটি প্রাণকে বদলা দেওয়া হবে যা সে অর্জন করেছিল।' ঐ দিনের কথা খেয়াল রাখ। কি হবে সেদিন? কি অর্জন করেছিলে তুমি? ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যদি সততা থাকে, আমানতদারী থাকে, আল্লাহর রাসূলের সুন্নতের পাবন্দী থাকে, এটা হল আখেরাতের কামাই। ব্যবসার লাভ,

www.pathagar.com

ব্যবসার ক্ষতি দুটোই হতে পারে। ক্ষতির মধ্যেও একটা মানুষ আখেরাতে অনেক বেশি লাভবান হতে পারে যদি দুনিয়ার ব্যবসায় আল্লাহর রাসূলের তরীকা থাকে। আল্লাহ আপনাদেরকে ঐভাবে কাজ করার সৌভাগ্য দিন। আপনাদের কাজে বরকত দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

www.pathagar.com

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মতো কয়েকটি কিতাব

মাকতাবাতুল আশরাফ
www.pathagar.com
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫